আমেরিকান ইতিহাসের পাঠ

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

আমেরিকান ইতিহাসের রূপরেখা

অনুবাদ : বিনোদ দাশগুপ্ত

ম্যারিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক অধ্যাপক কিথ ডব্লিউ. ওলসন এই পুস্তক আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করেছেন। ওয়াশিংটন ডি. সি'র জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর উড গ্রে এবং নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ রিচার্ড হফস্যান্ডটার-এর সাথে আলোচনা করে প্রথমে এটি রচিত হয়েছিল। অতিরিক্ত সম্পাদকীয় সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন বার্কলের (ক্যালিফোর্নিয়া) ডঃ ষ্টিভেন এন্ডসলে।

আহমদ পাবলিশিং হাউস

সূচীপত্র

১.	ঔপনিবেশিক যুগ	১
২.	স্বাধীনতার যুদ্ধ	২৯
৩.	একটি জাতীয় সরকার গঠন	৫৯
৪.	পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ ও আঞ্চলিক মতপার্থক্য	৮৮
৫.	সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত বিরোধ	১১০
৬.	সম্প্রসারণ ও সংস্কারের যুগ	১৩৭
৭.	বিদেশে সংঘাত, স্বদেশে সামাজিক পরিবর্তন	১৬৭
৮.	আধুনিক আমেরিকা	১৯৪

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

প্রথম
অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ

"মানুষের বসবাসের জন্য একটি জায়গা তৈরী করার ব্যাপারে স্বর্গ ও মর্ত্য কখনো এর চাইতে অধিক ঐকমত্য হয় নি।"—জন স্মিথ

১৬০৭ সালে ভার্জিনিয়া উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় অভিগমনের বিরাট স্রোত শুরু হয়। তিন শতাব্দীরও অধিক সময়সীমার মধ্যে এই অভিগমনের মাত্রা ধীর গতিতে আসা মাত্র কয়েকশ ইংরেজ উপনিবেশবাদী থেকে বেড়ে বন্যার বেগে আসা নবাগতদের সংখ্যা লক্ষে লক্ষে পরিণত হয়। শক্তিশালী ও বিভিন্ন ধরনের প্রেরণায় উদ্দীপিত এই নবাগতরা এক সময়কার বর্বর এই মহাদেশে নতুন এক সভ্যতা গড়ে তোলে। মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বর্ধিষ্ণু উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার অনেক পর যে ভূখণ্ড এখন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে প্রথম ইংরেজ অভিবাসীরা পদার্পণ করে। এই নতুন দেশের প্রথম সফরকারীদের মত তারাও জনাকীর্ণ ছোট ছোট জাহাজে চড়ে এসেছিলো। ছয় থেকে বারো সপ্তাহ ব্যাপী সমুদ্রযাত্রায় তাদেরকে স্বল্প পরিমাণ খাদ্য বা রেশনের উপর বাঁচতে হয়েছিল। তাদের অনেকেই রোগে মারা যেত। জাহাজগুলি প্রায়ই ঝড়-ঝঞ্ঝার কবলে পড়ত, এবং কোন কোন জাহাজ হয়ত-বা সমুদ্রে তলিয়ে যেত।

ক্লান্ত অবসন্ন এই সমুদ্র যাত্রীদের কাছে আমেরিকান উপকূলের দৃশ্য সীমাহীন স্বস্তির বার্তা বয়ে আনতো। এক ঘটনাপঞ্জী লেখক বলেন: বারো

যোজন দূরবর্তী বাতাসের ঘ্রাণে যেনো ভেসে আসতো নব মুকুলিত সুমিষ্ট উদ্যান-সৌরভ।" নয়া ভূখণ্ডের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে উপনিবেশবাসীদের চোখে পড়ত এক ঘন বনরাজি। একথা সত্য যে এই সব বনে রেড ইণ্ডিয়ানরা বাস করতো। এদের অনেকেই ছিল বিরূপ মনোভাবাপন্ন (নবাগতদের প্রতি)। এবং রেডইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে আক্রমণের ভীতি নবাগতদের দৈনন্দিন জীবনকে আরো কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল। তবুও ব্যাপক ও উর্বর যে বিশাল বনভূমি পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২১০০ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিল সে বনভূমি ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য, জ্বালানী এবং ঘরবাড়ি, জাহাজ, আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরীর উপযোগী কাঁচামালের বিরাট উৎস এবং সর্বোপরি লাভজনক রপ্তানী সামগ্রীর ভাণ্ডারে পরিগণিত হয়েছিল।

আমেরিকায় ইংরেজদের প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপিত হয় ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে পুরোনো ডমিনিয়নস্থ ভার্জিনিয়ার জেমস্ টাউন-এ একটি বাণিজ্য কেন্দ্রকে ঘিরে। তামাক ফসলের জন্য এই অঞ্চলটি খুব শীঘ্র বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। কারণ ইংল্যাণ্ডে এখানকার তামাকের খুব ভাল বাজার ছিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন ভার্জিনিয়ায় এসে বিয়ে করে ঘরবাড়ি করার জন্য মহিলাদেরকে ইংল্যাণ্ড থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তখন জেমস্ নদীর তীর বরাবর বিরাট বিরাট কৃষি খামার গড়ে উঠেছে, এবং জনসংখ্যা বেড়ে নয়াবসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা হাজারে উন্নীত হয়েছে।

বসতির বন্দোবস্ত

যদিও এই নতুন মহাদেশ আশ্চর্যজনকভাবে প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট ছিল তবুও বসতিস্থাপনকারীরা তখনো যে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে নি। সে সবের জন্য ইউরোপের সাথে বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত জরুরী। উপকূল রেখা অভিবাসনকারীদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। গোটা সমুদ্র উপকূলই অসংখ্য খাড়ি এবং পোতাশ্রয়ে ভর্তি ছিল। কেবল মাত্র দুটি এলাকা

অর্থাৎ উত্তর ক্যারোলাইনা এবং দক্ষিণ নিউ জার্সিতে সমুদ্রগামী জাহাজের উপযোগী পোতাশ্রয়ের ঘাটতি বা অভাব ছিল।

কেনেবেক, হাডসন, ডেলাওয়ার, সাসকুইহানা, পটোম্যাক এবং অন্যান্য বড় বড় নদী এখানকার উপকূলবর্তী সমতল ভূমি এবং বন্দরগুলির সাথে ইউরোপের যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। কেবলমাত্র কানাডার ফরাসী নিয়ন্ত্রিত সেন্ট লরেন্স নদীটি এই মহাদেশের গভীর অভ্যন্তরে জলপথ বিস্তারের সুযোগ দিয়েছিল। গভীর অরণ্য এবং আপাল্যাসিয়ান পর্বতের দুরতিক্রম্য বাধা উপকূলীয় সমতল ভূমির বাইরে বসতি বিস্তারে নিরুৎসাহিত করেছিল। একমাত্র শিকারী এবং ব্যবসায়ীরাই এই বিজন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো। একশ বছর ধরে ঔপনিবেশিকরা উপকূল বরাবর তাদের ঘনবসতি গড়ে তোলে।

সমুদ্রে নির্গমন পথ-সহ বসতিগুলি ছিল স্বনির্ভর সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি উপনিবেশ প্রচণ্ড চেতনাসম্পন্ন আলাদা সত্তায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু স্বতন্ত্র চেতনা সত্ত্বেও বাণিজ্য, নৌ-চলাচল, কারখানা-শিল্প ইত্যাদি সমস্যা এবং প্রচলিত মুদ্রা ভূমি সীমান্ত অতিক্রম করার ফলে পারস্পরিক কিছু সাধারণ আইন-কানুন-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এই কারণে ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার পর (উপনিবেশগুলিকে নিয়ে) একটি ফেডারেশন গঠিত হয়।

সতের শতকে উপনিবেশবাসীদের আগমনের ফলে সতর্ক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাসহ ব্যয় ও ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বসতি স্থাপনকারীদেরকে সমুদ্র পথে প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার পরিক্রমণ করতে হয়। তাদের হাঁড়ি, বাসন, পোশাক-পরিচ্ছন্ন, বীজ, হাতিয়ার, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, পোষা পশুপাখী, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য দেশ ও যুগের ঔপনিবেশবাদী নীতির তুলনায় স্বতন্ত্র—ইংল্যাণ্ড থেকে বর্হিগমনের ব্যাপারটি সরকারী উদ্যোগে সংঘটিত হয় নি। এটা সংঘটিত হয়েছিল বেসরকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগে যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুনাফা আহরণ। ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটস উপনিবেশ দুইটি প্রতিষ্ঠা করেছিল চার্টার্ড কোম্পানী। বিনিয়োগকারীদের দেয় এই কোম্পানীর

তহবিল ব্যয়িত হতো উপনিবেশগুলির সমরসজ্জা, পরিবহণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

নিউ হেভেন (পরবর্তী কালে কানেটিকাট উপনিবেশের অংশ) উপনিবেশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল বহিরাগতরা নিজেরাই তাদের পরিবার ও চাকর-বাকরের পরিবহণ ও সরঞ্জামাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিত। নিউ হ্যাম্পশায়ার মেইন, ম্যারিল্যাণ্ড, দুই ক্যারোলাইনা, নিউজার্সি এবং পেন্সিলভানিয়ার মত অনেক বসতি কেন্দ্র বা উপনিবেশ আদিতে ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। ইংরেজ ভদ্রলোক বা অভিজাত শ্রেণীর যে সব লোককে রাজা (ইংল্যাণ্ডের) এই সব জমির স্বত্বাধিকার দান করেছিলেন, তারা জমিদার হিসাবে এখানে রায়ত বা চাকরদেরকে বসতি স্থাপনের জন্য অগ্রিম অর্থ দিতো।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজা প্রথম চার্লস সেসিল ক্যালভার্ট (লর্ড বাল্টিমর) ও তার উত্তরাধিকারিগণকে আনুমানিক ২৮ লক্ষ হেক্টর জমি দিয়েছিলেন। এবং এই ভূখণ্ডই পরবর্তীকালে মেরিল্যান্ড রাজ্যে পরিণত হয়। রাজা দ্বিতীয় চার্লস যে সব ভূখণ্ড দান করেছিলেন সেগুলি পরবর্তী কালে ক্যারোলিনা ও পেনসিলভানিয়া নামে পরিচিত হয়। সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে ব্যক্তি মালিকেরা এবং চার্টার্ড কোম্পানীগুলো ছিল রাজার প্রজা। কিন্তু তারা তাদের জমির জন্য নামমাত্র অর্থ বা রাজস্ব দান করত। ফলে দেখা যায় লর্ড বাল্টিমর রাজাকে দিতেন কেবলমাত্র ইণ্ডিয়ানদের তীরের দুটি অগ্রভাগ এবং উইলিয়াম পেন দিতেন দুইটি বীবরের চামড়া। যে তেরটি উপনিবেশ নিয়ে পরিণামে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় সেগুলি ছিল নিউ হ্যাম্পশায়ার, ম্যাচাচুসেটস, রোড আইল্যাণ্ড, কানেটিকাট, নিউইয়র্ক, নিউ-জার্সি, পেনসিলভেনিয়া, ডেলাওয়ার, ম্যারিল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারো-লাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা এবং জর্জিয়া। উপনিবেশগুলিতে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের বিভিন্ন ধরনের আদি অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছিল। অনেকগুলি ছিল অন্য উপনিবেশের প্রশাখা মাত্র মেসাচুসেটস থেকে আগত লোকেরাই রোড আইল্যাণ্ড এবং কনেটিকাট-এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। ম্যাসা-চুসেটস ছিল সমগ্র নিউ ইংল্যাণ্ড উপনিবেশের জন্মদাত্রী। জেমস এডওয়ার্ড

অগলিথোরপে এবং তাঁর সহকর্মীরা মানব হিতৈষী ও বাস্তব কারণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জর্জিয়া উপনিবেশ। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল ঋণ ফেরত দানে অক্ষম বন্দীদেরকে ইংরেজ কারাগার থেকে মুক্ত করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়ে এমন একটি উপনিবেশ স্থাপন করা যা দক্ষিণে অবস্থিত স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর হিসাবে কাজ করবে। ওলন্দাজরা ১৬২১ সালে নিউ নেদারল্যাণ্ডে যে উপনিবেশ স্থাপন করে তা ১৬৬৪ সালে ইংরেজ শাসনাধীনে আসে এবং তার নতুন নাম করা হয় নিউইয়র্ক।

ইউরোপ থেকে আগত বেশীর ভাগ লোক অধিকতর অর্থনৈতিক সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছিলো—ধর্মীয় স্বাধীনতার স্পৃহা অথবা রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে পালিয়ে যাবার সংকল্পের কারণে তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা আরও জোরদার হয়। ১৬২০ সাল থেকে ১৬৩৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড গভীর অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত ছিল। অনেক লোকই তখন কোন কাজ পাচ্ছিল না এমন কি দক্ষ কারিগররাও কোন রকমে বেঁচে থাকার চেয়ে বেশী উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। ভাল ফসল না হওয়ার ফলে এই দুরবস্থা আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান উল শিল্পের তাঁতগুলোকে চালু রাখার জন্য ক্রমাগত উলের চাহিদা বাড়ছিল। এর ফলে পূর্বে যে সব জমি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হত, সেগুলিকে মেষ পালকরা মেষ চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে শুরু করেন।

ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা সন্ধান

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ধর্মীয় অভ্যুত্থানের সময় পিউরিটান বলে কথিত একদল নারী-পুরুষ ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত গীর্জাকে ভেতর থেকে সংস্কার করার প্রয়াসী হয়। অপরিহার্যভাবে তারা জাতীয় গীর্জাকে অধিকতর পরিপূর্ণভাবে প্রটেস্টানাইজেশন বা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী করে তুলতে চাইছিলো এবং বিশ্বাস ও প্রার্থনা পদ্ধতিতে তারা সহজতর করার দাবী জানাচ্ছিলো। রাষ্ট্রীয় গীর্জার ঐক্য বিনষ্ট করে তাদের সংস্কারবাদী

ধারণা জনগণের মধ্যে বিভেদ ও রাজকীয় কর্তৃত্বকে হেয় করার হুমকি সৃষ্টি করে। রাজা প্রথম জেমস-এর রাজত্বকালে একদল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা-বাদী একটি বৈপ্লবিক গোষ্ঠী যারা প্রধানত ছিলো নিরীহ গ্রামের লোক এবং বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে প্রতিষ্ঠিত গীর্জাকে কখনো তাদের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কার করা যাবে তারা হল্যাণ্ডের লিডেনে চলে যান। সেখানে তাদেরকে ইচ্ছানুযায়ী ধর্মমত চর্চা করার অনুমতি দেয়া হয়। এই লিডেন জামাত যারা তীর্থযাত্রী নামে পরিচিত ছিলেন তাদের কিছু সংখ্যক সদস্য পরবর্তীতে নতুন বিশ্বে (ভূখণ্ডে) চলে যেতে সিদ্ধান্ত নেন। এবং ১৬২০ সালে সেখানে পেঁৗছে তারা প্লাইমাউথ উপনিবেশ স্থাপন করেন।

১৬২৫ সালে রাজা প্রথম চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরে ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান নেতারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিপীড়নের শিকার হয়। তাদের মতামত প্রচারের অনুমতি না দেয়ার কারণে অনেক মন্ত্রীও তাদের অনুসারীকে নিয়ে আমেরিকায় তীর্থযাত্রী গ্রুপের সাথে যোগ দেন। পূর্বের আগমনকারীদের চেয়ে এই দ্বিতীয় গ্রুপের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। তাদের মধ্যে অনেক অঢেল বিত্তশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন এবং তারা মেসাচুসেট্স উপসাগরীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরবর্তী দশকের মধ্যে আধা ডজন ইংরেজ উপনিবেশ পিউরিটান অধিপত্য স্থাপিত হয়।

কিন্তু উপনিবেশবাদীদের মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তাড়িত পিউ-রিটানরাই ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে অসন্তোষের কারণে উইলিয়াম পেন ও তাঁর অনুসারীরা পেনসিলভেনিয়া উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরেজ ক্যাথলিকদের অনুরূপ উৎকণ্ঠাই ছিল সেসিল ক্যালভার্টের মেরিল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপনের একটি অন্যতম উপাদান। জার্মান এবং আয়ারল্যাণ্ড থেকে আসা অনেক ঔপনিবেশিকরা পেনসিল-ভোনিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনায় অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান করছিলেন।

রাজনৈতিক বিবেচনাতেও অনেকে আমেরিকায় যেতে উদ্বুদ্ধ হয়ে-ছিলো। ১৬৩০-এর দশকে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর একতরফা আইন অনেককে নয়া বিশ্বে (আমেরিকা) অভিগমনে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

পরবর্তীতে ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে চার্লস-এর বিরুদ্ধবাদীদের বিদ্রোহ এবং বিজয়ের ফলে ১৬৪০-এর দশকে অনেক রাজভক্ত অশ্বারোহী সৈন্য বা রাজপুরুষ বাধ্য হয়েছিলো ভার্জিনিয়ায় গিয়ে তাদের ভাগ্য সন্ধান করতে। জার্মানীতে ছোট ছোট রাজা বা যুবরাজদের বিশেষত ধর্মীয় ব্যাপারে নিপীড়নমূলক নীতি এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী একের পর এক যুদ্ধ-জনিত ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদির কারণে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ও অষ্টাদশ শতকে এখান থেকে আমেরিকার দিকে অভিগমনের মাত্রা বেড়ে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ নারী-পুরুষরা আমেরিকায় নতুন জীবন ধারার প্রতি বিশেষ সক্রিয় আগ্রহ না দেখালেও উদ্যোগী ব্যক্তি বা প্রমোটার-দের দক্ষ প্ররোচনার মাধ্যমে তারা এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠে। পেন-সিলভেনিয়া কলোনীতে নবাগতদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা উন্মুক্ত রয়েছে উইলিয়ামপেন তা ভালভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। গরীব অভিগমনকারীদের আকর্ষণ ও আনয়নের জন্য যে সব জাহাজের ক্যাপ্টেন-দেরকে পুরস্কার দেয়া হচ্ছিল তারা যত বেশী সংখ্যক সম্ভব যাত্রী তাদের জাহাজে বোঝাই করার জন্য বেপরোয়া প্রতিশ্রুতি দান করা থেকে শুরু করে জোর পূর্বক অপহরণ করে জাহাজে তুলে নেয়া ইত্যাদি প্রত্যেকটি পন্থাই প্রয়োগ করতো। সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে যাতে তাদের সাজার পুরো মেয়াদ পর্যন্ত কারাভোগের বদলে আমেরিকায় অভিগমন করার সুযোগ দেয়া হয় সেজন্য বিচারক এবং কারা-কর্তৃপক্ষগুলিকে উৎসাহিত করা হচ্ছিল।

অনেকেই ছিল পরিবহণ ব্যয় বহনে অক্ষম

নয়াবিশ্বে আগমনকারীদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি তাদের নিজেদের পরিবারের ব্যয় বহন করে সেখানে নতুন জীবনযাত্রা শুরু করতে সক্ষম ছিলো। যারা পরিবহণ ব্যয় ও সেখানে জীবন ধারণ ব্যয় বহনে অক্ষম ছিলো তাদের খরচ ভার্জিনিয়া কোম্পানী এবং মেসাচুসেটসবে কোম্পানীর মত ঔপনিবেশিক সংস্থাগুলো বহন করতো। এর বিনিময়ে

এই বসতিস্থাপনকারীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে উক্ত সংস্থাসমূহের জন্য কাজ করতো। এই রকম চুক্তিবদ্ধ হয়ে যারা এই নতুন ভূখণ্ডে এসেছিলো, তাদের অনেকেই সহসা অনুধাবন করতে পারে যে, যেহেতু তাদেরকে এখানে চাকর-বাকর কিংবা রায়ত হিসাবে অবস্থান করতে হবে সেহেতু তাদের অবস্থা পূর্বতন বাসভূমির চেয়ে মোটেও ভাল নয়।

এই পদ্ধতি যখন সকল ঔপনিবেশিক বা বসতি স্থাপনার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলে প্রমাণিত হয় তখন আমেরিকায় বসতি স্থাপনের ব্যাপারে আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা হয়। কোম্পানী, মালিক এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক পরিবার সম্ভাব্য বসতি স্থাপনকারীদের সাথে পরিবহণ খরচ এবং ভরণপোষণের ব্যয়ের বিনিময়ে এমন এক চুক্তি করেন, যার ফলে এই বসতি স্থাপনকারীরা সাধারণত চার থেকে সাত বছর মেয়াদী সীমিত সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং পরে মুক্ত হয়ে "স্বাধীনতার প্রাপ্য" কিছু নগদ অর্থসহ ক্ষেত্র বিশেষে ছোট এক খণ্ড জমিও লাভ করবে।

ধরা হয় যে, নিউ ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণের উপনিবেশগুলিতে যে সব বসতি স্থাপনকারী ছিলেন, তাদের অর্ধেকই আমেরিকায় এসেছিলেন এই রূপ "চুক্তিবদ্ধ চাকর" হিসাবে। যদিও এই ব্যবস্থাধীনে আসা বেশীর ভাগ লোকেই তাদের দায়িত্ব বা চুক্তিপত্রের শর্ত বিশ্বস্ততার সাথে পূরণ করেছিলেন, তবুও তাদের কিছু সংখ্যক পালিয়ে গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এই ধরনের পালিয়ে যাওয়া লোকদের অনেকেই হয় তারা প্রথমে যে উপনিবেশে এসেছিলো সেখানে বা প্রতিবেশী কোন উপনিবেশে জমি লাভ করতে এবং বাড়িঘর তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলো।

আমেরিকায় যে সব পরিবার আধা দাসত্ব বা বন্দীদশায় জীবন শুরু করেছিলো, তাদের ক্ষেত্রেও এখানে কোন সামাজিক বাধা বা কলঙ্ক ছিল না। প্রত্যেক উপনিবেশের নেতাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা পূর্বে ছিলো চুক্তিবদ্ধ চাকর বা শ্রমিক।

সপ্তদশ শতকে যে সব বসতি স্থাপনকারী এসেছিলেন তাদের বেশীর ভাগ ছিলেন ইংরেজ। তবে মধ্যাঞ্চলে সামান্য কিছু পরিমাণে ছিলেন ওলন্দাজ,

সুইডিস এবং জার্মান। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা এবং অন্যান্য কিছু জায়গায় ফরাসী, ইতালীয়ান, পর্তুগীজ, স্পেনিশরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। এতদ-সত্ত্বেও ইংরেজসন এমন বসতিকারীর সংখ্যা সর্বমোট শতকরা ১০ ভাগের বেশী ছিল না।

বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ

১৬৮০ সালের পর জার্মানী, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড এবং ফরাসীদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসনকারী আসেন। ফলে ইংল্যাণ্ড আর বহিরাগতদের প্রধান উৎসস্থল হিসাবে থাকতে পারে নি। নানা প্রকার নতুন বসতি স্থাপনকারীরা আসে এদেশে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হাজার হাজার লোক জার্মানী থেকে পালিয়ে আসে। সরকারী নিপীড়ন এবং অনুপস্থিত ভূস্বামীদের সৃষ্ট দারিদ্য থেকে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে অনেকে আয়ারল্যাণ্ড ত্যাগ করেছিলেন এবং স্কটল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড হতেও দারিদ্র্যের বিভীষিকা থেকে মুক্তি লাভের জন্য পালিয়ে এসেছিলেন অনেকে। ১৬৯০ সালের মধ্যে আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আড়াই লক্ষ। তখন থেকে এখানকার জনসংখ্যা প্রতি ২৫ বছরে দ্বিগুণ হতে থাকে। এবং ১৭৭৫ সালে এখানকার জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ লক্ষেরও বেশি।

যে সব উপনিবেশ ইংরেজ অধ্যুষিত ছিল না, তাদের বেশীর ভাগই আদি বসতি স্থাপনকারীদের সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। এর মানে এই নয় যে, সকল বসতি স্থাপনকারীরাই নিজেদেরকে ইংরেজে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ কথা সত্য যে, তারা ইংরেজী ভাষা, আইন এবং অনেক ইংরেজ রীতিনীতি আমেরিকার অবস্থায় যে রূপান্তরিত রূপ ধারণ করেছিল তা গ্রহণ করে-ছিলেন ফলে এক অনুপম সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে যাকে বলা যায় নয়া ভূখণ্ডের পরিবেশের সাথে মিশে ইংরেজ এবং ইউরোপ মহাদেশের এক মিশ্রিত রূপ।

যদিও কোন লোক এবং তার পরিবার মেসাচুসেটস থেকে ভার্জিনিয়া অথবা দক্ষিণ কেরোলিনা থেকে পেনসিলভেনিয়াতে মৌলিক কোন গুণবিন্যাস

ছাড়াই যেতে পারতেন তবু প্রত্যেকটি উপনিবেশের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল আরও সুস্পষ্ট।

ভৌগলিকভাবে নির্ধারিত অংশগুলির বসতি ছিল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। উক্ত জলবায়ুর ও উর্বর জমির কারণে দক্ষিণাঞ্চলে প্রধানত—কৃষি ভিত্তিক সমাজ বিকশিত হয়। উত্তর পূর্ব দিকের হিমবাহতাড়িত প্রস্তর খণ্ডময় নিউ ইংল্যাণ্ড কৃষি কাজের দিক থেকে ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। কারণ সাধারণত হাল্কা পাথুরে মাটি ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলে গ্রীষ্ম ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং শীত দীর্ঘস্থায়ী। অন্য কর্ম সংস্থানের সন্ধান করতে গিয়ে নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা জলশক্তি বাড়িয়ে তোলেন এবং শস্য ভাঙ্গাবার মিল ও করাত কল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার ভাল জাতের কাঠ জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগায়। চমৎকার পোতাশ্রয় থাকার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে এবং সমুদ্র হয়ে উঠে বিপুল সম্পদের উৎস। মেসাচুসেটস-এ কড মাছের শিল্প একক-ভাবে দ্রুত উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

পোতাশ্রয়ের চারপাশের গ্রামে ও শহরে বসতি স্থাপনকারী নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দ্রুত এক শহুরে জীবনধারা গ্রহণ করে এবং তাদের অনেকেই কোন না কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে থাকে। যে সব শহরবাসী ছোট ছোট খামারে কাজ করতো কাছাকাছি সাধারণের ব্যবহার যোগ্য চারণভূমি ও বনভূমি থাকার ফলে তাদের প্রয়োজন ভালভাবে মিটতো ঘন সন্নিবিষ্ট বসতির ফলে গ্রাম্য স্কুল, গ্রাম্য গীর্জা এবং গ্রাম্য ও শহরে হল ঘর গড়ে উঠা সম্ভব হয়। এই সব স্থানে নাগরিকেরা মিলিত হয়ে সাধারণের স্বার্থ সম্বলিত বিষয় আলোচনা করতো, কঠোর জীবন ধারণ পদ্ধতি, একই ধরনের প্রস্তরময় মাটিতে চাষাবাদ, এবং সহজ ধরনের বানিজ্য এবং শিল্প ইত্যাদিতে একইভাবে নিয়োজিত থাকার কারণে নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা খুব দ্রুত এমন এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যে তারা অচিরেই আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হন।

এইসব গুণাবলী ঐ ১০২ জন সমুদ্র ক্লান্ত যাত্রীর মধ্যে ফুটে উঠেছিল যারা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব মেসাচুসেটস থেকে আটলান্টিকে অনুপ্রবিষ্ট কড

অন্তরীপের উপদ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। তারা লণ্ডন (ভার্জিনিয়া) কোম্পানীর উদ্যোগে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন এবং তাই ভার্জিনিয়াতেই তারা বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জাহাজ মে ফ্লাওয়ার অনেক উত্তরে গিয়ে থামে। কয়েক সপ্তাহের অনুসন্ধানের পর বসতিকামীরা আর ভার্জিনিয়ায় না গিয়ে যেখানে এসেছেন সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা তাদের উপনিবেশ হিসাবে প্লাইমাউথ পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী স্থানটিকে নির্ধারিত করেন এবং যদিও এখানে তাদের প্রথম শীতের কষ্টটা খুব কঠোর ছিল, তবুও তাদের বসতি টিকে যায়।

নিউ ইংল্যাণ্ডে কঠোর ধর্মীয় কর্তৃত্ব

প্লাইমাউথ যখন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত তখন কাছাকাছি অন্যান্য বসতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৩০ সালের পর যে লোক মেসাচুসেটস উপসাগর অঞ্চল (বস্টন) দখল করেছিলেন। তিনি সমগ্র নিউ ইংল্যাণ্ডের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজকীয় সনদ প্রাপ্ত ১২৫ জন লোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং গভর্নর জন উইনথ্রপ কর্তৃক পরিচালিত মেসাচুসেটস উপসাগরের বসতি স্থাপনকারীরা সাফল্য লাভের ব্যাপারে ছিলেন স্থির সংকল্প এবং উন্নত জীবন যাত্রা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা দ্রুত কর্তব্য কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়। প্রথম দশ বছরের মধ্যেই এখানে ৬৫ জন ধর্ম প্রচারক এসে পৌঁছায় এবং এখানকার নেতাদের সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণে মেসাচুসেটস-এ এক ধরনের পুরোহিততন্ত্র বিকাশ লাভ করে। তত্ত্বগতভাবে গীর্জা এবং রাষ্ট্র ছিল আলাদা সত্তা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উভয়ে ছিল এক। এবং সকল প্রতিষ্ঠানই ছিল ধর্মের অধীন, শীঘ্রই পুরোহিততান্ত্রিক ও স্বৈরাতান্ত্রিক একটি সরকার ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। শহরের মিটিংগুলিতে অবশ্য জনগণের সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল এবং বসতিস্থাপনকারীরা এক ধরনের স্ব-শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। যদিও গীর্জা-সংগঠনের চারপাশে শহরগুলি গড়ে উঠছিল তবুও সীমান্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী সংকটের কারণে সমস্ত জনগণ

নাগরিক দায়িত্বের অংশীদার ছিলো। তবুও বছরের পর বছর ধরে পুরোহিত এবং রক্ষণশীল সাধারণ মানুষ গীর্জা অনুশাসন রক্ষা করার প্রয়াশ চালাচ্ছিলো।

তারা সকল নাগরিকের মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয় নি, রজার উইলিয়াম নামে একজন বিদ্রোহী পাদ্রী রেড ইণ্ডিয়ানদের জমি গ্রহণ করার এবং গীর্জা ও রাষ্ট্রকে এক করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। "মেজিস্ট্রেটদের" কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তার নতুন ও বিপজ্জনক মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি আদালত কর্তৃক উপনিবেশ থেকে নির্বাসিত হন। প্রতিবেশী রোড আইল্যাণ্ডে তিনি বন্ধুভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন এবং সহসা তাঁর মতবাদের ভিত্তিতে সেখানে এক নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই মতবাদের বক্তব্য হলো মানুষ তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মচর্চা বা উপাসনা করতে পারবে এবং গীর্জা ও রাষ্ট্র হবে চিরকালের জন্য আলাদা (সত্তা)।

তবে ধর্মদ্রোহীরাই যে কেবল মেসাচুসেটস ত্যাগ করেছিলো তা নয়। রক্ষণশীল পিউরিটানরাও ভাল জমি ও সুযোগের সন্ধানে এই উপনিবেশ ছেড়ে গিয়েছিলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সব খামার মালিক বা কৃষক অনুর্বর জমি নিয়ে অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো, কানেকটিকাট নদী উপত্যকার উর্বরতার খবর তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের অনেকে এমনকি সমতল ভূমি এবং গভীর ও উর্বর মাটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে রেড ইণ্ডি-য়ানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মত বিপদের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত ছিলো। উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের গ্রুপগুলি সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভোট দানের জন্য গীর্জার সদস্য হওয়ার পূর্বশর্তটিকে বাতিল করে ভোটাধিকার পদ্ধতি সম্প্রসারণ করে। মেসাচুসেটস-এর অন্যান্য বসতি স্থাপনকারীরা উত্তরাঞ্চলের দিকে নীরবে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে এবং সহসা নিউহ্যাম্প-শায়ার এবং ম্যেন এমন সব নারী-পুরুষের বসতিতে পরিণত হয় যারা ছিলো স্বাধীনতাকামী ও জমি পেতে ইচ্ছুক।

ম্যাসাচুসেটস উপসাগরীয় উপনিবেশ যখন গৌণভাবে তার প্রভাব বিস্তার করছিলো তখন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তা দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং

তার বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই জায়গা ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং আমেরিকার সর্ববৃহৎ বন্দর হয়ে উঠে। জাহাজের খোলসের জন্য ওক কাঠ মাস্তুল ও অন্যান্য খাড়া কাষ্ঠ খণ্ডের জন্য পাইন এবং জাহাজের বিভিন্ন স্থানে জোড়া দেয়ার জন্য পীচ গাছগুলি উত্তর পূর্ব দিকের বনভূমি থেকে আসছিল। নিজেদের জাহাজ নিজেরা তৈরী করে এবং পৃথিবীর সকল বন্দরে এইসব জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হয়ে মেসাচুসেটস্ উপসাগরীয় জাহাজের ক্যাপ্টেনরা বাণিজ্যের যে ভিত্তি স্থাপন করে, তার গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। উপনিবেশ যুগের অবসানের সময় বৃটিশ পতাকাবাহী সকল জাহাজের এক তৃতীয়াংশ ছিল আমেরিকায় তৈরী। উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রী, জাহাজের সরঞ্জাম এবং নানারকম কাঠের জিনিষ ইত্যাদিতে রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে ওঠে। নিউ ইংল্যাণ্ডের জাহাজ মালিকরাও সহসা আবিষ্কার করে যে মদ এবং ক্রীতদাস খুব লাভজনক সামগ্রী।

দ্বিতীয় বৃহত্তম বিভাগ অর্থাৎ মধ্যাঞ্চলীয় উপনিবেশগুলির সমাজ ছিল আরও অধিকতর বিচিত্র। নিউ ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আরো ছিল বেশী সংস্কার-মুক্ত এবং সহনশীল। পেনসিলভেনিয়া এবং তার সহযোগী দেলাওয়ার-এর প্রাথমিক সাফল্যের জন্য দায়ী ছিলেন উইলিয়াম পেন। তিনি ছিলেন এমন এক খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক যার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন বিশ্বাসের ও জাতিসত্তাভুক্ত লোকদেরকে বসবাসের জন্য আকর্ষণ করে আনা। তার সংকল্প ছিল এই যে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি সুন্দর ও সৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপনিবেশের নজীর স্থাপন করা উচিত। পেন এমন একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন যা খুব সতর্কতার সাথে অনুসরণ করার ফলে এক ঝড়ো অবস্থার মধ্যেও শান্তি রক্ষা করছিল। উপনিবেশে নির্বিবাদে কাজ চলছিল এবং তা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। পেনের এখানে আগমনের এক বছরের মধ্যে পেনসিলভেনিয়াতে ৩০০০ নতুন নাগরিক এসে পেঁছান। উপনিবেশের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ফিলাডেলফিয়া। এই শহরটি সহসা বৃক্ষ ছায়া আচ্ছাদিত প্রশস্ত রাস্তা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইট ও পাথরের তৈরী বাড়ি এবং ব্যস্ত জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানার জন্য খ্যাতি লাভ করে। উপনিবেশের

যুগ শেষ হবার সময় এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা মতবাদে বিশ্বাসী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ৩০ হাজার লোক ছিলেন। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিভাবান বসবাসকারীরা এই শহরটিকে ঔপনিবেশিক আমেরিকার অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত করে।

যদিও ফিলাডেলফিয়াতে কোয়েকার নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকের আধিপত্য ছিল তবুও পেনসিলভেনিয়ার অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন গোত্র বা সম্প্রদায়ের লোক যথেষ্ট ছিল। খামার বা কৃষিতে উপনিবেশের সবচেয়ে দক্ষ লোকেরা ছিলেন জার্মান। কুটির শিল্প, তাঁত বুনন, জুতা তৈরী, দেরাজ প্রস্তুত করা ও অন্যান্য হস্তশিল্পেও এদের দক্ষতা ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। স্কটিশ আইরিশ বহিরাগতদের পক্ষে এই নয়া বিশ্বে প্রবেশ করার জন্যও পেনসিলভেনিয়া ছিল একটি প্রধান তোরণ দ্বার। তারা ছিলেন খুব উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ ও সীমান্তবাসী, যেখানেই চাইতেন সেখানেই জমি দখল করতেন এবং রাইফেলের সাহায্যে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতেন। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, ধর্ম ও শিক্ষায় বিশ্বাসী এইসব লোক যতই পশ্চাৎ ভূমির ভিতরের দিকে এগিয়ে যান ততই এক নতুন সভ্যতার প্রবর্তন করেন।

পেনসিলভেনিয়ার জনগণ ছিলেন মিশ্রজাতের এবং নিউইয়র্কেই আমেরিকার বহুভাষী বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পায়। ১৬৪৬ সালের মধ্যে হার্ডসন নদীর কাছাকাছি যে সব লোক বসবাস করছিলেন তাদের মধ্যে ওলন্দাজ, ফ্লেমিংস, ওয়ালুনস, ফরাসি, ডেনিস, নরওয়েবাসী, সুইডিস, ইংরেজ, স্কটিশ, আইরিশ, পর্তুগীজ ও ইতালীয়ানরা ছিলেন। এঁরা ছিলেন পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ নবাগতদের পূর্বসূরি।

অব্যাহত ও ওলন্দাজ প্রভাব

ওলন্দাজরা নিউ নেদারল্যাণ্ড ৪০ বছর ধরে দখল করে রাখে। পরবর্তীতে এটাকেই বলা হয় নিউইয়র্ক। কিন্তু ওলন্দাজরা (মূলত) বহির্মুখী বা হিজরতকারী লোক ছিলো না। উপনিবেশ তাদেরকে এমন কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সুবিধা দান করে নি যা তারা হল্যাণ্ডে ভোগ করতে

পারতো না। তাছাড়া উপনিবেশ শাসন করার মত দক্ষ পদস্থ কর্মচারী কাজে নিযুক্ত রাখার ব্যাপারেও ডাচওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অসুবিধা ছিল। ১৬৬৪ সালে ঔপনিবেশিক তৎপরতার প্রতি বৃটিশের আগ্রহ পুনরায় বেড়ে উঠার ফলে তারা ওলন্দাজ উপনিবেশ জয় করে। এর অনেক-দিন পরেও অবশ্য এখানে ওলন্দাজদের বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অব্যাহত থাকে। তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ বিশিষ্ট ওদের বাড়ির খাড়া ছাদগুলি হয়ে উঠেছিল এখানকার একটি স্থায়ী দৃশ্য এবং তাদের ব্যবসায়ীরা শহরকে দিয়েছিল একটি ব্যস্ততাপূর্ণ বাণিজ্যিক আবহাওয়া।

তাছাড়া ওলন্দাজরা নিউইয়র্ককে এমন একটি জীবন ধারণ পদ্ধতি দান করেন যা পিউরিটান বস্টন থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ভোজ এবং আনন্দই ছিল নিউইয়র্কে ছুটির দিনগুলির বৈশিষ্ট্য। নব বর্ষের দিনে প্রতিবেশীদের বাড়ি যাওয়া, বড় দিনের সময় সেন্ট নিকোলাসের সফর উৎসব পালন করা ইত্যাদির মত ওলন্দাজ ঐতিহ্য অনেক বছর ধরে এখানে টিকে ছিল।

ওলন্দাজদের থেকে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের পর রিচার্ড নিকলস্ নামে একজন ইংরেজ প্রশাসক নিউইয়র্কের আইন কাঠামো পুনর্গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি কাজটি এত ধীরগতিতে এবং বিজ্ঞতার সাথে করেন যে তার ফলে ওলন্দাজ এবং ইংরেজ উভয়ের কাছ থেকেই তিনি মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হন। নিউ ইংল্যাণ্ড-এর শহরগুলির মত এখানকার শহর কর্তৃপক্ষগুলিরও (স্থানীয় সরকার) স্বায়ত্তশাসনের চরিত্র ছিল এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ওলন্দাজ আইন ও রীতিনীতির অবশেষের সাথে ইংরেজ ব্যবস্থার নীতির একীভবন ঘটে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ লোক নিউইয়র্ক প্রদেশে বাস করতেন। হাডসন, মোহাক এবং অন্যান্য উর্বর নদী অববাহিকায় বড় বড় ও বর্দ্ধিষ্ণু ভূ-সম্পত্তি বা জোত গড়ে উঠে। প্রজাস্বত্বভোগী কৃষক এবং ক্ষুদে স্বাধীন কৃষকরা এ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখে। বিশাল তৃণভূমি, গবাদিপশু, ভেড়া, ঘোড়া ও শূকর ইত্যাদির খাবার যোগান দেয়। তাতে তামাক ও তন্তু জাতীয় গাছের চাষ করা হয় এবং বিভিন্ন ফল বিশেষ করে

আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ভেড়ার লোমের ব্যবসাও উপনিবেশের উন্নয়নের সহায়তা করে। নিউইয়র্ক শহর থেকে ২৩১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত আলবানী থেকে জাহাজযোগে ব্যস্ত বন্দরে পশম নিয়ে যাওয়ার জন্য হাডসন নদী ছিল বিশেষ সুবিধাজনক।

দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি প্রাধান্য

নিউ ইংল্যাণ্ডে বিপরীতে ভার্জিনিয়া, ম্যারিলেণ্ড ক্যারোলিনাস এবং জর্জিয়া প্রভৃতি ছিল প্রধানত গ্রামভিত্তিক দক্ষিণাঞ্চলীয় বসতি। ভার্জিনিয়ায় জেমসেটাউনই ছিল প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ যা নয়া বিশ্বে টিকে ছিল। পরে ১৬০৬ সালে লণ্ডনের একটি ঔপনিবেশ কোম্পানীর উদ্যোগে এক শতকের মত লোক বিরাট অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা সোনার সন্ধান পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। প্রতিকূল পরিবেশে বসতি স্থাপন করা ছিল তাদের লক্ষ্য। এই দলের মধ্যে ক্যাপটেন জন স্মিথ প্রধান ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এবং ঝগড়া-বিবাদ, অনশন ও রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণাদি সত্ত্বেও তাঁর দৃঢ় মনোবল ক্ষুদ্র উপনিবেশটিকে প্রথম কয়েক বছর ধরে একত্রিত বা অখণ্ড রাখে।

প্রাথমিক যুগে উপনিবেশ সৃষ্টিকারী কোম্পানীগুলি দ্রুত মুনাফা লাভের আশায় বসতিস্থাপনকারীদেরকে তাদের নিজের ভরণ পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের চাষ করতে না দিয়ে কাঠ এবং লণ্ডনের বাজারে বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য সামগ্রী তৈরীতে আত্মনিয়োগ করার জন্য চাপ দিত। কয়েক বছরের কিছু বিপর্যয়ের পর কোম্পানী এই রকম বাধ্যবাধকতা বন্ধ করে এবং বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেয়।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে নতুন এক অবস্থা বিকাশের ফলে ভার্জিনিয়ার অর্থনীতিতে বিপ্লব সূচিত হয়। ঘটনাটি হল ভার্জিনিয়া তামাকের শোধন পদ্ধতি আবিষ্কার যার ফলে ইউরোপবাসীদের রুচিতে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। এই তামাকবাহী প্রথম জাহাজ লণ্ডনে পেঁৗছেছিল ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে এবং এক দশকের মধ্যে তামাক হয়ে উঠে ভার্জিনিয়ার রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস।

অনেকবার তামাক চাষের পর মাটির উর্বরা শক্তি নিঃশেষিত হয়। বিভিন্ন জলপথের উজান ও ভাটিতে নানা জায়গায় ছাড়িয়ে তামাক চাষীরা নতুন নতুন জমিতে চাষ শুরু করে। এই অঞ্চলে বিশেষ কোন শহর গড়ে উঠে নি। এমনকি রাজধানী জেমসটাউনেও ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল খুব কম।

যদিও ভার্জিনিয়াতে অধিকাংশ বসতি স্থাপনকারী এসেছিলেন তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার জন্য তবুও প্রতিবেশী উপনিবেশ ম্যারিল্যাণ্ড-এর অধিবাসীদের প্রেরণার উৎস ছিল ধর্ম এবং অর্থনীতি দুটাই। ক্যাথলিকদের একটি আশ্রয়স্থল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও কালভার্ট পরিবার মুনাফা দানে সক্ষম ভূ-সম্পত্তি বা জোত সৃষ্টিতেও আগ্রহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এবং বৃটিশ সরকারের সাথে গোলোযোগ এড়াবার লক্ষ্যে কাল-ভার্টরা প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের বহিরাগতদেরকে উৎসাহ দেন।

সামাজিক কাঠামো এবং সরকারী ব্যবস্থার দিক থেকে কালভার্টরা চেয়েছিল ম্যারীল্যাণ্ডকে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি অভিজাত ভূ-খণ্ড হিসাবে গড়ে তুলতে, যেখানে রাজার যাবতীয় বিশেষ ক্ষমতাসহ ওরা শাসন কাজ পরিচালনা করবেন। কিন্তু সীমান্তবর্তী সমাজে স্বাধীনতার চেতনা ছিল প্রবল। ম্যারীল্যাণ্ড এবং অন্যান্য উপনিবেশের অধিবাসীরা দৃঢ়তার সাথে যেভাবে ইংরেজ সাধারণ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে সরকারের ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্বাভাবিক অধিকারের নিশ্চয়তার জন্য চাপ দিয়েছিলেন তা সেখানকার কর্তৃ-পক্ষরা রোধ করতে পারছিল না।

ম্যারীল্যাণ্ডে ভার্জিনিয়ার প্রায় অনুরূপ একটি অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে। জোয়ারের পানির মত স্ফীত বড় বড় খামার মালিকদের আধিপত্যসহ দুই উপনিবেশই ছিল কৃষির প্রতি আসক্ত। দুই উপনিবেশরই যথেষ্ট পশ্চাৎভূমি ছিল সেখানে জোতদাররা ক্রমে ঢুকে পড়েছিলেন। দুই দেশই ছিল এক-ফসলা পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতার শিকার। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের আগেই এই দুই স্থান কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবস্থার ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই দুই উপনিবেশে বিত্তশালী বাগান মালিকরা শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, সামরিক বাহিনীর কর্ণেল এবং আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক দায়িত্ব খুব গুরুত্বের সাথে পালন করেছিলেন। কিন্তু জোতদার খামার মালিকরাও জনপ্রিয় পরিষদসমূহে উপবিষ্ট হয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীতে নিজেদের পদ করে নিয়েছিলেন! তাদের অবাধ স্পষ্ট ভাষণ মুষ্টিমেয় বাগান মালিকের কর্তৃত্বের প্রতি অব্যাহত হুমকি হয়ে উঠেছিল যাতে তারা স্বাধীন মানুষের অধিকারের উপর বেশি হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে ম্যারিল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার সামাজিক কাঠামো এমন সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত টিকেছিল। ক্রীতদাস শ্রমিকদের কল্যাণে বাগান মালিকরা সর্বাধিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি করায়ত্ত করে, তৈরী করে বড় বড় বাড়ি, গ্রহণ করে অভিজাত জীবনধারা এবং সাগরের অপর পারের বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর পরের স্থান ছিল খামার মালিকদের। পশ্চাৎভূমির নতুন জমিতে এরা তাঁদের উন্নতির আশা ন্যস্ত করেছিলেন। ক্ষুদে খামার মালিকদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদেরকে সবসময় ক্রীতদাসের মালিক বাগানীদের সাথে প্রতি-যোগিতা করে জীবন সংগ্রাম চালাতে হত। ভার্জিনিয়া বা ম্যারিল্যাণ্ড কোথাও বড় কোন ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে নি। বাগান মালিকরা নিজেরাই সরাসরি লণ্ডনের সাথে বাণিজ্য করত।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভের ব্যাপারটি সংরক্ষিত ছিল ক্যারোলিনাবাসীদের জন্য। এখানকার প্রধান বন্দর ছিল চার্লস্টন। অধিবাসীরা খুব দ্রুত কৃষি এবং বাণিজ্যকে সমন্বিত করার কৌশল আয়ত্ত করে এবং এখানকার বাজারগুলি উন্নতিলাভের প্রধান উৎস হয়ে উঠে। গভীর বন থেকেও যথেষ্ট রাজস্ব পাওয়া যাচ্ছিল। লম্বা পাইন গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঠ, আলকাতরা এবং ধুনা ইত্যাদি ছিল জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য উৎকৃষ্টতম সামগ্রী। ভার্জিনিয়ার কৃষি উৎপাদন

একটি মাত্র ফসলে সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্যারোলিনাবাসীরা রপ্তানীর জন্য ধান এবং নীলও উৎপন্ন করত। ১৭৫০ সালের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় দুইটি উপনিবেশে এক লাখেরও বেশী লোক বসবাস করত।

অন্যান্য উপনিবেশের মত দক্ষিণাঞ্চলে পশ্চাৎভূমির উন্নয়ন ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম যুগে বসতির দ্রুত স্ফীতির সময় যতখানি স্বাধীনতা পাওয়া যেত তার চেয়ে অধিকতর স্বাধীনতাকামী মানুষ ক্রমে অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়। যে সব লোক উপকূল বরাবর উর্বর জমি পাচ্ছিলেন না অথবা যারা দেখেন যে তাঁদের মালিকানাধীন জমির উর্বরা শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে তারা আরো পশ্চিমে পাহাড়ী অঞ্চলে পর্যাপ্ত অবাসস্থল খুঁজে পায়। সহসা অভ্যন্তর ভাগে অনেক বর্ধিষ্ণ ও খামার গড়ে উঠে। নিরীহ খামার মালিকদের কাজেই যে শুধু পশ্চাৎভূমি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তা নয়? উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের পিতা পিটার জেফারসনের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন একজন উদ্যোগী আমিন বা জরিপকারী। এক গামলা মদের বিনিময়ে তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের ১৬০ হেক্টর জমি দখল করেছিলেন।

রেড ইণ্ডিয়ান অঞ্চলের প্রান্তসীমায় বসবাসকারীরা তাদের কুটিরগুলিকে দুর্গে পরিণত করেন এবং নিজেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও বিশ্বস্ত বন্দুকের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সীমান্ত অঞ্চলবাসী লোকেরা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সবল, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। বনবাদার পরিষ্কার করে এবং ঝোপজঙ্গল পুড়িয়ে তারা বিপুল পরিমাণ খামারের জমি তৈরী করে ও সেখানে কাটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভুট্টা, গম চাষ করে। পুরুষরা পরিধান করতেন হরিণের চামড়া, আর মেয়েরা পরতেন ঘরে বুনানো কাপড়ের পোশাক। তাঁদের খাদ্য ছিল হরিণের মাংশ, বন্যমোরগ ও মাছ। তাঁদের নিজস্ব আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থাও ছিল—যেমন খোলা যায়গায় বিরাট ভোজ, নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য ঘর উষ্ণ করার ব্যবস্থা, বন্দুক ছোড়া প্রতিযোগিতা এবং যে সব জায়গায় কম্বল-কাঁথা তৈরী হত সেখানে তা তৈরী করার প্রতিযোগিতা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী নয়া বসতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত আচার আচরণ ও রীতিনীতির জড়তা কাটিয়ে পশ্চাৎভূমি অঞ্চলের মানুষেরা রাজনৈতিক বিতর্কে তাদের কণ্ঠস্বর অন্যের শ্রুতিগোচর করে তুলেছিলেন। প্রাচীন সমাজের যে কর্তৃত্ব প্রগতি ও পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করতো তাদের প্রতিহত করার মত একটি ক্ষমতাধর শক্তির বিকাশের মধ্যে এই সত্য প্রকাশ পায় যে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে যে কোন লোক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সহজেই একটি নয়া বসতি খুঁজে নিতে পারতেন। প্রধান বা অধিপতি স্থানীয় বাক্তিবর্গ তাই বারে বারে সীমান্ত অভিমুখী ব্যাপক অভিযাত্রার হুমকির মুখে রাজনৈতিক নীতিসমূহ, ভূমি অনুদানের শর্তাবলী এবং ধর্মীয় আচরণাদি উদার করতে বাধ্য হন। ক্রম সম্প্রসারণশীল একটি দেশের পরিবেশে সৃষ্ট সামাজিক সতেজতার মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির স্থান ছিল অতি সামান্য, ভবিষ্যৎ আমেরিকার জন্য পাহাড়ের পাদদেশমুখী গতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপনিবেশ যুগে আমেরিকায় যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাও ছিল ভবিষ্যতের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৩৬ সালে ম্যাসাচুসেটস্ এ হারভার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শতকের (সপ্তদশ) শেষ দিকে ভার্জিনিয়ায় স্থাপিত হয় উইলিয়াম ও মেরী কলেজ। আর কয়েক বছর পর কনেকটিকাটের কলেজিয়েট স্কুল (পরবর্তীতে ইয়েন কলেজ) সনদপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি নতুন স্কুল পদ্ধতির বিকাশ। ১৬৪৭ সালে প্রথম মেসাচুসেটস্ উপসাগরীয় উপনিবেশে এবং শীঘ্রই রোডআইল্যাণ্ড ছাড়া নিউ ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়।

দক্ষিণাঞ্চলের খামার ও বাগানগুলি এত ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল যে উত্তরের অধিকতর ঘন সন্নিবেশিত বসতিগুলির ন্যায় স্কুল সেখানে সম্ভব ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু সংখ্যক বাগান মালিক তাদের পাশাপাশি নিকটতম

প্রতিবেশীদের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। অন্যান্য ছেলেদেরকে লেখাপড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হতো।

মধ্যবর্তী উপনিবেশগুলিতে অবস্থা ছিল বিভিন্ন রকম। বৈষয়িক অগ্রগতির ব্যাপারে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশী নজর দিতে না পাড়ায় নিউইয়র্ক এই ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। স্কুলগুলি ছিল অনুন্নত এবং রাজকীয় সরকারের তরফ থেকে এক্ষেত্রে কিছু সর্বজনীন সুযোগ দানের জন্য বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালানো হতো। প্রিন্সটনে অবস্থিত কলেজ অব নিউজার্সি, নিউইয়র্ক শহরের কিংস্ কলেজ (বর্তমানে কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি), নিউজার্সির অন্তর্গত নিউ ব্রান্সউইকের কুইনস্ কলেজ (বর্তমানে রুটজারস্) ইত্যাদির মত প্রতিষ্ঠানগুলি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রবর্তী উপনিবেশগুলির অন্যতম ছিল পেনসিলভেনিয়া। ১৬৮৩ সালে এখানে যে প্রথম স্কুলটি শুরু হয় তাতে পড়ালেখা এবং হিসাবরক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হতো। এর পর থেকে প্রতিটি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় কোন না কোন রকমভাবে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাচীন ভাষা ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে উন্নত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হতো ফ্রেণ্ডস্ পাবলিক স্কুলে। এই স্কুলটি ফিলাডেলফিয়ায় এখনো উইলিয়াম পেন চার্টার স্কুল নামে পরিচালিত হয়। এই স্কুলটি দরিদ্রদের জন্য ছিল অবৈতনিক। কিন্তু যে সব পিতামাতা সক্ষম ছিলেন তাদেরকে এখানে বেতন দিতে হতো।

ফিলাডেলফিয়াতে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্ত না হয়ে অনেক বেসরকারী স্কুলে ভাষা, গণিতশাস্ত্র এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো, তাছাড়া বয়স্কদের জন্য নৈশ্য বিদ্যালয়ও ছিল। মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হতো না। কারণ সমৃদ্ধ ফিলাডেলফিয়াবাসীরা গৃহশিক্ষক রেখে তাদের মেয়েদেরকে ফরাসী ভাষা, সংগীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প, গান, ব্যাকরণ এবং এমনকি কখনো কখনো হিসাব রক্ষণও শিক্ষা দিতেন।

দুইজন উদ্যমশীল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে পেনসিলভেনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই দুই ব্যক্তিত্ব

হলেন জেমস্ লোগান ও বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন। লোগান ছিলেন উপনিবেশের সচিব এবং তার চমৎকার গ্রন্থাগারে তরুণ ফ্রাঙ্কলিন সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি পেয়েছিলেন। ১৭৪৫ সালে লোগান তার সংগৃহীত পুস্তকগুলির জন্য একটি ভবন তৈরি করেন এবং এই পুস্তকগুলিসহ ভবনটি শহর কর্তৃপক্ষকে উইল করে দিয়ে যান। ফিলাডেলফিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় ফ্রাঙ্কলিন আরও বেশি অবদান রাখেন। তিনি জুনটু নামে একটি ক্লাব গঠন করেন। এই ক্লাবটি ছিল আমেরিকান দর্শন সমিতির ভ্রূণ। তার প্রচেষ্টার ফলে পাবলিক একাডেমী প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এই একাডেমী পরবর্তী কালে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিকশিত হয়, চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠারও তিনি ছিলেন প্রধান পথিকৃৎ। এই গ্রন্থাগারকে তিনি বলেছিলেন, "উত্তর আমেরিকার সকল চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারের মাতৃস্বরূপ"।

দক্ষিণাঞ্চলে ইতিহাস পুস্তক, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং আইন গ্রন্থগুলি এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে ব্যাপকভাবে বিনিময় করা হত। দক্ষিণ ক্যারোলিয়ার যে চার্লসটন ইতিমধ্যেই সংগীত চিত্রাঙকন ও থিয়েটারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেখানে ১৭০০ সালের পূর্বেই প্রাদেশিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। নিউ ইল্যাণ্ডে প্রথম বহিরাগতরা তাদের নিজেদের ছোট গ্রন্থাগার নিয়ে আসছিলেন এবং লণ্ডন থেকে অব্যাহতভাবে পুস্তক আমদানী করতে থাকেন। ১৬৮০-র দশক থেকেই বস্টন এর পুস্তক বিক্রেতারা প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও রম্য রচনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের বেশ জাকিয়ে ব্যবসা করছিলেন।

শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা শুধু কিন্তু প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশগুলির সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। সীমান্তে বসবাসকারী কঠোর পরিশ্রমি স্কটিশ-আইরিশরা যদিও আদিম ধরনের কুটিরের মধ্যে বাস করতেন তবুও তাঁরা অধ্যয়নের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে অনুরক্ত এবং তাদের বসতিতে শিক্ষিত ধর্মযাজক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আকর্ষণ করে আনার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান।

উপনিবেশসমূহে সাহিত্য বিষয়ক উৎপাদন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল নিউ ইংল্যাণ্ডে। এখানে ধর্মীয় বিষয়াদির উপরই মনোযোগ নিবিষ্ট করা হতো।

ধর্ম উপদেশ ছিল সাধারণ মুদ্রিত সামগ্রীর প্রধান অংশ। বিখ্যাত 'নরক ও গন্ধক' ধর্মযাজক রেভারেণ্ড কটন ম্যাথার প্রায় ৪০০ বই লিখেছিলেন এবং তার সবচেয়ে শ্রেষ্ট রচনা 'ম্যাগনালিয়াক্রিস্টি অ্যামেরিকানা' এত বিস্ময়-কর হয়েছিল যে, তা লণ্ডনে ছাপতে হয়েছিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি পুস্তকের লেখক কথিত পুস্তকে নিউ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের চমৎকার দিকগুলি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু রেভারেণ্ড মাইকেল উইগেলস্-ওয়ার্থ-এর দীর্ঘ কবিতাই ছিল এককভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখা। কবিতাটির নাম 'দ্য ডে অব ডুম' এতে ভীতিজনক ভাষায় লাস্ট জাজমেণ্ট বা শেষ বিচারের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়।

সংবাদপত্রে স্বাধীনতার দাবী

ম্যাসাচুসেটস-এর কেম্ব্রিজ তার ছাপাখানার জন্য গর্ববোধ করে। এবং ১৭০৪ খৃস্টাব্দে বস্টন-এর প্রথম সফল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অবিলম্বে এক্ষেত্রে আরও অনেকে প্রবেশ করে। অর্থাৎ শুধু নিউ ইংল্যাণ্ডে নয় অন্যান্য অঞ্চলেও প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় পিটার জিংগারের হাতে। তার প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক সাপ্তাহিক জার্নাল ১৭৩৩ সালে শুরু হয়। এবং এই জার্নাল ছিল সরকার বিরোধীদের মুখপাত্র। এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর পর ঔপনিবেশিক সরকার জিংগারের বিদ্রূপাত্মক লেখার হুল আর সহ্য করতে পারছিলেন না এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার অভিযোগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। নয় মাস ব্যাপী তার বিচার চলাকালে তিনি কারাগার থেকে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ চালাতে থাকেন। এর ফলে সব উপনিবেশ জুড়ে গভীর আগ্রহ উত্তে-জনা সৃষ্টি হয়। এণ্ডু হেমিলটন নামে একজন বিখ্যাত আইনজীবী তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছিলেন। তিনি যুক্তি দেখান যে জিংগার যে সব অভিযোগ ছেপেছেন সেগুলো সত্য এবং কাজেই তা বিদ্বেষপূর্ণ নয়। বিচারের জন্য নিয়োজিত জুরীও রায় দেন যে, তিনি দোষী নন। তাই তিনি মুক্তি পান। এই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত আমেরিকায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়।

ঔপনিবেশিক বিকাশের সকল স্তরে একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাবের ঘাটতি। তাদের গঠনের যুগে উপনিবেশগুলির অনেকাংশে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকাশের স্বাধীনতা ছিল। জর্জিয়া ছাড়া কোন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে নি। কালক্রমে কেবল এই সরকার উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন।

রাজা নয়া ভূখণ্ডের বসতিসমূহের উপর তাঁর আশু সার্বভৌমত্ব বা কর্তৃত্ব স্টক কোম্পানী এবং মালিকদের কাছে হস্তান্তর করলেও তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমেরিকাস্থ উপনিবেশবাদীরা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে কোন-রূপ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলেন। ভার্জিনিয়া কোম্পানী এবং ম্যাসাচুসেট্স বে'র সনদের আওতায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির নিকট পরিপূর্ণ সরকারী কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং ধরে নেয়া হয়েছিল যে এই কোম্পানীগুলি থাকবে ইংল্যাণ্ডেই আবাসিক। সেক্ষেত্রে রাজা যদি তাঁর নিজের হাতে নিরঙকুশ শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতেন তাহলে আমেরিকার অধিবাসীদের তাদের নিজের সরকারের উপর আর কোন কর্তৃত্ব থাকতো না।

বিদেশী শাসনের ভাঙ্গন

কোন না কোনভাবে অবশ্য বহির্দেশ থেকে একচেটিয়া শাসন কাজ চালানোর ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়ছিল। এই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল লণ্ডন (ভার্জি-নিয়া) কোম্পানীর তরফ থেকে ভার্জিনিয়ায় বসতিস্থাপনকারীদেরকে প্রশা-সনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব দানের সিদ্ধান্ত। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে তাদের নিয়ো-জিত গভর্ণরের কাছে কোম্পানী এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করেন যে, বসতির স্বাধীন অধিবাসীদের মধ্য থেকে গভর্ণরের সাথে উপনিবেশের কল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্স পাশ করার লক্ষ্যে নিযুক্ত পরিষদে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত।

এই পদক্ষেপটি সমগ্র ঔপনিবেশিক যুগে খুব সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। তখন থেকে সাধারণভাবে এটা স্বীকৃত হয় যে,

উপনিবেশের বাসিন্দারা তাদের নিজেদের সরকারের কাজে অংশগ্রহণের অধিকারী। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থাদি গ্রহণের সময় রাজা উপনিবেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সব স্বাধীন অধিবাসী কথিত আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের বক্তব্য রাখার অধিকার দান করেন। কাজেই মেরীল্যাণ্ডের সেসিল কালভার্ট পেনসিলভেনিয়ার উইলিয়াম পেন বা দুই ক্যারোলাইনা ও নিউজার্সির মালিকদেরকে যে সনদ দান করা হয় তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে "স্বাধীন অধিবাসীদের মতামত থাকা উচিত"।

মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে স্বশাসনের বিধান বাদ দেয়া হয়েছিল। এদের একটি হলো নিউইয়র্ক। এই জায়গাটি দ্বিতীয় চার্লসের ভাই ডিউক অফ ইয়র্ককে দেয়া হয়েছিল। ইনিই পরবর্তীতে হন রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স। দ্বিতীয়টি হলো জর্জিয়া। এটি দেয়া হয়েছিল এক দল ট্রাস্টির হাতে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শাসন পরিচালনার অধিকার হয়েছিল স্বল্পস্থায়ী। কারণ অধিবাসীরা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন জোড়ালোভাবে প্রতিনিধিত্ব দাবী করছিলেন যে, কর্তৃপক্ষকে সহসাই তা মেনে নিতে হয়।

সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগে উপনিবেশের অধিবাসীদের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব দাবীর গুরুত্ব প্রথম দিকে ছিল সীমিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এটা অধিবাসীদের মাধ্যমে নির্বাচিত আইন পরিষদের পরিপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আইন পরিষদগুলি প্রথমে আর্থিক বিষয়াদি করায়ত্ত করে এবং পরে তার উপর নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগায়। একের পর এক উপনিবেশে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুমোদন ছাড়া কোন কর আরোপ করা বা সংগৃহীত রাজস্ব গভর্ণর কিম্বা অন্য কোন পদস্থ অফিসারের বেতন দানের জন্যও ব্যয় করা যাবে না। গভর্ণর বা উপনিবেশের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা জনপ্রিয় আইন সভার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে রাজি না হলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যও অর্থ বরাদ্ধ করতে আইনসভা অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অবাধ্য গভর্ণরদের হয়ত কোন বেতনই দেয়া হচ্ছে না অথবা শুধু এক পেনি বেতন দেয়া হচ্ছে। এই হুমকির মুখে গভর্ণর এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে উপনিবেশের বাসিন্দাদের ইচ্ছার প্রতি নমনীয় হতে দেখা যায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশের সম্মতি

অন্যান্য উপনিবেশের তুলনায় নিউ ইংল্যাণ্ডে বহু বছর ধরে অধিকতর পরিমাণে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছিল। পিলিগ্রিমরা যদি ভার্জিনিয়ায় বসতি স্থাপন করতেন, তবে তাঁরা লণ্ডন (ভার্জিনিয়া) কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন থাকতেন। তবে নিজেদের উপনিবেশ প্লিমাউথে তারা ছিলেন কোনরূপ সরকারী কর্তৃত্বের আওতার বাইরে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। মে ফ্লাওয়ার জাহাজে বসেই তারা "মে ফ্লাওয়ার কমপ্যাক্ট' নামে সরকার পরিচালনার জন্য একটি দলিল প্রণয়ন করেন। এর লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়, আমাদের উন্নতি অধিকতর শৃংখলা এবং সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে একটি বেসরকারী রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে একত্রিত করা ··· এবং তার সাহায্যে এমন ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতা ভিত্তিক আইন, অর্ডিন্যান্স, বিল, গঠনতন্ত্র ও প্রশাসনিক পদ, বিভাগ প্রভৃতি গড়ে তোলা বা উপনিবেশের জন্য সর্বাধিক সুবিধাজনক ও কল্যাণকর বিবেচিত হবে।" যদিও এই সব অভিযাত্রীদের কোন স্বশাসিত সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি ছিল না, তবু তাদের এই কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। উপরোক্ত মে ফ্লাওয়ার কমপ্যাক্ট-এর আওতায় প্লিমাউথের অধিবাসীরা অনেক বছর ধরে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া, নিজেদের প্রশাসন নিজেরাই পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শাসনাধিকার প্রাপ্ত মেসাচুসেটস'বে কোম্পানী যখন তার সনদ নিয়ে সশরীরে আমেরিকায় উপস্থিত হয়, তখনো অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং কার্যত এখানেও উপনিবেশে বসবাসকারী জনগণের হাতেই পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যাস্ত হয়। কোম্পানীর একডজন বা তার কাছাকাছি যেসব আদি সদস্য প্রথমে আমেরিকায় এসেছিলেন তাঁরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উপনিবেশে বসবাসকারী অন্যান্যরা সরকারী ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দাবী করেন এবং আভাস দেন যে, এই সুযোগ দানের অস্বীকৃতি বিপুল সংখ্যক অধিবাসীকে উপনিবেশ ত্যাগের পথে ঠেলে দিতে পারে।

এই হুমকির মুখে কোম্পানীর সদস্যরা হার মানতে বাধ্য হয় এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে চলে যায়। নিউ হ্যাভেন, রোড আইল্যাণ্ড এবং কনেকটিকাটের মত নিউইংল্যাণ্ডের পরবর্তী উপনিবেশগুলিও স্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত হতে সফল হয়। এতে তাঁদের একমাত্র বক্তব্য ছিল তারা কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। এরপর প্লিমাউথে অনুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

উপনিবেশসমূহের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের বিরুদ্ধে যে কোন চ্যালেঞ্জ হয়নি তা নয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মেসাচুসেটস্ সনদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাদায়ের করেন এবং এই সনদ বাতিল হয়ে যায়। এরপর নিউ ইংল্যাণ্ডের সকল উপনিবেশ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণে আনীত হয় এবং সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় নিয়োজিত গভর্ণরের উপর। উপনিবেশের অধিসীরা কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং ১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডে বিপ্লবের মাধ্যমে দ্বিতীয় জেমস্ বিতারিত হওয়ার পর এই অধিবাসীরা রাজার নিযুক্ত গভর্ণরকে বিতারিত করেন।

রোড আইল্যাণ্ড ও কানেটিকাট, যার মধ্যে তখন নিউ হ্যাভেনও যুক্ত ছিল, ইত্যাদি উপনিবেশগুলি স্থায়ী ভিত্তিতে কার্যত তাঁদের স্বাধীন অবস্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। মেসাচুসেটস্ অবশ্য অতি সহসা আবার রাজকীয় কর্তৃত্বাধীনে আনিত হয়। কিন্তু এবার জনগণকে সরকারী ব্যাপারে অংশীদারিত্ব দেয়া হয়। অন্যান্য উপনিবেশের মত এখানেও এই অংশীদারিত্বে ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে কার্যকর কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয় এবং অন্যান্য জায়গার মত এখানেও আর্থিক বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এদসত্ত্বেও যে সব নীতির মাধ্যমে ইংরেজের সামগ্রীক স্বার্থ সংরক্ষণ করা হতো সেগুলি সজোরে আঁকড়ে রাখার জন্যে গভর্ণরদের অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেয়া হতো। ইংলিশ প্রিভি কাউন্সিলও অব্যাহতভাবে ঔপনিবেশিক আইন পর্যালোচনা করার অধিকার প্রয়োগ করছিলেন। কিন্তু উপনিবেশের অধিবাসীরা এইসব প্রতিবন্ধকতা উৎরাবার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৬৫১ সাল থেকে শুরু করে ইংরেজ সরকার সময় সময় উপনিবেশের

অর্থনৈতিক জীবনধারার কোন কোন দিক নিয়ন্ত্রণকারী আইন প্রণয়ন করেন। এই সব আইনের কোন কোনটা আমেরিকার জন্য কল্যাণকর হলেও বেশীর ভাগ ছিল ইংল্যাণ্ডের অনুকূল। যে সব আইন ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছিল উপনিবেশের অধিবাসীরা সাধারণভাবে সেগুলো প্রত্যাখান করেছিলেন। বৃটিশরা যদিও মাঝে মাঝে অধিকতর দৃঢ়তার সাথে এগুলো বলবৎ করার চেষ্টা করেছেন ; তবুও তাদের এই প্রচেষ্টা ছিল অবধারিত-ভাবে ক্ষণস্থায়ী এবং কর্তৃপক্ষকে 'হিতকর উপেক্ষা' নীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার কারণে উপ-নিবেশগুলি স্বভাবতই বৃটেন থেকে দূরে সরতে থাকে এবং ইংরেজের চেয়ে ক্রমশ বেশি পরিমাণে আমেরিকান হয়ে উঠে। পাশাপাশি অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর এবং সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ ঘটছিল তাতে এই প্রবণতা আরও প্রবলভাবে জোরদার হয় এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়া কাজ করেছিল এবং কিভাবে একটি নয়া জাতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তা জে. হেক্টর সেন্ট জন ক্রেভেকুইয়ার নামে 'একজন ফরাসী বংশোদ্ভব কৃষিবিদ' কর্তৃক বেশ হৃদয়গ্রাহীভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি তার একজন 'আমেরিকানের চিঠি' শীর্ষক লেখায় প্রশ্ন করেছেন, "আমেরিকান বা এই নতুন মানুষটি কি ? হয়ত তিনি একজন ইউরোপীয়ান অথবা ইউরোপীয়ানের উত্তর পুরুষ। কাজেই রক্তের এই অদ্ভুত মিশ্রণ আপনারা আর কোন দেশে পাবেন না। ...আমি আপনাদের কাছে এমন একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করতে পারি যাদের পিতামহ ছিলেন একজন ইংরেজ, তার স্ত্রী ছিলেন একজন ওল-ন্দাজ, তার ছেলে বিয়ে করেছিল একজন ফরাসী মহিলাকে এবং সে ছেলের বর্তমান চারপুত্র বিয়ে করেছেন বিভিন্ন জাতীর আর চারজন মহিলাকে। যে লোক তার অতীতের সবরকম কুসংস্কার ও আচরণ ত্যাগ করে নতুন ধরনের জীবন পদ্ধতি বরণ করেন, সেখানকার নতুন সংস্কার আচরণ গ্রহণ করেন, এবং নতুন অবস্থানকে মেনে নেন, তিনিই আমেরিকান...।"

দ্বিতীয়
অধ্যায়

স্বাধীনতার যুদ্ধ

"এ সত্যগুলি আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করি যে সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছেন সমান-ভাবে। সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে এমন কিছু অধিকার দান করেছেন যা বিনিময়ের অযোগ্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁচার, স্বাধীনতার এবং সুখ অন্বেষার অধিকার"।—স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬।

যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস্ ঘোষণা করেছিলেন যে আমেরিকান বিপ্লবের ইতিহাস শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বে, ১৬২০ খৃষ্টাব্দে। তিনি বলেছিলেন, "যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বিপ্লব কার্যকর হয়েছিল। বিপ্লব ছিল মানুষের মনে এবং অন্তরে"। যে সব নীতি এবং আবেগ আমেরিকানদের বিপ্লবের পথে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে ২০০ বছর পূর্ব থেকে সন্ধান করতে হবে এবং আমেরিকায় প্রথম যখন বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল সে সময় থেকে যে ইতিহাসের শুরু তার মধ্যে একে অনুসন্ধান করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে দৃশ্যমান সম্পর্কচ্ছেদ শুরু হয় ১৭৬৩ সালে অর্থাৎ ভার্জিনিয়ার জেমস্টাউনে প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপিত হওয়ার ১৫০ বছরেরও বেশি সময় পরে। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সংস্কৃতিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলি প্রচণ্ডভাবে বিকাশ লাভ করে এবং বস্তুত পক্ষে তাদের সকলের (উপনিবেশ) পেছনে অনেক বছরের স্বশাসনের অভি-জ্ঞতা জন্মেছিল। উপনিবেশগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যা তখন দাঁড়ায় ১৫ লাখেরও বেশি এবং এ সংখ্যা ছিল ১৭০০ সালের ৬ গুণ।

উপনিবেশগুলির বৈষয়িক অগ্রগতির তাৎপর্য তাদের শুধুমাত্র সংখ্যা-বৃদ্ধির গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ইউরোপ থেকে বহিরাগমণের প্রবাহ বাড়ার কারণে অষ্টাদশ শতকে উপনিবেশের নিয়ত সম্প্রসারণ ঘটে। আর

তার ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী ভাল জমিগুলি ইতিমধ্যেই দখল হয়ে যায়, এবং নবাগতদেরকে নদীতীরবর্তী জায়গাগুলো ছেড়ে আরো ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পশ্চাৎভূমি অঞ্চলে অনুসন্ধান অভিযান চালান এবং সেখান থেকে ফিরে অনেক উর্বর উপত্যকার অবস্থান সম্পর্কে কাহিনী শোনাতে থাকেন। এইভাবে তারা কৃষকদেরকে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে নির্জন প্রান্তরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন। যদিও এখানে তাদের কষ্ট ছিল সীমাহীন তবুও নিরলস বসতিস্থাপনকারীরা এদিকে আসতেই থাকেন এবং ১৭৩০-এর দশকে সীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা শেনান-ডোয়া উপত্যকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৬৩ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন তার দখলীকৃত উপনিবেশগুলির জন্য সুসংবদ্ধ নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। তাদের মূল নীতি ছিল সুনিশ্চিত ব্যবসায়িক চিন্তা অর্থাৎ উপনিবেশগুলি মূল ভূখণ্ডকে শুধু কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতা করবে না। কিন্তু এই নীতি অত্যন্ত দুর্বলভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং উপনিবেশগুলি কখনো ভাবে নি যে তারা কারো অধীন। বরং তারা নিজেদেরকে প্রধানত কমনওয়েলথ ভুক্ত বা অনেকটা ইংল্যাণ্ডেরই মত রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করতো যাদের সাথে লণ্ডন কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র একটি শিথিল সংযোগ বর্তমান ছিল।

মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে লণ্ডনে ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো এবং পার্লামেণ্ট বা রাজা ঔপনিবেশিক সরকার এবং সেখানকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের ইচ্ছা এবং স্বার্থের অনুগামী করার প্রচেষ্টা চালাতো। কিন্তু উপনিবেশের বেশীর ভাগ লোক ছিলেন এই সব প্রচেষ্ঠার বিরোধী। প্রতিপক্ষ থেকে প্রতিশোধমূলক আঘাতের যে আশঙ্কা সাধারণভাবে থাকতে পারতো বিশাল মহাসাগরের অবস্থানজনিত দূরত্বের কারণে তা প্রশমিত হয়।

এই দূরত্বের সাথে আরেকটি যে উপাদান যুক্ত হয় তা হলো আমেরিকার প্রথম যুগের জীবন-বৈশিষ্ট্য, সীমিত আয়তনের দেশ এবং জনবহুল শহর থেকে বসতিস্থাপনকারীরা এমন এক দেশে এসে পেঁৗছে যা দৃশ্যত ছিল অসীম। এমন একটি মহাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা স্বভাবতই মানুষের ব্যক্তিস্বত্বাকে বেশি প্রভাবিত করে।

আত্ম নির্ভরতায় প্রেরণাদায়ীনি সীমান্ত ঃ

রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামী ইংরেজদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী উপনিবেশের বাসিন্দারা ভার্জিনিয়ার প্রথম সনদে স্বাধীনতার চেতনা বা ধারণা সন্নিবেশিত করে। এতে বলা হয়েছিল যে ইংরেজ উপনিবেশের বাসিন্দারা সকল স্বাধীনতা, ভোটাধিকার এবং (রাষ্ট্রীয়) রক্ষাকবচ এমনভাবে প্রয়োগ করবে "যেমনটি তারা ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় আওতাধীনে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করলে ভোগ করতে পারতো"। এ হলেই তারা ম্যাগনাকার্টা সনদ ও সাধারণ আইনের সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে।

রাজার এক তরফা সিদ্ধান্তের ফলে প্রথম যুগের উপনিবেশগুলো তাঁদের উত্তরাধিকার দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকতে পেরেছিলো। রাজার সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে, উপনিবেশের বাসিন্দারা পার্লামেণ্টারী নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন নয়। এ ছাড়াও পরবর্তী বছরগুলিতে ইংল্যাণ্ডের রাজারা নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ এক বিরাট সংগ্রামের জন্য অতিমাত্রায় ব্যতিবস্ত ছিলেন। এই সংগ্রামের পরিণতিতে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পিউরিটান বিপ্লব সূচিত হয়। আমেরিকান উপনিবেশগুলিকে রাজকীয় নীতির আওতায় আনার জন্য পার্লামেণ্ট কোন মনোযোগ দিতে পারার পূর্বেই এই উপনিবেশগুলি তাঁদের নিজস্ব অধিকার বলে শক্তিশালী ও উন্নত হয়ে উঠে।

উপনিবেশে পদার্পণ করার প্রথম বছর থেকে বসতি স্থাপনকারীরা ইংরেজ আইন ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক আইন পরিষদ তথা গণপ্রতিনিধিত্ব-মুলক সরকারের বাবস্থাসহ প্রশাসনিক কাজ শুরু করে যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা স্বরূপ সাধারণ আইনের স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদে প্রণীত আইনগুলিতে ক্রমবর্ধিতভাবে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেতে থাকে এবং ইংরেজ রীতিনীতি ও নজিরের প্রতি কম মনোযোগ দেয়া হতে থাকে। ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা বিনা সংঘাতে অর্জিত হয় নি। ফলে ঔপনিবেশিক ইতিহাস জনগণ নির্বাচিত আইন পরিষদ এবং রাজা কর্তৃক নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যকার সংঘাতে পরিপূর্ণ।

এদসত্বেও উপনিবেশের বাসিন্দারা প্রায়ই রাজার নিযুক্ত গভর্ণরদেরকে ক্ষমতাহীন করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো। কারণ আইন পরিষদের বরাদ্দ

ছাড়া গভর্ণরদের বেঁচে থাকার আর কোন সঙ্গতি ছিলনা। রাজকীয় কর্মকাণ্ডে সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে উপনিবেশের প্রভাবশালী বাসিন্দাদেরকে লাভজনক ও সম্মানজনক পদ এবং অনুদান হিসাবে জমি দেওয়ার জন্য গভর্ণরদের প্রতি অনেক সময় নির্দেশ দান করা হতো। কিন্তু উপনিবেশের পদস্থ ব্যক্তিরা পদ লাভ করার পর প্রায়ই পূর্বের ন্যায় জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দান করতো।

গভর্ণর এবং আইন পরিষদের মধ্যে পুনঃপৌনিক সংঘর্ষের ফলে উপনিবেশের বাসিন্দারা ক্রমবর্ধিতভাবে আমেরিকান ও ইংরেজদের স্বার্থের বিভিন্নতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। আইন পরিষদগুলি ধীরে ধীরে গভর্ণর ও তাদের পরামর্শ সভার কার্যভার গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে উপনিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ছিল রাজকীয় ক্ষমতার অনুগত সমর্থক তাদেরকে নিয়ে এই পরামর্শসভা গঠিত হতো। উপনিবেশ প্রশাসকের কেন্দ্র লণ্ডন থেকে এখানকার প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে চলে আসে। ১৭৭০-এর দশকের প্রথমভাগে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে ফরাসীদেরকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করার পর উপনিবেশসমূহ ও শাসক দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ :

বৃটিশরা যখন আটলাণ্টিক এর উপকূলবর্তী এলাকাগুলি ক্ষেত খামার, বাগান এবং শহরে ভরে তুলেছিলো ফরাসীরা তখন পূর্ব কানাডায় সেণ্ট লরেন্স উপত্যকায় আরেক ভিন্ন ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। অল্প সংখ্যক অনুসন্ধাণকারী, ধর্ম প্রচারক এবং পশম ব্যবসায়ী পাঠিয়ে ফরাসীরা মিসিসিপি নদীর দখল নেয় এবং অনেক দুর্গ ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব দিকে কুইবেক থেকে শুরু করে দক্ষিণে নিউ অরলিন্স পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে তারা আপাল্যাসিয়ান পর্বতের পূর্ব দিকের সংকীর্ণ এক এলাকায় বৃটিশকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করে।

বৃটিশরা এটাকে ফরাসীদের তরফে বলপূর্বক বা অনধিকার প্রবেশ মনে করতো এবং দীর্ঘদিন ধরে তা প্রতিহত করে। অনেক আগে ১৬১৩ সালের দিকেও ফরাসী এবং ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের মধ্যে স্থানীয়ভাবে এক সংঘাত হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ঘটে সংগঠিত যুদ্ধ। এটাকে বলা যায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার বৃহত্তর সংঘাতের আমেরিকান প্রতি-রূপ। এইভাবে ১৬৮৯ থেকে ১৬৯৭ সালের মধ্যে "রাজা উইলিয়ামের যুদ্ধ" সংঘঠিত হয়। এটা ছিল "ইউরোপিয়ান প্যালাটিনেইট" যুদ্ধের আমেরিকান স্তর। ১৭০২ থেকে ১৭১৩ সাল পর্যন্ত সংঘটিত "রানী এ্যানের যুদ্ধ" ছিল স্প্যানিস উত্তরাধিকার যুদ্ধের সাথে সমসূত্রে গাঁথা। ১৭৪৪ থেকে ১৭৪৮ পর্যন্ত "রাজা জর্জের যুদ্ধ" ছিল অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের অনুরূপ। এই সব যুদ্ধ থেকে ইংল্যাণ্ড কিছু কিছু সুবিধা লাভ করলেও সংঘাতগুলি ছিল অমীমাংসিত এবং ফরাসীরা আমেরিকা মহাদেশে শক্ত অবস্থান নিয়ে টিকে থাকে।

১৭৫০ এর দশকে সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁৗছে। ১৭৪৮ সালে "আইএ-লা-চাপেলির শান্তির" পর ফরাসীরা মিসিসিপি উপত্যকায় তাদের দখলদারী সুদূর করে। একই সঙ্গে এ্যালিগেনিসের অপর পাড়ে ইংরেজ বসতি স্থাপনকারীদের গতিবিধির মাত্রা বাড়ার। ফলে এই অঞ্চলের উপর পার্থিব দখলদারী কায়েমের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। ১৭৫৪ সালে ২২ বছর বয়স্ক জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বাধীন আধা সামরিক বাহিনী এবং একদল ফরাসী নিয়মিত সৈনিকের সাথে সংঘাত শুরুর মাধ্যমে ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের সূত্রপাত। এতে ইংরেজ ও তাদের মিত্র রেড ইণ্ডিয়ানরা ফরাসী ও তাদের মিত্র রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটা ছিল উত্তর আমেরিকার উপর ফরাসী না ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে তা নির্ধা-রণের যুদ্ধ।

বৃটিশ উপনিবেশগুলির সক্রিয়তা এবং ঐক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তা এর আগে আর এত অধিক দেখা যায় নি। ফরাসীরা শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই নয় আমেরিকান বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধেও হুমকির সৃষ্টি করেছিল। কারণ মিসিসিপির উপত্যকার উপর দখল দাবির মাধ্যমে

ফরাসীরা তাদের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে সমর্থ ছিল। কানাডা এবং লুসিয়ানস্থ ফরাসী সরকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মাঝে শুধু যে শক্তি এবং মর্যাদা বাড়িয়ে নিয়েছিল তা নয় এমনকি ঐতিহ্যগতভাবে বৃটিশের মি আই-রোকুইজ রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও তারা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে অভিজাত প্রত্যেক বৃটিশ বসবাসকারী জানতেন যে বিপর্যয় এড়াবার জন্য আরেকটি নতুন যুদ্ধের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রথম ঐক্য চেতনা

এই সংকটকালে বৃটিশ বাণিজ্য বোর্ড ইণ্ডিয়ানদের সাথে সম্পর্কের অবনতির কথা শুনে নিউইয়র্কের গভর্ণর এবং অন্যান্য উপনিবেশের কমিশনার-দেরকে একটি যৌথ চুক্তি সম্পাদনের জন্য আইরোকুইজ প্রধানদের সাথে একটি সভা ডাকার আদেশ দেন। ১৭৫৪ সালের জুন মাসে নিউইয়র্ক, পেনিসিলভেনিয়া, মেরিল্যাণ্ড ও নিউ ইংল্যাণ্ড উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিরা আইরোকুইজদের সাথে আলবেনিতে এক বৈঠকে মিলিত হয়। সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরা হয় এবং প্রতিনিধিরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

আলবেনি কংগ্রেস অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত তাদের মূল লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায়। এই কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, আমেরিকান উপনিবেশসমূহের সংরক্ষণের জন্য তাদের মধ্যে একটি সংযোগ বা ঐক্য একান্তই প্রয়োজনীয়। এবং উপনিবেশের যে সব প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা আলবেনি ঐক্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন প্রণীত এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে রাজা কর্তৃক নিয়োজিত একজন প্রেসি-ডেন্ট আইন পরিষদের মনোনিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ কাউন্সিল নিয়ে কাজ করবেন এবং প্রতিটি উপনিবেশ সাধারণ অর্থ ভাণ্ডারে যে অনুপাতে অর্থ দান করবে সে অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাবে। রেড ইণ্ডি-য়ানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং বসতিসহ পশ্চিমে

বৃটিশের সব রকম স্বার্থের দায়িত্ব থাকবে সরকারের হাতে। কিন্তু কোন উপনিবেশ ফ্রাংকলিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি, কারণ তাদের কেউই কর আরোপের ক্ষমতা ত্যাগ করতে কিংবা পশ্চিমের অগ্রগতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে ইচ্ছুক ছিল না।

রাজার প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও উপনিবেশের বাসিন্দারা উপর থেকে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের প্রতি তেমন কোন সমর্থন দেন নি। উপনিবেশবাদীদের চোখে যুদ্ধ ছিল কেবল মাত্র ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সাম্রাজ্যের জন্য একটি সংগ্রাম মাত্র। বৃটিশ সরকার যখন ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাবার জন্য বিপুল সংখ্যক নিয়মিত সৈনিক পাঠিয়েছিল তখন তারা কোন বিবেকের দংশন অনুভব করে নি। প্রাদেশিক সৈনিক এর বদলে 'রেড কোট' বৃটিশ সৈনিকেরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল বলেও তাদের কোন দুঃখ ছিল না। এমনকি তারা বাণিজ্য হ্রাস করারও কোন কারণ খুঁজে পায় নি। কার্যত এর অর্থ ছিল, "শত্রুর সাথে বাণিজ্য" চালিয়ে যাওয়া।

পরিপূর্ণ আন্তরিক ঔপনিবেশিক সমর্থন এর অভাব এবং প্রাথমিক দিকে বেশ কিছু সামরিক পরাজয় সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতর রণকৌশলগত অবস্থান এবং তার যোগ্য নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বিজয় বহন করে আনতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী সংঘর্ষের পর কানাডা এবং উচ্চ মিসিসিপি উপত্যকা চূড়ান্তভাবে বিজিত হয় এবং উত্তর আমেরিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বিলীন হয়। শুধু আমেরিকায় নয় বরং ভারতবর্ষ এবং সাধারণভাবে গোটা ঔপনিবেশিক দুনিয়ার ফরাসীদের উপর বিজয় লাভের পর বৃটেন এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় যা সে এতদিন অবহেলা করেছে। সমস্যাটি হলো তার সম্রাজ্যের শাসন পরিকল্পনা। প্রতিরক্ষাকে সহজতর করা বিভিন্ন এলাকা ও জনগণের বিভিন্নমুখী স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান এবং রাজকীয় প্রশাসনের ব্যয়ভার সমভাবে বণ্টন ইত্যাদির জন্য তার বিশাল সাম্রাজ্যকে এখন সংগঠিত করা জরুরী হয়ে উঠেছিল।

কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই বৃটিশের বৈদেশিক ভূখণ্ডের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে উঠে। আটলান্টিকের উপকূলবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ডের

সাথে এখন কানাডা এবং মিসিসিপি ও এলিগেনিস নদীর মধ্যবর্তী বিরাট ভূখণ্ড যুক্ত হয় যা নিজেই একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। যে জনসংখ্যা ছিল প্রধাণত প্রটেস্টান্ট ইংরেজ এবং অ্যাংলিসাইসড্ ইউরোপীয়ান তার মধ্যে এখন ক্যাথলিক ফরাসী এবং বিপুল পরিমাণ খৃষ্টধর্মাবলম্বী রেড ইণ্ডিয়ান যুক্ত হয়েছে। নতুন ও পুরাতন ভূখণ্ডগুলির প্রতিরক্ষা ও প্রসাশনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং বর্ধিত সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ছিল স্পষ্টতঃই অপর্যাপ্ত। এমনকি যুদ্ধকালীন সংকটের সময়ও যখন উপনিবেশের বাসিন্দাদের অস্তিত্বই হয়ে উঠে বিপন্ন তখনও এই পদ্ধতি ঔপনিবেশিক সহযোগিতা ও সমর্থন লাভে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়। তাহলে শান্তির সময় যখন বাইরের কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না তখন কি আশা করা যায়?

বসতি স্থাপনকারীদের প্রতিরোধ

বৃটিশের একটি নয়া সাম্রাজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তা যতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠুক না কেন, আমেরিকার পরিস্থিতি কোন রূপ পরিবর্তনের অনুকূল ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগে অভ্যস্ত এখানকার বসতিস্থাপনকারীরা কম তো নয়ই বরং আরো অধিক পরিমাণ স্বাধীনতা দাবী করছিলেন। বিশেষত ফরাসীদের দিক থেকে আগত ভীতি দূর হবার পর তাদের এই চাহিদা আরো বেড়ে যায়। নতুন কোন পদ্ধতি চালু করার জন্যে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়কদেরকে এমন সব বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে হয়েছিল, যারা ছিলেন স্ব-শাসনে অভ্যস্ত কোনরূপ হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অসহিষ্ণু।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমে যে জিনিসটি করার চেষ্টা করেন তা হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে সংঘটিত করা। কানাডা এবং ওহায়ো উপত্যকা বিজয়ের ফলে এমন সব নীতি বা কৌশলের প্রয়োজন হয়েছিল যাতে ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ান অধিবাসীরা বিরূপ মনোভাবাপন্ন না হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজশক্তি ও উপনিবেশসমূহের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত ঘটে। এই সব

উপনিবেশে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠায় তাদের নতুন নতুন জমি পাওয়া জরুরী হয়ে পড়ল। নতুন ভূখণ্ডের প্রয়োজনে অনেক উপনিবেশ ক্রমশ পশ্চিম দিকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত নিজেদের সীমানা প্রসারিত করার অধিকার দাবী করছিল।

বৃটিশ সরকার ভয় পাচ্ছিল যে নতুন ভূখণ্ডে অভিগমনকারী খামার মালিকরা আরো অনেক রেড ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের ইন্ধন যোগাতে পারে। তাই তারা বুঝেছিল যে দুর্দান্ত রেডইণ্ডিয়ানদের শান্ত হবার জন্য সময় দেয়া উচিত এবং এই সব জমি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য অধিকতর ধীর গতিতে উন্মুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ১৭৬৩ সালে একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে এলিগেনিস, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি এবং কিউবেকের মধ্যবর্তী পশ্চিমা ভূখণ্ডটিকে রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এইভাবে তেরটি উপনিবেশের পশ্চিম দিকের ভূমির উপর উপনিবেশবাসীদের দাবী নাকচ করা হয় এবং পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ রোধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ফরমান কখনো কার্যকরভাবে চালু করা না গেলেও বসতি স্থাপনকারী বা উপনিবেশবাদীদের চোখে এই ব্যবস্থাটি ছিল তাদের মৌলিক অধিকারের উপর জবরদস্তিমূলক অবজ্ঞা যে অধিকার বলে তারা পশ্চিমের ভূখণ্ড-গুলিকে নিজেদের প্রয়োজনমত দখল করতে পারে।

প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে আরো গুরুতর ছিল বৃটিশ সরকারের নয়া আর্থিক নীতি। ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য সংরক্ষণ বা পরিপোষণের জন্য বৃটিশ সরকারের আরো অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ইংল্যা-ণ্ডের করদাতারা এই সব অর্থের পুরোটা যোগান না দিলে উপনিবেশ-সমূহকে তা দিতে হতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বদলে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই কেবল উপনিবেশগুলি থেকে এভাবে জোর করে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব।

নতুন পদ্ধতি শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৭৬৪ সালের সুগার এ্যাকট বা চিনি আইন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। বাস্তবিক পক্ষে এই আইনটিকে ১৭৩৩ সালের মোলাসেস এ্যাক্ট বা গুড় আইনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে

ঐ আইনের সাহায্যে ইংরেজ এলাকার বাইরের অন্য কোন এলাকা থেকে রাম এবং গুড় আমদানীর উপর বিরাট এক নিবারক শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সংশোধিত সুগার এ্যাক্টে বিদেশ থেকে রাম আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়, যে কোন স্থান থেকে গুড় আমদানীর উপর অল্প হারে শুল্ক এবং অন্যান্য প্রকারের মদ, রেশম, কফি ও কিছু কিছু বিলাস সামগ্রীর উপর শুল্ক বসানো হয়। এই আইন ভালভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অধিকতর দৃঢ়তা ও কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আমেরিকান জলভাগে অবস্থানরত বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে চোরাচালানকারীদের আটক করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং রিটস অফ এসিসট্যান্স (ঢালাও পরোয়ানা)-এর মাধ্যমে যে কোন সন্দেহভাজন স্থানে তল্লাশী চালাবার জন্য রাজকর্মচারীদেরকে ক্ষমতা দান করা হয়।

বিনা প্রতিনিধিত্বে কর-আরোপ : বিতর্কের ঝড়

নিউ ইংল্যাণ্ডের বণিকদের মধ্যে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল তা মূলত নতুন শুল্কের কারণে খুব বেশী ছিল না। বরং নতুন শুল্ক কার্যকরভাবে আদায় করার জন্য যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছিল তাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ এই পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন উপাদান। বংশ পরম্পরায় নিউ ইংল্যাণ্ডের বণিকরা ফরাসী এবং ওলন্দাজ অধিকৃত ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে রাম পরিশোধনের প্রয়োজনীয় গুড়ের অধিকারই বিনা শুল্কে আমদানী করতে অভ্যস্ত ছিল। ফলে তারা মনে করতো যে, অতি সামান্য পরিমাণ শুল্ক দানও হবে তাদের জন্য সাংঘাতিক অনিষ্টকর।

ঘটনাক্রমে সুগার এ্যাক্ট-এর মুখবন্ধ শাসনতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাদের অসন্তোষকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার ব্যাপারে বণিকদেরকে সুযোগ দান করে। বাস্তবে সর্বদা চালু করা না গেলেও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সামগ্রীর উপর পার্লামেণ্টের কর আরোপ করার ক্ষমতা

দীর্ঘদিন ধরেই তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের রাজস্ব উন্নয়নের জন্য ১৭৬৪ সালের রাজস্ব আইনে কর আরোপের যে ক্ষমতা দান করা হয়, সেটা ছিল একটি নতুন ব্যাপার এবং তাই এটা ছিল বিতর্কিত।

যে বিরাট বিতর্কের ফলে আমেরিকান উপনিবেশগুলি শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায় সে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে। মেসাচুসেটস্ এর অনলবর্ষী বক্তা জেমস্ ওটিস্ লিখেছিলেন যে, "পার্লামেন্টের একটি মাত্র আইন ছয় মাসের মধ্যে এত বেশী সংখ্যক লোককে এত বেশী চিন্তা-ভাবনায় ফেলেছিল যা তারা ইতিপূর্বে গোটা জীবনেও করে নি।" বণিক সম্প্রদায়, আইন পরিষদর সদস্যবর্গ এবং পৌরসভাসমূহ থেকে এই আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। স্যামুয়েল এ্যাডাম্স্-এর মত ঔপনিবেশিক আইনজ্ঞরা এই আইনের মুখবন্ধের মধ্যে "প্রতিনিধিত্বহীন কর আরোপের" প্রথম আভাস দেখতে পান। এই শব্দ সমষ্টি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অনেক লোককে আমেরিকান দেশপ্রেমিকদের পক্ষে টেনে নিয়ে আসে।

এরপর রাজার কর্তৃত্বাধীন কোন উপনিবেশ থেকে বাজারে ছাড়া টাকার নোট বা ঋণপত্র যাতে আইনানুগ মুদ্রায় পরিণত হতে না পারে সেজন্য পার্লামেণ্ট একই বছরের শেষের দিকে কারেন্সি এ্যাক্ট নামে একটি নতুন মুদ্রা আইন প্রণয়ন করে। যেহেতু উপনিবেশগুলি ছিল বাণিজ্যের দিক থেকে ঘাটতি এলাকা এবং নগদ মুদ্রার অব্যাহত সংকটের সম্মুখীন সেজন্য এই আইন তাদের অর্থনীতিতে গুরুতর এক বোঝা সংযোজন করে। উপনিবেশগুলির বিবেচনায় বিলেটিং এ্যাক্টও ছিল সমভাবে আপত্তিকর। ১৭৬৫ সালে প্রণীত এই আইনে রাজকীয় সৈন্য বাহিনীকে বাসস্থান এবং রসদ যোগানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল উপনিবেশবাসীদের উপর।

এই সব আইনের বিরোধিতা যতই জোরালো হোক নতুন ঔপনিবেশিক নীতির শেষ অস্ত্র প্রয়োগে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠল। এটি ছিল 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' সংরক্ষণ ও নতুন উপনিবেশ আয়ত্ত করার কাজে ব্যায়ের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইতিহাসে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট নামে পরিচিত এই

আইনের সাহায্যে সংবাদপত্র, জাহাজের পার্শ্বদেশের বিজ্ঞাপন, লাইসেন্স, বন্ধকী দলিল অথবা অন্যান্য আইনানুগ দলিলের উপর রাজস্ব টিকেট লাগানো বাধ্যতামূলক। আইনে বলা হয় এই করের অর্থ আমেরিকানদের দ্বারাই আদায় করা হবে এবং তা ব্যয় করা হবে উপনিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্যে। এই করের বোঝা এতই সমভাবে এবং হাল্কাভাবে ভাগ করা হয়েছিল যে অতি সামান্য বিতর্কের মধ্য দিয়েই পার্লামেণ্টে তা গৃহীত হয়।

কিন্তু তেরটি উপনিবেশে এর বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে সব জায়গার মধ্যপন্থীরাও বিস্মিত হয়। এ আইন উত্তর দক্ষিণ কিংবা পূর্ব ও পশ্চিমের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত গ্রুপগুলিকে অর্থাৎ সাংবাদিক, উকিল, ধর্মজাযক, বণিক এবং ব্যবসায়ীদের ঘোর শত্রু করে তোলে। কারণ এই আইন দেশের সব অংশকে সমানভাবে বিদ্ধ করেছিল। বড় বড় বণিকরা যাদের প্রতিটি বিল অব লেডিং-এর উপর কর আরোপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা দ্রুত প্রতিরোধের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং আমদানী বন্ধ করার সমিতি গঠন করে।

১৭৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে (উপনিবেশের মালিক) বৃটেনের সাথে উপনিবেশের বাণিজ্য বিরাটভাবে হ্রাস পায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা "সান্স অব লিবার্টি" (স্বাধীনতার সন্তান) নামে সংঘবদ্ধ হয় এবং রাজনৈতিক বিরোধীতা অতি সত্বর বিদ্রোহানলে পরিণত হয়। উত্তেজিত জনতা বোস্টনের রাজপথে মিছিল করে। মেসাচুসেটস্ থেকে দক্ষিণ কেরোলিনা পর্যন্ত এই আইন অকার্যকর হয় এবং জনতা হতভাগ্য এজেণ্টদেরকে তাদের কার্য থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং ঘৃণিত স্ট্যাম্পগুলি ধ্বংস করে।

পেট্রিক হেনরী কর্তৃক উদ্দীপিত হয়ে ভার্জিনিয়া আইনসভায় উপনিবেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ প্রতিনিধিত্বহীন কর আরোপের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করে কিছু প্রস্তাব পাশ করা হয়। কয়েকদিন পর মেসাচুসেটস্ আইন সভা স্ট্যাম্প এ্যাক্ট এর ধ্বংসকারিতা বা বিপদ বিবেচনা করার জন্য নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য একটি কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য সকল উপনিবেশকে আমন্ত্রণ জানায়। ১৭৬৫ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস ছিল আমেরিকার উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সভা।

নয়টি উপনিবেশের ২৭ জন প্রতিনিধি আমেরিকার ব্যাপারে পর্লোমেণ্টারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জনমত গঠন করার সুযোগ গ্রহণ করে অনেক বিতর্কের পর এই কংগ্রেস কতগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এগুলোতে বলা হয়েছিল যে, "নিজ নিজ আইন পরিষদ কর্তৃক তাদের উপর কোন কর কোন দিন আরোপিত হয়নি কিংবা তা অব্যাহতভাবে আরোপিত হতে পারে না" এবং স্ট্যাম্প এ্যাক্টের একটি "সুস্পষ্ট প্রবণতা হলো উপনিবেশের বাসিন্দাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা নসাৎ করা।"

কর-বিতর্ক প্রশমিত

বিরোধীয় বিষয়টি এইভাবে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হয়। তারা যদি হাউস্ অফ কমনস্-এ সদস্য নির্বাচিত করতে না পারেন তাহলে পার্লামেন্টে তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে মনে করা উপনিবেশসমূহের বিবেচনায় ছিল অসম্ভব। কিন্তু এই চিন্তার সাথে 'প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব' সম্পর্কিত ইংরেজদের গোঁড়া নীতি সংঘাত দেখা দেয়। তাদের মতে প্রতিনিধিত্ব মানে আঞ্চলিকতার বদলে শ্রেণী বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব।

বেশীর ভাগ বৃটিশ পদস্থ ব্যক্তি মনে করতেন যে, পার্লামেণ্ট হলো এমন একটি রাজকীয় সংস্থা যা উপনিবেশসমূহ এবং মাতৃভূমির ব্যাপারে সমান প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের উপর অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। এই সংস্থা ইংল্যাণ্ডের বার্কসায়ারের জন্য যেমন আইন প্রণয়ন করতে পারে সেরূপ মেসাচুসেটস উপনিবেশের জন্যও তা করতে পারে।

আমেরিকান নেতারা যুক্তি দেন যে কোন রাজকীয় পার্লামেন্টের অস্তিত্ব নেই। তাদের একমাত্র আইনানুগ সম্পর্ক হলো রাজার্থে। সমুদ্রের অপর পারে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য রাজাই সম্মতি দিয়েছিলেন এবং রাজাই তাদের এখানে সরকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে রাজা সমানভাবে ইংল্যাণ্ড এবং মেসাচুসেটস্ এর রাজা। কিন্তু তারা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে মেসাচুসেটস্ আইনসভার যেমন ইংল্যাণ্ডের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই, তদ্রূপ ইংরেজ পার্লামেন্টেরও মেসাচুসেটস্-এর জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার নেই।

উপনিবেশের এই মত গ্রহণ করতে বৃটিশ পার্লামেন্ট ছিল অনিচ্ছুক। বৃটিশ বণিকদের অবশ্য আমেরিকানদের বাণিজ্য বর্জনের পরিণতি অনুধাবন করতে পেরে, কর রোধ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান করেন। ১৭৬৬ সালে স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বাতিল এবং সুপার এ্যাক্ট সংশোধনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট নতি স্বীকার করে। উপনিবেশসমূহ (এজন্য) আনন্দ উৎসব করে। উপনিবেশের বণিকরা আমদানী বন্ধ রাখার চুক্তি ত্যাগ করেন। 'সনস্ অফ লিবার্টি' নামক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয় এবং মনে হয় শান্তি যেন হাতের নাগালে এসে পড়েছে।

কিন্তু এটা ছিল সাময়িক বিরতি মাত্র। ১৭৬৭ সালের বছরটিতে পুনরায় এমন কতগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হয় যাতে বিরোধের সব উপাদানগুলি আবার নতুনভাবে উত্তেজনা লাভ করে। বৃটিশ রাজস্ব বিভাগের চ্যান্সেলার চার্লস টাউন্সহ্যাণ্ডকে নতুন এক রাজস্ব কর্মসূচীর খসড়া প্রণয়নের জন্য বলা হয়। আমেরিকান বাণিজ্যের উপর অধিকতর দক্ষতাপূর্ণভাবে শুল্ক সংগ্রহের মাধ্যমে বৃটিশের দেয় করভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি শুল্ক বিভাগের প্রশাসনকে কঠোর করেন এবং একই সময়ে বৃটেন থেকে উপনিবেশসমূহে রপ্তানীকৃত কাগজ, কাচ, সীসা, এবং চায়ের উপর অধিকতর শুল্ক আরোপ করেন।

এসবের লক্ষ্য ছিল অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহ করে তা অংশত উপনিবেশে নিয়োজিত গভর্নর, বিচারক, শুল্ক বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং আমেরিকায় অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করা। টাউন্সহ্যাণ্ড এর নির্দেশিত অন্য একটি আইনে উপনিবেশের উচ্চ আদালতগুলিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করার ক্ষমতা দেয়া হয়। অর্থাৎ যে সাধারণ তল্লাসী পরোয়ানা ইতিমধ্যে উপনিবেশের বাসিন্দাদের মনে ঘৃণার ভাব সঞ্চার করেছিল, তাকে বিশেষ আইনানুগ সমর্থন দান করা হয়।

স্ট্যাম্প এ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে যে ভয়ানক উত্তেজনাকর আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল টাউন্সহ্যাণ্ড এর শুল্ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল তার তুলনায় কম জোরাল। বণিকরা আবারো আমদানী না করার চুক্তিতে ফিরে যান। পুরুষেরা দেশে তৈরী কাপড় পড়তে শুরু করেন এবং মহিলারা

চায়ের বিকল্প খুঁজতে থাকেন। ছাত্ররা ব্যবহার করেন উপনিবেশে তৈরী কাগজ। ঘরবাড়িতে রং করা বন্ধ হয়। কোন রকমের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বোস্টনে বাণিজ্যিক স্বার্থ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল বলে নতুন আইনের প্রয়োগ সেখানে প্রবল আন্দোলনের ইন্ধন যোগায়। শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তারা যখন শুল্ক সংগ্রহের চেষ্টা চালান, জনগণ তখন বাধা দেন এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেন। একারণে শুল্ক বিভাগীয় কমিশনারদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে দুই রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠানো হয়।

বোস্টনে বৃটিশ সৈন্যদের অবস্থান বিরোধের একটি দীর্ঘস্থায়ী কারণ হয়ে উঠে। এইরূপ অসদ্ভাব চলতে থাকায় ১৮ মাস পর ১৭৭০ সালের ৫ই মার্চ বেসামরিক এবং সৈন্যদের মধ্যে সক্রিয় বিরোধের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠে। বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে বরফের চাঁই ছোড়ার মতো নির্দেষ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের শুরু তা পরে ব্যাপক গণ-আক্রমণে পর্যবসিত হয়। কোন একজন গুলি করার নির্দেশ দান করেন। বোস্টনের তিনজন বেসামরিক লোকের মৃতদেহ বরফের উপর পড়ে থাকে। উপনিবেশের আন্দোলনকারীরা ইংল্যাণ্ডের প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সুযোগ পেয়ে যান। 'বোস্টন হত্যাকাণ্ডকে' স্বৈরাচারের এক জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এইরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ১৭৭০ সালে পার্লামেন্ট রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণের পথ বেছে নেন এবং টাউন্সহ্যাণ্ড প্রণীত শুল্ক আইনের আওতাধীন চা ছাড়া আর সবকিছুর উপর শুল্ক রহিত করেন। চায়ের উপর কর বজায় রাখা হয়েছিল। কারণ তৃতীয় জর্জ বলেছিলেন যে অধিকার বজায় রাখার জন্য সব সময় একটি কর আরোপিত রাখতে হবে। পার্লামেন্টের এই কাজে কার্যত উপনিবেশের বেশীর ভাগ বাসিন্দাদের অভিযোগের নিরসন হয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকাংশে হ্রাস পায়। ইংরেজদের চায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকলেও তা কঠোরভাবে মেনে চলা হয় নি।

সাধারণভাবে পরিস্থিতি রাজকীয় সম্পর্কের জন্য শুভ বলেই মনে হচ্ছিল। উন্নতি এগিয়ে চলছিল এবং উপনিবেশের বেশীর ভাগ নেতা সবকিছু ভবিষ্যৎ

এর উপর ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অপেক্ষাকৃত উগ্র নীতি ব্যর্থ হবার পর কিঞ্চিত জড়তা এবং আলস্য প্রাধান্য লাভ করে বলে মনে হচ্ছিল। যে মধ্যপন্থীরা উপনিবেশের সবখানে প্রাধান্যে ছিলেন তারা এই শান্তিপূর্ণ বিরতি কালকে অভিনন্দন জানান।

দেশপ্রেমিক আন্দোলন : বস্টন চাচক্র

শান্তিপূর্ণ তিন বছরের বিরতিকালে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 'দেশপ্রেমিক' বা বিপ্লবী খুব উৎসাহের সাথে এই বিরোধ জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চালান। তাঁরা বলেন যে পর্যন্ত চায়ের উপর কর বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত উপনিবেশের উপর পার্লামেন্টের অধিকার অব্যাহত থাকবে। এবং ভবিষ্যৎ এর যে কোন সময়ে উপনিবেশের স্বাধীনতার উপর ধ্বংসাত্মক পরিণতিসহ এই নীতি প্রয়োগ করা হতে পারে।

দেশপ্রেমিকদের আদর্শ ও অত্যন্ত কার্যকর নেতা ছিলেন মেসাচুসেটস্ এর স্যামুয়েল অ্যাডাম্স্। তিনি নিরলসভাবে একটি মাত্র লক্ষ্য অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হারবার্ট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর থেকে অ্যাডামস্ বিভিন্ন দায়িত্ব যথা চিমনি বা ধোঁয়া নির্গমননালীর পরিদর্শক, কর সংগ্রাহক, পৌর নিয়ামক ইত্যাদি হিসাবে সরকারী কর্মচারীরূপে কাজ করেন। ব্যবসায়ে ব্যর্থ এই লোক রাজনীতিতে ছিলেন বিচক্ষণ ও সক্ষম। নিউ ইংল্যাণ্ড শহরের পৌরসভা ছিল তার কর্মকাণ্ডের নাট্যমঞ্চ।

জনগণই ছিলেন অ্যাডামস্-এর হাতিয়ার। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের আস্থা এবং সমর্থন অর্জন করা। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের ভীতি থেকে তাদেরকে মুক্ত করা, নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা এবং সক্রিয় হবার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। এই সব করার জন্য তিনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ এবং পৌর সভায় বক্তৃতা দানের মাধ্যমে উপনিবেশবাসীদের গণতান্ত্রিক আবেগের প্রতি আবেদনমূলক প্রস্তাবাদি গ্রহণ করেন।

১৭৭২ সালে উপনিবেশবাদীদের অধিকার এবং অভিযোগ বিবৃত করা, এই বিষয়ে অন্যান্য নগর সমিতির সাথে যোগাযোগ করা এবং প্রত্যুত্তরের খসড়া তৈরীর জন্য তাদেরকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে একটি 'ঐক্য কমিটি' মনোনীত করার জন্য তিনি বস্টন শহরের পৌরসভাকে প্ররোচিত করেন। দ্রুত গতিতে তাঁর এই মত ছড়িয়ে পড়ে। কার্যত সকল উপনিবেশে কমিটি গঠিত হয়। এবং এই সব কমিটি থেকে কার্যকর বিপ্লবী সংগঠনের ভিত্তি গড়ে উঠে।

১৭৭৩ সালে বৃটেন অ্যাডামস্ এবং তাঁর সহকর্মীদের হাতে একটি আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ তুলে দেন। কঠিন আর্থিক সংকটে পতিত শক্তিশালী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উপনিবেশসমূহে রপ্তানীকৃত সব চায়ের উপর তাকে একচেটিয়া অধিকার দানের জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি আবেদন জানায়। টাউন্সহ্যাণ্ডের আরোপিত চা শুল্কের কারণে উপনিবেশের বাসিন্দারা কোম্পানীর চা বর্জন করছিলেন। এবং ১৭৭০ সালের পর এমন এক জমজমাট অবৈধ বাণিজ্য চলছিল যে আমেরিকায় ব্যবহৃত ১০ ভাগের ৯ ভাগই চা সম্ভবত ছিল বিদেশ থেকে আনা এবং বিনা শুল্কে আমদানীকৃত।

কোম্পানী তার নিজের এজেন্টদের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার দরের চেয়ে বেশ কম মূল্যে চা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে তারা এক দিকে চোরাই ব্যবসাকে অলাভজনক করে তোলে এবং সেই সাথে উপনিবেশের স্বাধীন ব্যবসায়ীদেরকে বাজার থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করে। শুধুমাত্র চায়ের ব্যবসা হারানোর কারণে নয়। সে সঙ্গে একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উপনিবেশের ব্যবসায়ীরা দেশপ্রেমিকদের সাথে যোগ দেয়। বস্তুত সকল উপনিবেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চক্রান্ত প্রতিহত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বস্টন ছাড়া অন্যান্য বন্দরস্থ কোম্পানীর এজেন্টগণকে পদত্যাগে সম্মত করানো হয় এবং নতুন যে সব চায়ের চালান আসছিল সেগুলো হয়ত ইংল্যাণ্ডে ফেরত পাঠানো হয় নতুবা গুদামজাত করে রাখা হয়। বস্টনএর এজেন্টরা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান এবং রাজার নিযুক্ত গভর্নরের

সমর্থনে সব বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জাহাজে আনীত মালগুলি (চা) নামানোর প্রস্তুতি চালায়। এর বিরুদ্ধে স্যামুয়েল অ্যাডামস্-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশপ্রেমিকদের জবাব ছিল বল প্রয়োগ। ১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাতে একদল লোক সোহক রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে নোংঙর করা তিনটি বৃটিশ জাহাজে উঠে এবং সেসব জাহাজের সব চা বস্টন পোতাশ্রয়ের পানিতে ফেলে দেয়।

উপনিবেশে বৃটিশ নিপীড়ন : সাহায্যার্থে অন্যান্য পক্ষের সমাবেশ

একটি সংকট তখন বৃটিশের দোর গোড়ায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি একটি সংসদীয় বা পার্লামেণ্টারী বিধানের অনুমোদন ছিল। চা নষ্ট করার ব্যাপারটিকে যদি উপেক্ষা করা হয় তবে (গৌণভাবে) পৃথিবীর কাছে পার্লামেণ্ট এ কথা স্বীকার করবে যে উপনিবেশসমূহের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বৃটেনের সরকারী মহল প্রায় এক বাক্যে বস্টনের 'টি পার্টি' বা চাচক্রের কাজকে দস্যুতা বলে নিন্দা করেন। এবং বিদ্রোহী উপনিবেশের বাসিন্দাদেরকে সায়েস্তা করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

এর জবাবে পার্লামেণ্ট নতুন কয়েকটি আইন করেন। উপনিবেশের লোকেরা এগুলোর নাম দেন 'দমনমূলক আইন'। এর মধ্যে প্রথম আইনটির নাম ছিল 'বস্টন বন্দর আইন'। এর সাহায্যে চায়ের দাম না দেয়া পর্যন্ত বস্টন বন্দর বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে বস্টনের শহর জীবনের উপর হুমকি দেখা দেয়। কারণ বস্টনকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার মানে ছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অন্য আইনের দ্বারা রাজা কর্তৃক মেসাসুসেটস কাউন্সিলার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই কাউন্সিলাররা আগে এখানকার বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। গভর্নরের প্রতিনিধি শেরিফদের দ্বারা জুরি সদস্যদের তলব করার বিধানও এই আইনে করা হয়। এতদিন পর্যন্ত জুরীর সদস্যরা উপনিবেশের পৌরসভাগুলির মাধ্যমে মনোনীত হতেন। পৌরসভার অধিবেশন করার জন্য গভর্নরের অনুমতিরও প্রয়োজন হতো।

এবং বিচারক ও শেরিফদের নিয়োগ করা বা বরখাস্ত করার ক্ষমতাও ছিল গভর্নরের হাতে। একটি বাসস্থান আইনের মাধ্যমে বৃটিশ সৈনিকদের সুবিধাজনক বাসস্থান ঠিক করে দেয়ার দায়িত্ব চাপানো হয় স্থানীয় কর্তৃ-পক্ষের উপর।

প্রায় একই সময়ে গৃহীত কিউবেক আইনের সাহায্যে কিউবেক প্রদেশের সীমানা সম্প্রসারিত করা হয় এবং তাতে ফরাসী বাসিন্দাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তাদের নিজস্ব আইনানুগ রীতিনীতি মেনে চলার অধিকার নিশ্চিত করা হয়। উপনিবেশের বাসিন্দারা এই আইনের বিরোধিতা করেন। কারণ পশ্চিমের ভূমির উপর তাদের পুরোনো দাবী অগ্রাহ্য করে এতে পশ্চিমমুখী যাত্রার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের হুমকি দেয়া হয়েছে। এবং এর দ্বারা একটি রোমান ক্যাথলিক অধ্যুষিত প্রদেশের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে মনে হয়। যদিও কিউবেক এ্যাক্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয় নি তবুও আমেরিকানরা এটাকেও পীড়নামূলক আইনগুলির শ্রেণীভুক্ত করেন। এবং এই সবগুলি আইনই অসহ্য পাঁচটি আইন হিসাবে পরিচিত হয়। এইসব আইন মেসাচুসেটস্‌কে বশীভূত করার লক্ষ্যে গৃহীত হলেও তারা এই রাজ্যকে বশীভূত করার বদলে সহো-দরা বা একই গোত্রীয় উপনিবেশগুলিকে তার সাহায্যার্থে সন্নিবেশিত করে।

ভার্জিনিয়া বার্জেসের (পরিষদ সদস্যদের) সুপারিশে ১৭৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর উপনিবেশসমূহের তৎকালীন অসন্তোষজনক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য উপনিবেশের প্রতিনিধিদেরকে ফিলাডেলফিয়ায় এক বৈঠকে বসার জন্য ডাকা হয়। প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস নামে পরিচিত এই সভার প্রতিনিধি-গণকে প্রাদেশিক কংগ্রেসসমূহের দ্বারা বা ব্যাপক সম্মতির ভিত্তিতে মনো-নীত করা হয়েছিল। জর্জিয়া ছাড়া প্রত্যেকটি অন্তত একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। মোট ৫৫ জন প্রতিনিধি বিভিন্নমুখী মতামতের জন্য যথেষ্ট হলেও যথার্থ বিতর্ক ও অর্থবহ কর্মতৎপরতার জন্য ছিল অপর্যাপ্ত।

উপনিবেশসমূহের মধ্যকার মতভেদ এই কংগ্রেসের জন্য একটি সংকট হয়ে দেখা দেয়। ছাড় বা সুবিধা দানের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করার জন্য (উপনিবেশগুলির মধ্যে) সুদৃঢ় ঐক্যের ভাব দেখানো দরকার।

একই সঙ্গে এতে কোন বিপ্লবাত্মক বা স্বাধীনতার চেতনা প্রকাশও পরিহার করতে হবে। কারণ এই ধরনের চেতনা আমেরিকার মধ্যপন্থীদেরকে সন্ত্রস্ত করবে। সতর্কতার সাথে প্রদত্ত মূল বিবৃতির শেষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যে, কোনরূপ পীড়নমূলক আইন মেনে নেয়া যাবে না। বৃটেনের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধিকার ও অভাব-অভিযোগ ঘোষণার মাধ্যমে এই কংগ্রেস সমাপ্ত হয়। এই কংগ্রেসে অবশ্য সবচেয়ে জরুরী যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তা হলো একটি সমিতি গঠন। এই সমিতি বাণিজ্য বর্জনের ব্যবস্থা নতুনভাবে গ্রহণ করে এবং শুল্ক বিভাগের অন্তর্ভুক্তি পরিদর্শনের জন্য কমিটি ব্যবস্থা চালু করে। তাছাড়া যে সব ব্যবসায়ী চুক্তি অমান্য করে তাদের নামের তালিকা প্রকাশ, তাদের আমদানীকৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ এবং মিতব্যয়িতা, আর্থিক বিবেচনা ও শিল্পের প্রতি উৎসাহ দান প্রভৃতি কাজও সমিতি করতো।

এই সমিতি সবখানে নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং স্থানীয় সংগঠনগুলিকে রাজকীয় কর্তৃত্বের যা কিছু অবশিষ্ট তখনো ছিল তা শেষ করে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এইসব কার্যকলাপ দ্বিধাগ্রস্তদেরকে জনপ্রিয় আন্দোলনে যোগদানে বাধ্য করে এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে শায়েস্তা করে। তাঁরা সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে এবং সৈন্য সমাবেশ করতে শুরু করেন। তারা জনমতকে উদ্দীপনায় উত্তেজিত করেন।

জনগণের মধ্যে ধীর গতিতে যে ফাটল গড়ে উঠছিল তা সমিতি বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে আরো বিস্তৃতি লাভ করে। অনেক আমরিকান এখানকার মানুষের অধিকারের উপর বৃটিশ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। তারা যথার্থ সমাধান হিসাবে আলোচনা ও বোঝাপড়ার পক্ষপাতি ছিলো। আবার এই গ্রুপের মধ্যে অনেকেই ছিলো পদস্থ কর্মচারী (রাজা কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার), অনেক খৃষ্টধর্মাবলম্বী ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক যারা বল প্রয়োগের বিরোধী ছিলো। অনেক ব্যবসায়ী বিশেষত যারা ছিলো মধ্যাঞ্চলীয় উপনিবেশসমূহের বাসিন্দা এবং দক্ষিনাঞ্চলীয় উপনিবেশসমূহের কিছু সংখ্যক অসন্তুষ্ট খামার মালিকসহ সীমান্ত অঞ্চলীয় লোকও ছিলো এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে দেশ প্রেমিকরা শুধুমাত্র কম সঙ্গতিবান

লোকদের নয় বরং কিছু পেশাজীবী শ্রেণী বিশেষত উকিল, দক্ষিণের বড় বড় বেশীর ভাগ বাগান মালিক এবং কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীরও সমর্থন লাভ করেন।

পীড়নমূলক আইন পাশের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের পর অনুগতরা ভীত বিহ্বল এবং সন্ত্রস্ত হওয়ার ফলে রাজা যখন কিছু সুযোগ বা ছাড় দানের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে একটি মৈত্রী জোট গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারতেন তখন দেশপ্রেমিকদের পক্ষে বিরুদ্ধতা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হতো। কিন্তু তৃতীয় জর্জের ছাড় দানের কোন ইচ্ছা ছিল না। ফিলাডেলফিয়ার এক যাজকের আবেদনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন, "যা করা হয়েছে তা থেকে পিছানোর কোন উপায় নেই, উপনিবেশগুলিকে হয় হার মানতে হবে নয় বিজয় লাভ করতে হবে।" এর ফলে রাজানুগতদের বা টোরীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। উল্লেখ্য তাদেরকে (রাজানুগতদের) এই নামে (টোরী) অভিহিত করা হতো।

জেনারেল টমাস গেজ নামে একজন অমায়িক ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন তখন বস্টনে নিয়োজিত সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক। তার স্ত্রী ছিলেন জন্মসূত্রে আমেরিকান। এই সময় বস্টনে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যের স্থান দখল করে নিয়েছিল। ডক্টর জোসেফ ওয়ারেন নামক এক নেতৃস্থানীয় দেশপ্রেমিক ১৭৭৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক ইংরেজ বন্ধুর কাছে লেখেন, "সৌহার্দপূর্ণভাবে বিরোধ মিমাংসার সময় এখনো অতিক্রান্ত হয় নি, কিন্তু আমি মনে করি জেনারেল গেজ যদি পার্লামেন্টের সর্বশেষ আইনটি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য এই দেশের মধ্যে তার সৈন্য বাহিনী একবার পরিচালনা করেন তবে অন্তত নিউ ইংল্যান্ডের উপনিবেশসমূহ থেকে এবং যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তবে সমগ্র আমেরিকা থেকেও গ্রেট বৃটেনকে হয়তো বিদায় নিতে হবে। জাতির মধ্যে যদি কোন প্রজ্ঞা থাকে ঈশ্বরের কৃপায় তা যেন সত্বর কাজে লাগানো যায়।"

জেনারেল গেজের কর্তব্য ছিল পীড়নমূলক আইনগুলি প্রয়োগ করা, তার কাছে খবর পৌঁছে যে মেসাচুসেটস-এর দেশপ্রেমিক বস্টন থেকে ৩২

কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অভ্যন্তরীণ শহর কর্ড-এ কেন গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে। ১৭৭৫ সালের ১৮ই এপ্রিল রাতে তিনি তার সৈন্য বাহিনীর একটি শক্তিশালী দলকে গোলাবারু বাজেয়াপ্ত করতে এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস ও জন হ্যানককে বন্দী করতে পাঠান। তাদের দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পল রেভারী এবং অপর দুজন দূত কর্তৃক সমগ্র গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়।

এক রাতব্যাপী মার্চ করার পর বৃটিশ সৈন্যরা যখন ল্যাকজিনটন গ্রামে গিয়ে পেঁৗছে তখন ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে তারা দেখতে পান যে ৫০ জন সশস্ত্র উপনিবেশবাদী সাধারণ সীমারেখা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দেয়, দুই দিক থেকেই চিৎকার এবং আদেশ শোনা যায় এবং গোলমালের মধ্যে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। দুই দিক থেকেই গুলি চলে এবং সবুজ ঘাসের উপর ৮টি মৃতদেহ ফেলে আমেরিকানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম রক্তপাত ঘটে এইভাবে।

বৃটিশরা কনকর্ড-এর দিকে এগিয়ে চলে। এখানে নর্থব্রিজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত খামার মালিকরা ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে। তাদের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে পূরণ হয়, বৃটিশ সৈন্যরা ফিরে যেতে শুরু করে। পাষাণ প্রাচীর, ছোট ছোট পাহাড় এবং বাড়ী-ঘরের পাশের গোটা রাস্তাতেই গ্রাম এবং খামার থেকে আগত আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা বৃটিশ সৈন্যদের লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়। ক্লান্ত সৈনিকরা (বৃটিশ) অনেক কষ্টে যখন বস্টনে এসে পেঁৗছে তখন তাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় উপনিবেশবাসীদের ক্ষতির প্রায় তিনগুণ।

কংগ্রেসে স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিতর্ক

১৩টি উপনিবেশের একটি থেকে আরেকটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ল্যাকজিংটন ও কনকর্ডের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর ২০ দিনের

মধ্যে ম্যেন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত আমেরিকান দেশাত্মবোধের চেতনা জাগিয়ে তোলে।

ল্যাকজিংটন ও কনকর্ডের হুশিয়ারী সংকেত তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এর মধ্যেই ১৭৭৫ সালের ১০ই মে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস বৈঠক বসে। বস্টনের একজন ধনী ব্যবসায়ী জন হ্যানকক ছিলেন এই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। এই কংগ্রেসে টমাস জেফারসনও উপস্থিত ছিলেন। আরও ছিলেন লণ্ডন থেকে প্রত্যাগত বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন। সেখানে (লণ্ডন) তিনি অনেক উপনিবেশের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যর্থভাবে আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কংগ্রেস পুরোপুরি সংগঠিত হবার পূর্বেই প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মত পরিস্থিতি মোকাবেলার সম্মুখীন হল। কিছু বিরোধিতা থাকলেও এক উত্তেজনাপূর্ণ ঘোষণার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের মনোভাব প্রকাশ পায়। জন ডিকিন্সন এবং জেফারসনের যৌথ প্রচেষ্টায় গৃহীত এই ঘোষণাটি ছিল, "সশস্ত্র পথ অবলম্বনের যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা"।

আমাদের দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। আমাদের ঐক্য পরিপূর্ণ। আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যাপক এবং প্রয়োজন হলে বৈদেশিক সহায়তা নিঃসন্দেহে পাওয়া যাবে...শত্রুদের দ্বারা আমরা বাধ্য হয়েছি অস্ত্র ধারণ করতে। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আমরা এটা প্রয়োগ করবো জন্য আমরা এটা প্রয়োগ করবো। ক্রীতদাস হয়ে বাঁচার চেয়ে স্বাধীনভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্য আমরা এক মনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

ঘোষণাটি নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকা অবস্থাতেই কংগ্রেস মহাদেশীয় আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে এবং কর্নেল জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে। সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়া এবং প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের কিছু কিছু সদস্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমেরিকার জনগণের কাছে ইংল্যাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চিন্তাটি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা অবশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে উপনিবেশগুলি, চিরকালের জন্য আধাআধি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং আধাআধি বাইরে থাকতে পারে না।

কঠোরতর সিদ্ধান্ত

কয়েকমাস এভাবে চলতে থাকার পর তখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অসুবিধাগুলি ক্রমেই বেশীভাবে ধরা পড়ে। ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে আপোষ প্রস্তাব আসলো না এবং ১৭৭৫ সালের ২৩শে আগস্ট রাজা জর্জ এক ঘোষণা জারি করেন যে, উপনিবেশ-গুলিতে বিদ্রোহ চলছে। পাঁচ মাস পর টমাস পেন 'কমন সেন্স' বা সাধা-রণ জ্ঞান শীর্ষক এক পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করে খুব উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পেন ছিলেন ১৭৭৪ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় আগত একজন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। তিনি এমন কি রাজার পবিত্র ব্যক্তিত্বকেও আক্রমণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রের রাজতন্ত্রকে বিদ্রূপ করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "যে সব দুর্বৃত্ত রাজা এ যাবৎ কাল শাসন করেছে" তাদের তুলনায় এক-জন সৎ মানুষ সমাজের কাছে অনেক মূল্যবান। জোরালো যুক্তির সাথে তিনি দুইটি বিকল্প তুলে ধরেছিলেন। ... হয় স্বৈরাচারী রাজা ও ঘুণে ধরা সরকারের প্রতি ধারাবাহিক আনুগত্য নয়ত আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন প্রজা-তন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ। সব উপনিবেশে প্রচারিত এই পুস্তিকা জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস গড়ে তুলতে এবং স্বাধী-নতার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্তদেরকে সমন্বিত করতে সহায়তা করে।

বিচ্ছিন্ন হওয়া বা স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রতি প্রত্যেকটি উপনিবেশের অনুমোদন লাভ করার কাজটি তখনো বাকি ছিল। প্রথমে উপনিবেশসমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেয়ে মহাদেশীয় কংগ্রেসের তরফে স্বাধীনতার কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয় বলে একটি সাধারণ সম্মতি ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কাছে প্রত্যহই খবর আসছিল যে, আইনের আওতা বহির্ভূত নতুন উপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং স্বাধীনতার জন্য প্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে। একই সময়ে কংগ্রেসে আমূল পরিবর্তনকামী বা বিদ্রোহীদের যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে আধিপত্য বাড়ছিল, দুর্বল কমিটিগুলিকে জোরদার করা হচ্ছিল এবং উত্তেজনাকর প্রস্তাবের সাহায্যে দেশপ্রেমিকদেরকে উদ্দীপিত করা হচ্ছিল।

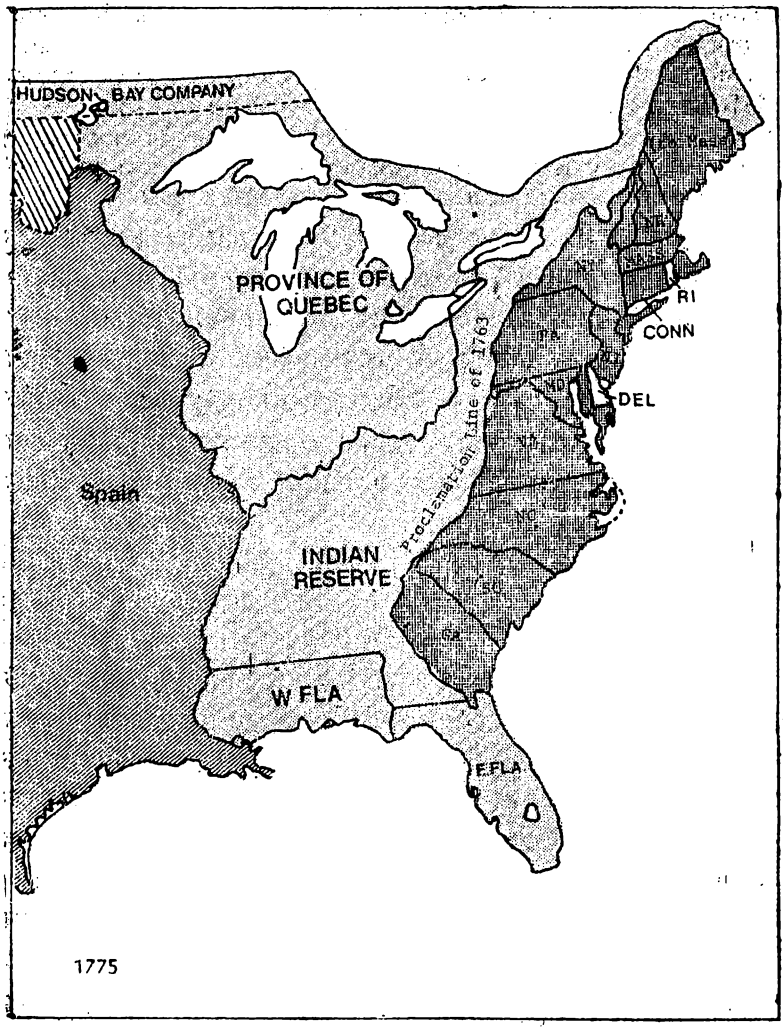

১৭৬৩ সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংল্যান্ড কিউবেক প্রদেশসহ এক বিরাট ভূখণ্ডের দখল লাভ করে, এই ভূখণ্ডটি ছিল অ্যালিগেনী পর্বত ও মিসিসিপি নদী

এবং পূর্ব ও পশ্চিম ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরিডা স্পেনকে অর্পণ করা হয়েছিল)। আরও পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা রেড ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের উস্কানী দিতে পারে এই ভয়ে বৃটিশ সরকার ১৭৬৩ সালে আমেরিকান উপনিবেশ স্থাপনার ক্ষেত্রে অ্যালিগেনিসকে পশ্চিমের শেষে সীমা হিসাবে ঘোষণা করে। ৫৩ নং পৃ. মানচিত্রে ১৭৭৫ সালের পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। যখন ১৩টি উপনিবেশ (মানচিত্রের ডানে কালো রং-এর এলাকা) বৃটিশ শাসন-জাল ছিন্ন করার জন্য একত্রীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় অংশটি হচ্ছে অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত এলাকা এবং অবশিষ্টাংশ ছিল স্পেনের অধীনে। মানচিত্রের বাম কোণায় দাগ কাটা এলাকাটি ইংল্যাণ্ড এবং স্পেন উভয়ই দাবী করতো।

শেষ পর্যন্ত ১৭৭৬ সালের ১০ই মে "জটিল গ্রন্থি ছেদনের" চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন শুধু প্রয়োজন ছিল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। ৭ই জুন ভার্জিনিয়ার রিচার্ড হেনরী লী স্বাধীনতা, বৈদেশিক মিত্রতা এবং আমেরিকান ফেডারেশনের অনুকূলে ঘোষণা দিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভার্জিনিয়ার টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে একটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রণয়নের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং বলা হয় যে, "যে সব কারণে আমরা এই শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য তা এই ঘোষণায় সন্নিবেশিত থাকবে।"

উপনিবেশসমূহে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবগ্রহণ

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই গৃহীত স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুধু একটি নতুন জাতির জন্ম ঘোষিত হয়েছিল তা নয়, এর পর থেকে সমগ্র পশ্চিম দুনিয়ায় এক গতিময় শক্তি হিসাবে বিবেচিত মানবিক স্বাধীনতার এক দর্শনের ও সূচনা হয়। এই স্বাধীনতা ঘোষণা সারা আমেরিকা জুড়ে সাধারণ গণ-মানুষের সমর্থন লাভে সক্ষম ব্যাপক ভিত্তিক ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর রাজনৈতিক দর্শন বর্ণিত আছে সুস্পষ্টভাবে :

"এই সত্যগুলি আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করি, যে সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সমানভাব। সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে এমন কিছু অধিকার দান করেছেন যা বিনিময়ের অযোগ্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁচার অধিকার, ভোগ করার অধিকার এবং সুখ অন্বেষণের অধিকার। এই সব অধিকার অর্জনের জন্য মানুষের মধ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের

সম্মতি থেকে সরকার ক্ষমতা লাভ করেন। যখন কোন ধরনের সরকার এইসব লক্ষ্য অর্জনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই সরকারকে বদল করা বা উচ্ছেদ করা জনগণের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। একটি নতুন সরকার গঠন করা, উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে তার ভিত রচনা করা এবং যা তাদের নিরাপত্তা ও সুখের জন্য সবচেয়ে ভাল বিবেচিত হবে সেইভাবে ক্ষমতা সংগঠিত করার এই অধিকারের অংশ।"

এই স্বাধীনতার ঘোষণার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সাধারণ বিজ্ঞপ্তির চেয়েও অনেক বেশী কাজ হয়। এই ধারণা আমেরিকার স্বার্থের প্রতি ব্যাপক জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি করে। কারণ ব্যক্তি, স্বাধীনতা, স্বশাসিত সরকার এবং সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভের জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করার মাধমে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে গুরুত্ববোধের ধারণা সঞ্চারিত করে।

প্রত্যেকটি উপনিবেশে সংঘর্ষসহ বিপ্লবী যুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হয়। এমনকি স্বাধীনতাপূর্বেও যে সামরিক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছিল তা যুদ্ধের ফলাফলের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ ১৭৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজার অনুগতদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা এবং মার্চ মাসে বোস্টন থেকে বৃটিশ সৈন্যকে বিদায় নিতে বাধ্য করার ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

স্বাধীনতা ঘোষণার অনেক মাস পরও আমেরিকানরা গুরুতর বিপর্যয় ভোগ করে। এর প্রথমটি ছিল নিউইয়র্কে। লং আইল্যাণ্ডের যুদ্ধে ওয়াশিংটনের অবস্থা বেসামাল হয়ে উঠেছিল। তিনি ক্ষুদ্র নৌকায় করে ব্রুকলীন থেকে ম্যানহাটান উপকূলে দক্ষতার সাথে পশ্চাদপসরণ করেন। বাতাস ছিল উত্তরমুখী এবং বৃটিশ রণরতীগুলি ইস্ট রিভার দিয়ে আসতে পারছিল না। কাজেই বৃটিশ সেনাপতি উইলিয়াম হাও আমেরিকান স্বার্থের প্রতি একটি চরম আঘাত হানার এবং সম্ভবত যুদ্ধ শেষ করার সুযোগ হারান।

ওয়াশিংটন যদিও ক্রমাগত পিছু হটছিলেন, তবুও তিনি এই বছরের শেষ অবধি তার সৈন্যবাহিনীকে মোটামুটি অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন। ট্রেনটন এবং প্রিস্টান এ যে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়, তাতে উপনিবেশের

আশা আকাঙ্ক্ষা পুনর্জাগরিত হয়, তারপর আবার একটি বিপদ ঘটে। ১৭৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাউই ফিলাডেলফিয়া দখল করে কংগ্রেসকে অস্থিরতায় ফেলেন এবং ওয়াশিংটনকে তাঁর লোকজনসহ শীতকালে ফোর্জি উপত্যকায় অবস্থান নিতে বাধ্য করেন।

এতদসত্ত্বেও ১৭৭৭ সালে যুদ্ধে আমেরিকার বৃহত্তম বিজয় হয়, যাকে বলা যায় বিপ্লবের সামরিক মোড় পরিবর্তন। চ্যাম্পলেন হ্রদ ও হাড্‌সন নদী পথের নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে অন্যান্য উপনিবেশ থেকে নিউ ইংল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কানাডা থেকে বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল জন বারগুয়েন আসেন। বারগুয়েন হাড্‌সন নদীর উর্ধ্বভাগে এসে পেঁছেন। কিন্তু দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে রসদ লাভের জন্য সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে বাধ্য হন।

আমেরিকার ভূগোল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তিনি মনে করেন যে, হ্যাম্পশায়ার গ্রাণ্ডস (ভারমন্ট) থেকে কনেকটিকাট নদী পর্যন্ত এধার থেকে ওধার ও পাল্টাভাবে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে চালনা করা সম্ভব হবে এবং এইভাবে উর্ধ্বে দুই সপ্তাহর অভিযানে তাঁর সৈন্য বাহিনীর জন্য ঘোড়া, গবাদি পশু ও শকট সংগ্রহ করা যাবে। এই অসম সাহসী কাজের জন্য তিনি ৩৭৫ জন হেসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য এবং প্রায় ৩০০ জন কানাডিয়ান ও রেড ইণ্ডিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য মনোনীত করেন। তারা এমন কি ভারমন্ট রেখা পর্যন্ত পেঁছাতে পারে নি। ভারমেন্টর আধাসামরিক বাহিনী বেনিংটনের কাছে তাদের মুখোমুখি হয়। সামান্য সংখ্যক হেসিয়ান মাত্র ফেরত যেতে পেরেছিল।

বেনিংটন যুদ্ধের ফলে নিউ ইংল্যাণ্ডের সশস্ত্র লোকদের জোরালো সমাবেশ ঘটে এবং হাড্‌সন নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে ওয়াশিংটন আরও লোক পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বারগুয়েন যখন তার সৈন্য বাহিনীকে আবারও পাঠাচ্ছিলেন তখন জেনারেল হোরাতিও গেটসের সৈন্যরা তার অপেক্ষা করছিলো। বেনিডিক্ট আরনল্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত আমেরিকান বাহিনী দুইবার বৃটিশদেরকে প্রতিহত করে। বারগুয়েন সারাটোগায় পিছু

হটেন এবং ১৭৭৭ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি আত্মসর্পণ করেন। যুদ্ধের এই চূড়ান্ত পরিণতি ফ্রান্সকে আমেরিকার দিকে নিয়ে আসে।

উপনিবেশগুলির বিজয় এবং স্বাধীনতা অর্জন

স্বাধীনতা ঘোষণা স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে ফ্রান্স নিরপেক্ষ ছিল না। ১৭৬৩ সালে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর থেকে ফরাসী সরকার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। তা ছাড়া আমেরিকান স্বার্থের ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ছিল খুব বেশী : সামন্তবাদ এবং বিশেষ সুবিধা ভোগের বিরুদ্ধে ফরাসী বুদ্ধিজীবি সমাজ ছিল এমনিতেই বিদ্রোহী। অবশ্য ফ্রান্স যদিও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ফরাসী দরবারে স্বাগত জানিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরবরাহ দিয়ে সাহায্য করেছিল, তবুও তারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের এবং ইংল্যাণ্ডের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না।

বারগুয়েন আত্মসমর্পণ করার পর অবশ্য তাদের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি ও মৈত্রী জোট স্থাপনে ফ্রাঙ্কলিন সমর্থ হন। এমন কি এর পূর্বেও অনেক ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক আমেরিকায় এসেছিলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত ছিলেন মারকুইজ ডি লাফায়েৎ নামক একজন তরুণ সামরিক অফিসার। তিনি ১৭৭৯-৮০ সালের শীতকালে ভার্সাইতে যান এবং তার সরকারকে এই যুদ্ধ অবসানের সত্যিকার উদ্যোগ গ্রহণে রাজী করান। এর সামান্য পরেই ষষ্টদশ লুই ক্যোঁথ দ্য রশ্যোঁরের নেতৃত্বে ছয় হাজার লোকের একটি অভিযানকারী বাহিনী আমেরিকায় পাঠান। এছাড়াও বৃটিশরা রসদ লাভ করতে এবং নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলে, ফরাসী রণপোতগুলি সেই অসুবিধাগুলি আরও বাড়িয়ে তুলছিল। বৃটিশ বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে ফরাসীরা আমেরিকা অবরোধকারীদের সাথে যোগ দেয়।

১৭৭৮ সালে ফরাসী রনপোতের হুমকির কারণে বৃটিশরা ফিলাডেলফিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই একই বছর বৃটিশরা ওহায়ো উপত্যকায়

একের পর এক আরও কিছু বিপর্যয় ভোগ করার কারণে উত্তর পশ্চিমে আমেরিকান আধিপত্য নিশ্চিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও বৃটিশরা দক্ষিণে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৭৮০ সালের প্রথম দিকে তারা দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান সমুদ্র বন্দরে চার্লসটন দখল করে এবং ক্যারোলিনা আক্রমণ করে। পরের বছর তারা ভার্জিনিয়া দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সেই গ্রীষ্মে আমেরিকান উপকূলীয় জলভাগের উপর অস্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভকারী ফরাসী রণপোত ওয়াশিংটন ও বর্শ্যোরের সৈন্যবাহিনীকে চেসাপিক উপসাগরে নিয়ে যায়। তাদের দুজনের সম্মিলিত ১৫ হাজার লোকের বাহিনী লর্ড কর্ণওয়ালিসের ৮ হাজার সৈন্যকে ভার্জিনিয়া উপকূলের ইয়র্কটাউনে অবরুদ্ধ করে ফেলে। ১৭৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পণ করেন।

ইয়র্ক টাউনে আমেরিকানদের বিজয়ের খবর যখন ইউরোপে পৌঁছে হাউস অফ কমনস তখন যুদ্ধ শেষ করার অনুকূলে ভোট দেয়। ১৭৮২ সালের এপ্রিল মাসে শান্তি আলোচনা শুরু হয়, নভেম্বর মাসে পর্যন্ত এই আলোচনা চলে এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে বৃটিশের সাথে ফ্রান্সের শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয় নি। ১৭৮৩ সালে চুক্তিগুলি চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে স্বাক্ষরিত হয়। শান্তি চুক্তিতে ১৩টি রাজ্যের স্বাধীনতা মুক্তি ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়, যার মধ্যে বহুল আকাঙ্ক্ষিত মিসিসিপির পশ্চিম পর্যন্ত ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইভাবে প্রায় বর্তমানের মতই জাতির উত্তর সীমানাটি নির্ধারিত হল। অনুগতদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত দানের জন্য কংগ্রেস রাজ্যসমূহকে সুপারিশ করে।

তৃতীয়
অধ্যায়

একটি জাতীয় সরকার গঠন

"প্রত্যেক ব্যক্তি ও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ স্বশাসিত সরকার গঠনের অধিকারী।"
—টমাস জেফারসন, ১৭৯০

স্বাধীনতার ঘোষণায় তাদের যে রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলিকে আইনগত বা বৈধ রূপ দান করার ব্যাপারে বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে আমেরিকানরা সুযোগ লাভ করে। রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের অভাব অভিযোগ নিরসন করারও তারা সুযোগ পায়। আজকের দিনে আমেরিকানরা একটি লিখিত সংবিধানের আওতায় বসবাস করতে করতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়েছেন যে, তারা এই ব্যাপারটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানে। তথাপি আমেরিকায় লিখিত সংবিধান বিকাশ লাভ করেছিল দীর্ঘদিনে। তাদের এই সংবিধান ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা পুরানো সংবিধান-গুলির অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন এডামস লিখেছিলেন, "সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান একটি চূড়ান্ত দলিল।" আমেরিকানরা সর্বত্রই দাবী করেছে "বেঁচে থাকার জন্য একটি স্থায়ী আইন।"

বহু আগ ১৭৭৬ সালের ১০ই মে তারিখে উপনিবেশগুলিকে একেকটি নতুন সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়ে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাশ করে যা তাদের বাসিন্দাদের "সর্বাধিক সুখ ও নিরাপত্তার জন্য হবে সহায়ক"। কতগুলি উপনিবেশে ইতিমধ্যেই এই রূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণার একবছরের মধ্যে তিনটি ছাড়া প্রত্যেকটি উপনিবেশে গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়।

বেশীর ভাগ গঠনতন্ত্রেই গণতান্ত্রিক ধারণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল শাসনতন্ত্রই যেহেতু ইংরেজ রীতিনীতি ও ফরাসীদের রাজনৈতিক

দর্শনসহ সুদৃঢ় এক ঔপনিবেশিক ভীতের উপর রচিত সেজন্য কোনটাতেই অতীতের সাথে আমূল কোন বিচ্ছেদ ঘটানো হয় নি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, রাজ্য সংবিধানগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রেই প্রকৃত আমেরিকান বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

স্বভাবতই সংবিধান প্রণেতাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল হস্তান্তরের অযোগ্য সেই সব অধিকার নিশ্চিত করা যেসব লংঘনের কারণে পূর্বতন উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কাজেই প্রত্যেকটি সংবিধান শুরু হয় একটি ঘোষণা বা অধিকার বিল দিয়ে, ভার্জিনিয়ার সংবিধানে কিছু নীতি মালার ঘোষণা সংযোজিত হওয়ার কারণে তা অন্য অনেক উপনিবেশের আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল। ঘোষিত এই নীতিমালার মধ্যে ছিল জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা, পালাক্রমে উচ্চ পদে নির্বাচন, নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং উদার বা অকঠোর জামিন ও কায়িক শাস্তির মত মৌলিক অধিকারসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর বদলে আধাসামরিক বাহিনী, জুরির সাহায্যে দ্রুত বিচার, সংবাদপত্র ও বিবেকের স্বাধীনতা সরকারের সংস্কার বা পরিবর্তন সাধনে সংখ্যা গরিষ্ঠের অধিকার এবং সাধারণ গ্রেফতারী পরোয়ানা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা।

অন্যান্য রাজ্যে অধিকারের তালিকা আরও বাড়িয়ে বাক স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র রাখার স্বাধীনতা, আটকাদেশের বিরুদ্ধে বিচারকের সামনে হাজির করার স্বাধীনতা, অন্যত্র গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের এবং আইনের আওতায় সমান নিরাপত্তা লাভের স্বাধীনতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অধিকন্তু সকল সংবিধানে সরকার কাঠামোর তিনটি শাখা অর্থাৎ প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে প্রত্যেকটিকে অপরটির দ্বারা নিয়ন্ত্রণে ও ভারসাম্যে রাখা হয়।

১৩টি উপনিবেশ যখন রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন অবস্থার মধ্যে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল, তখন উপকূলীয় বসতি থেকে পশ্চিমের বিস্তৃত ভূখণ্ডে নতুন কমনওয়েলথ বিকাশ লাভ করে। বিদ্যমান উর্বর জমির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অগ্রবর্তীরা আপালাচিয়ান পর্বত এবং তার পরেও

এগিয়ে যান। ১৭৭৫ সালের মধ্যে জলপথের ধার ধরে যে দূরবর্তী চৌকি-গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাতে হাজার হাজার বসতিস্থাপনকারী ছিলো। পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং পূর্বদিকের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্র থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাসিন্দারা তাদের নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। নদীর উজানে অবস্থিত বসতি স্থাপনকারীরা উর্বর নদী উপত্যকাতে, শক্ত কাঠের বনাঞ্চলে এবং অভ্যন্তরভাগের বিস্তৃত তৃণভূমিতে ভীর জমায়। ১৭৯০ সালের মধ্যে ট্রান্স আপাল্যাসিয়ান অঞ্চলের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজারের উপর।

নতুন জাতির সমস্যাবলী

বিপ্লবের শেষে যুক্তরাষ্ট্রকে আবার পুরানো অমীমাংসিত পশ্চিমের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—জমির জটিলতা, পশম ব্যবসা, রেড ইণ্ডিয়ান বসতি স্থাপন এবং অধীন অঞ্চলের সরকার ইত্যাদি প্রশ্নের জটিলতাপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। যুদ্ধের পূর্বে অনেক উপনিবেশ আপাল্যাসিয়ান পর্বত ছাড়িয়ে ওপারের জমির উপর প্রায়ই পরস্পর বিরোধী দাবী তুলেছিল। যারা এইরূপ দাবী তোলে নি তাদের কাছে মনে হয়েছিল উর্বর এই ভূখণ্ড অযৌক্তিকভাবে বণ্টিত হয়েছে।

শেষোক্ত লোকদের মুখপাত্র মেরীল্যান্ড একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে এই মর্মে যে, উত্তরের জমিগুলো সাধারণ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং কংগ্রেস কর্তৃক তা মুক্ত ও স্বাধীন সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। তার এই ধারনা কিন্তু উচ্ছাসের সাথে গৃহীত হয় নি। এতদসত্ত্বেও ১৭৮০ সালে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট তাঁর দাবী ছেড়ে দিয়ে পথ প্রর্দশন করে। সহসা অন্যান্য উপনিবেশও তার পদাংক অনুসরণ করে এবং যুদ্ধ শেষ হতে হতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ওহায়ো নদীর উত্তর দিকের সব জমি এবং সম্ভবত এলিগেনি পর্বতের পশ্চিমের সব ভূখণ্ডের দখল কংগ্রেসের হাতে চলে আসবে। লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমির সাধারণ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্য দিয়ে জাতীয়তা এবং ঐক্য এই বিপর্যয়পূর্ণ বছরগুলিতে

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। তা জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাকে কিছুটা সারবত্তা দান করে। একই সময় এটা ছিল একটি সমস্যা যার সমাধান জরুরী হয়ে পড়েছিল।

আর্টিকেল্‌স অফ কনফেডারেশন শীর্ষক যে আনুষ্ঠানিক চুক্তিটি ১৭৮১ সাল পর্যন্ত উপনিবেশগুলিকে শিথিলভাবে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল সেটাই সমাধানের পথ নির্দেশ করে। এই ধারাতে উত্তর পশ্চিম ভূখণ্ডের আঞ্চলিক সংস্থার জন্য সীমিত ধরনের স্বশাসিত সরকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৭৮৭ সালের উত্তর পশ্চিম অর্ডিনেন্স এর মাধ্যমে কথিত ভূখণ্ডটি শুরুতে কেবলমাত্র একটি জেলা এবং কংগ্রেস কর্তৃক নিয়োজিত একজন গভর্ণর ও কয়েকজন বিচারকের দ্বারা শাসিত হয়। এই ভূখণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা যখন ভোটদানের বয়সী পাঁচ হাজার পুরুষ হবে, তখন তা দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইন পরিষদ লাভ করবে। ভূখণ্ডের অধিবাসীরা নিজেরাই নিম্ন পরিষদ নির্বাচিত করবে। এছাড়াও সেই সময় এই ভূখণ্ড একজন ভোটাধিকারহীন প্রতিনিধিও কংগ্রেসে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা হয়।

এই ভূখণ্ড থেকে উর্ধ্বপদে পাঁচটি এবং ন্যূনপক্ষে তিনটি রাজ্য গঠন করা যাবে। এই সব রাজ্যে যে কোন একটিকে মুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা যদি ৬০ হাজার এ উন্নীত হয় তবে তাকে সর্ববিষয়ে মূল রাজ্যগুলিই সমমর্যাদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আদি রাজ্যগুলি এবং এই ভূখণ্ডের জনগণ ও রাজ্যগুলির মধ্যে ছয়টি সম্পৃক্ততামূলক ধারার সাহায্যে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ও শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। নিশ্চয়তার সাথে বলা হয় যে কথিত ভূখণ্ডে ক্রীতদাস প্রথা কিংবা অনিচ্ছামূলক কোন দাসত্ব থাকবে না।

এইভাবে সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন উপনিবেশিক নীতির সূত্রপাত হয়। মাতৃদেশের কল্যাণের জন্য উপনিবেশসমূহের অস্তিত্ব এবং তারা রাজনৈতিকভাবে অধীন ও সামাজিকভাবে হীন ইত্যাদি যে সব ধারণা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল নতুন নীতিতে সেগুলিকে বর্জন করা হয়। এই মতবাদের বদলে যে নীতি গৃহীত হয়, তা হলো এই যে, উপনিবেশসমূহ জাতির সম্প্রসারিত রূপ মাত্র এবং সুযোগ হিসেবে নয়, বরং অধিকার

হিসেবে তারা সমভাবে সকল কল্যাণ ভোগ করার মালিক। এই অর্ডিনেন্সের প্রজ্ঞাদীপ্ত ধারাসমূহ এইভাবে আমেরিকার সাধারণ ভূমি নীতির ভিত্তি স্থাপন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধানত, মহাসাগরের দিকে পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণে সমর্থ করে। এবং অপেক্ষাকৃত কম অসুবিধা ভোগ করে ১৩টি রাজ্য থেকে ৫০টি রাজ্য বিকাশ লাভ করতে সহায়তা করে।

অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কনফেডারেশনের ধারাটি হতাশা-ব্যঞ্জক বলে প্রমাণিত হয়। এই ধারাসমূহের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা হলো ১৩টি রাজ্যের জন্য প্রকৃত কোন জাতীয় সরকার গড়ে তোলার ব্যর্থতা। যদিও এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা বৃটিশ আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য ১৭৭৪ সালে যখন প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, তখন থেকে তারা একটি সংযুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

নতুন ধরনের সরকারের ধারণা

ইংল্যাণ্ডের সাথে সংঘাত ২০ বছর আগের উপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে যথেষ্ট অবদান রাখে। অন্য কোন সংস্থার কাছে তাদের স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষুদ্র অংশও ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পরিষদগুলি ঐক্যের আলব্যানি পরিকল্পনা প্রত্যাখান করে। এমনকি তাদের নির্বাচিত সংস্থার কাছেও তা ছেড়ে দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু বিপ্লব চলাকালে পারস্পরিক সহায়তা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় এবং ব্যাপ্তি কর্তৃত্বে স্বাধিকার ছেড়ে দেয়ার ভীতি অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ঐক্য পরিকল্পনার ঐ ধারাগুলি ১৭৮১ সালে কার্যকর করা হয়। মহাদেশীয় কংগ্রেস পদ্ধতি যে শিথিল ধরনের ব্যবস্থা করেছিল তার চেয়ে এই ধারাগুলি অগ্রগামী হলেও তারা যে সরকারী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল তাতে অনেক দুর্বলতা ছিল। সীমান্ত রেখা নিয়ে বিবাদ প্রায় লেগেছিল। আদালতসমূহ এমন সব সিদ্ধান্তাদি দেন যা ছিল একে অন্যের বিরোধী। মেসাচুসেটস, নিউইয়র্ক ও পেনসিলভোনিয়ার আইনসভাসমূহ এমন শুল্ক আইন পাশ করেন যা তাদের ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদেরকে আহত করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিপুল পরিমাণ প্রবেশ মূল্য বা ছাড়পত্র ফী না দিয়ে নিউজার্সির লোকেরা নিউইয়র্কের বাজারে সব্জি বিক্রির জন্য হাড্‌সন নদী অতিক্রম করতে পারতেন।

বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধে শুল্ক আরোপ করার এবং জাতীয় প্রয়োজনে কর আরোপের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নতুন জাতীয় সরকারের থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই সরকারের থাকবে একক নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অনেকগুলি রাজ্য বিভিন্ন দেশের সাথে তাদের নিজেদের আলোচনা শুরু করেছিল। নয়টি রাজ্য তাদের নিজেদের সৈন্য বাহিনী সংগঠিত করছিল এবং অনেক রাজ্যের স্বল্প সংখ্যক নৌ-বাহিনী ছিল। মুদ্রার ক্ষেত্রে একটি কৌতূহলজনক জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা এবং হতাশা ব্যঞ্জকভাবে বিভিন্ন রাজ্য ও জাতীয় পেপার বিল বা কাগজী মুদ্রা ছিল। সবগুলির মূল্য দ্রুত নেমে যাচ্ছিল।

যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক অসুবিধাদির ফলে জনগণের মধ্যে বিশেষত খামার মালিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বাজারে খামার উৎপাদিত সামগ্রীর আধিক্য প্রবনতা দেখা দেয়। ঋণগ্রস্ত খামার মালিকদের মধ্যে অস্থিরতা সাধারণভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। তারা তাদের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করার ক্ষমতা হরনের বিরুদ্ধে এবং ঋণের জন্য গ্রেপ্তারী এড়াবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক জোরালো পদক্ষেপ নেয়। ঋণ সম্পর্কিত মামলায় আদালতগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ১৭৮৬ সালের গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত জনপ্রিয় সম্মেলন ও আনুষ্ঠানিক সমাবেশ থেকে রাজ্য প্রশাসনের সংস্কার দাবী করা হয়। অনেক জোতদার ঋণের কারণে কারাবন্দী হওয়ার ও পৈতৃক সম্পত্তি হারাবার মত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে শক্তি প্রয়োগ বা হিংসার পথ ধরে।

১৭৮৬ সালের শরৎকালে মেসাচুসেটস এ সৈন্য বাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল স্যায়াসের নেতৃত্বে খামার মালিকদের লোকেরা পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত জোর জবরদস্তির সাথে দেশীয় আদালতগুলিকে বিচারে বসতে এবং ঋণের ব্যাপারে রায় দানে বাধা দিতে শুরু করে। রাজ্য সরকার জোরালোভাবে প্রতিরোধ করেন এবং কয়েক দিন ধরে এমন এক

আশঙ্কা দেখা দেয় যে উত্তেজিত জোতদার সম্প্রদায় বণ্টনের রাজ্য ভবন দখল করে নেবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা প্রধানত লাঠি ও এক ধরনের কৃষি সরঞ্জামের সাহায্যে সজ্জিত থাকার কারণে আধা সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাদেরকে প্রতিহত করে এবং পাহাড়ের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে হটিয়ে দেয়। বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ করার পরই আইনসভা যে সব অভাব অভি-যোগের কারণে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল তার যৌক্তিকতা বিচার করে এবং সেগুলি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এই সময় জর্জ ওয়াশিংটন লেখেন যে শুধুমাত্র বালির বাধে রাজ্যগুলি বাঁধা বা একত্রিত রয়েছে এবং কংগ্রেসের মান মর্যাদা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। পটোম্যাক নদীতে নৌ চলাচলের ব্যাপারে ম্যারীল্যাণ্ড এবং ভার্জি-নিয়ার মধ্যে বিরোধের কারণে ১৭৮৬ সালে পাঁচটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে আনাপোলিশে একটি সম্মেলন হয়। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন নামে একজন প্রতিনিধি তাঁর সহকর্মীদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাণিজ্যের ব্যাপারটি অন্যান্য প্রশ্নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত যে তাদের নিজেদের মত একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার পক্ষে এত গুরুতর একটি বিষয় বিবেচনা করা খুবই কঠিন।

যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যের প্রতি প্রতিনিধি নির্বাচনে আবেদন জানাতে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা পূরণে ফেডারেল সরকারের সংবিধানকে উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে সেই ধরনের আরও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উপস্থিত সমাবেশকে সম্মত করান। এই সাহসী পদক্ষেপের কারনে মহাদেশীয় কংগ্রেস প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু ভার্জিনিয়া জর্জ ওয়াশিংটনকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে বলে খবর পাওয়ার পর প্রতিবাদ থেমে যায়। পরবর্তী শরৎ ও শীতকালে রোড আইল্যাণ্ড ছাড়া সব রাজ্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৭৮৭ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়া রাজ্য ভবনে যে ফেডারেল কন-ভেনশন হয় তা ছিল বিখ্যাত ব্যক্তিদের একটি সমাবেশ। রাজ্য আইন সভাগুলি এমন সব নেতাদের পাঠায় যাদের উপনিবেশিক ও রাজ্য সরকারের, কংগ্রেসের বিচারাসনের এবং প্রত্যক্ষ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সততা

এবং বিপ্লবের সময় সামরিক নেতৃত্বদানের কারনে জর্জ ওয়াশিংটনকে দেশের একজন গণ্যমান্য নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। ফলে তাঁকে এখানে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে মনোনীত করা হয়। যখন ৮১ বছর বয়স্ক বিজ্ঞ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তরুণদেরকে বেশীর ভাগ কথাবার্তা বলার সুযোগ দেন এবং তার দয়ার্দ্র হাস্যরস এবং কূটনৈতিক বিষয়ে ব্যপক অভিজ্ঞতা অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যকার কিছু সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করে।

অপেক্ষাকৃত সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন পেনসিলভেনিয়ার দুই ব্যক্তি। এদের একজন হলেন গুভরনর মরিস। তিনি ছিলেন খুব সক্ষম ও সাহসী এবং জাতীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা খুব পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন জেমস উইলসন। তিনিও জাতীয় চেতনার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে পরিশ্রম করেন। ভার্জিনিয়া থেকে এসেছিলেন জেমস্ মেডিসন। তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী তরুণ রাষ্ট্রনীতিবিদ। এবং রাজনীতি ও ইতিহাসের ব্যাপারে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। একজন সহকর্মীর মতে, "শিল্পচেতনা ও প্রয়োগের দিক থেকে বিতর্কের যে কোন বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি"।

মেসাচুসেটস থেকে পাঠানো হয় রুফুস কিং এবং এলব্রিজ গ্যারীকে। তারা ছিলেন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ যুবক। জুতা প্রস্তুতকারক থেকে বিচারকে পরিণত রজার শারম্যান ছিলেন কনটিকাট থেকে আগত প্রতিনিধিদের একজন। নিউইয়র্ক থেকে আসেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র ৩০ হলেও তিনি তখনই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ঔপনিবেশিক আমেরিকার যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমাবেশে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন টমাস জেফারসন। তিনি তখন এক রাষ্ট্রীয় মিশনে ছিলেন ফ্রান্সে। ৫৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে আধিপত্য ছিল যুবকদেরই, কারণ প্রতিনিধিদের গড়পড়তা বয়স ছিল ৪২ বছর।

এই সমাবেশকে শুধুমাত্র কনফেডারেশনের ধারাটি সংশোধনের খসড়া প্রণয়নের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ম্যাডিসন লিখেছিলেন যে প্রতিনিধিরা তাদের দেশের উপর 'সাহসিক ও মহান আস্থার'

কারণে উপরোক্ত ধারাটিকে সরাসরি বাদ দেয় এবং সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন ধরনের সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তারা মেনে নেন যে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে দুইটি ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় সাধন। একটি হলো স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ, যে ক্ষমতা ১৩ টি আধা স্বাধীন রাজ্য ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করছিল এবং অন্যটি হলো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা। তারা একটি নীতি গ্রহন করে যে, জাতীয় সরকারের কার্যাবলী ও ক্ষমতা যেহেতু নতুন, সাধারণ এবং সামগ্রিক সেহেতু সেগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংজ্ঞায়িত ও ব্যক্ত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য কার্যাবলী ও ক্ষমতাকে রাজ্য সরকারের আওতাধীন বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু তারা একথাও বুঝতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে হবে। তাই প্রতিনিধিরা সাধারণভাবে এই শর্ত মেনে নেয় যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে মুদ্রা তৈরির, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের, যুদ্ধ ঘোষণার এবং শান্তি স্থাপনের কর্তৃত্ব থাকা উচিত।

ক্ষমতা পৃথকীকরণের পক্ষে নেতারা

অষ্টাদশ শতকে যে সব রাষ্ট্রনীতিবিদ ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন তারা ছিলেন রাজনীতিতে মনেটসকুর ক্ষমতার ভারসাম্য ধারনার সমর্থক। এই নীতি ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমর্থন লাভ করেছিল এবং লকের লেখার মাধ্যমে তা জোরদার হয়েছিল। এসবের সাথে সমাবেশে উপস্থিত বেশীর ভাগ সদস্যের পরিচয় ছিল। এই সবের প্রভাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম লাভ করে যে, সরকারের তিনটি সমান ও সমন্বিত শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আইন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে এমন সুসমন্বিত ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে কোন একটি অন্য কোন একটির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে না পারে। প্রতিনিধিরা সম্মত হন যে, উপনিবেশিক আইন পরিষদসমূহ এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের মত আইন বিভাগের দুইটি কক্ষ থাকা উচিত।

এই বিষয়গুলির ব্যাপারে সমাবেশে ঐকমত্য দেখা যায়। কিন্তু বিষয়গুলি বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায় নিউজার্সির মত ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিনিধিরা যেসব পরিবর্তন জাতীয় সরকারে তাদের প্রভাব হ্রাস করবে সে সবের বিরোধিতা করেন। কারণ কনফেডারেশনের ধারাতে জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি ছিল রাজ্য হিসাবে, কিন্তু পরিবর্তিত প্রস্তাবে এই প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি জনসংখ্যানুপাতিক বলে উল্লেখ করা হয়।

অন্যদিকে ভার্জিনিয়ার মত বড় রাজ্যগুলি জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তিদান করে। এই বিতর্ক অন্তহীনভাবে চলার আশঙ্কা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কনেকটিকাটের প্রতিনিধি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রস্তাব দেন যে, কংগ্রেসের একটি কক্ষে থাকবে রাজ্যের জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অপরটিতে থাকবে সমান প্রতিনিধিত্ব।

ক্ষুদ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে বড় রাজ্যের মনোভাব তখন প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি পরবর্তী প্রশ্ন আবারো নতুন বিভেদের জন্ম দেয় এবং নতুন আপোষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে নিরসন করতে হয়। কোন কোন সদস্য চেয়েছিলেন যে, ফেডারেল সরকারের কোন শাখাই জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। আবার অন্য কেউ মনে করেছিলেন যে, জাতীয় সরকারকে যত বেশী পরিমাণে সম্ভব ব্যাপক গণভিত্তি দান করা উচিত। কোন কোন প্রতিনিধি চেয়েছিলেন ক্রম প্রসারমাণ পশ্চিমকে রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে। অন্যরা চেয়েছিলেন ১৭৮৭ সালের অর্ডিনেন্সে সাম্যের যে নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে কাগুজে মুদ্রা এবং চুক্তির দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন ইত্যাদির মত জাতীয় অর্থনীতির প্রশ্নে গুরুতর কোন মতভেদ দেখা যায় নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির মধ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজন ছিল। প্রধান প্রশাসকের ক্ষমতা, কার্যাবলি এবং নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে বির্তক নিস্পত্তি করা এবং বিচারকদের কার্যাবলি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এবং কি ধরনের আদালত স্থাপন করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন মীমাংসারও প্রয়োজন ছিল।

গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে ফিলাডেলফিয়ায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সমাবেশ চূড়ান্তভাবে এমন একটি খসড়া প্রণয়নে সমর্থ হয় যাতে সংক্ষিপ্ত

একটি দলিলের মধ্যে মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বাধিক একটি জটিল সরকারের সাংগঠনিক কাঠামোর রূপ দেয়া হয়—যে সরকার একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা ও সীমিত গণ্ডির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ১৭৯১ সালের দশম সংশোধনীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, "শাসনতন্ত্রে যে সব ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে (ফেডারেল সরকার) অর্পণ করা হয় নি কিংবা রাজ্য সরকারকেও সে সব থেকে বঞ্চিত করা হয় নি সেগুলি যথাক্রমে রাজ্যসমূহ অথবা জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে" এবং যে সব আইন সংবিধান মোতাবেক প্রণীত হবে সে সব ক্ষেত্রেই শুধু ফেডারেল আইনের কর্তৃত্ব সীমিত থাকবে।

ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে এই কনভেনশন ফেডারেল সরকারকে কর আরোপের, অর্থ ধার করার, একই ধরনের শুল্ক কর ও আবগারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের, মুদ্রা তৈরীর, ওজন ও গ্রন্থসত্ব দানের, ডাকঘর স্থাপনের ও ডাক বহনের জন্য সড়ক নির্মাণের পরিপূর্ণ ক্ষমতা দান করে। সৈন্যবাহিনী ও সামরিক বাহিনী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও জাতীয় সরকারকে দেয়া হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়। বিদেশীদেরকে অধিকার দান করা এবং সরকারী জমি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতেও পারবে এই সরকার এবং পুরোনো রাজ্যগুলির সাথে সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে নতুন রাজ্যকেও এই সরকার ফেডারেল রাষ্ট্রের আওতায় গ্রহণ করতে পারবে। সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত এইসব ক্ষমতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথার্থ আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসহ ফেডারেল সরকারকে পরবর্তী বংশধরদের এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

পূর্বেই সুপরীক্ষিত নীতিমালা

ক্ষমতা পৃথকীকরণের যে নীতি বেশীর ভাগ ঔপনিবেশিক সরকারগুলির কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত, তা ইতিমধ্যেই অধিকাংশ রাজ্যের সংবিধানে

ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত এবং যথার্থ বলে প্রমাণিত। সেই অনুসারে এই কনভেনশন পৃথক আইন পরিষদ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগসহ এমন একটি সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে যাতে এক শাখা অপর শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজেই প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রণীত বিধান আইন হিসেবে গৃহীত হবে না। প্রেসিডেণ্টকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়োগ-সমূহ এবং সাধিত চুক্তিগুলি অনুমোদনের জন্য সিনেটের কাছে পেশ করতে হবে। তিনি (প্রেসিডেণ্ট) কংগ্রেস কর্তৃক নিন্দিত কিংবা অপসারিত হতে পারেন। আইন এবং সংবিধান মোতাবেক উদ্ভূত সকল মামলা শুনানির অধিকার আইন বিভাগের। তাই আদালতসমূহকে কার্যত মৌলিক ও অন্যান্য এই উভয়বিধ আইনের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের নিয়োজিত এবং সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত বিচরকরাও কংগ্রেস কর্তৃক নিন্দিত হতে পারেন।

শাসনতন্ত্রকে দ্রুত কোন পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাঁচ নম্বর ধারা বা আর্টিকেলে বলা হয় যে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য একটি কনভেনশনে মিলিত হয়ে যে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে পারবে। সংশোধন প্রস্তাবগুলি নিম্নবর্ণিত দুইটি পদ্ধতির যে কোন একটির সাহায্যে গৃহীত হতে হবে : হয় তিন চতুর্থাংশ রাজ্যের বিধান সভাগুলি কর্তৃক কিংবা তিন চতুর্থাংশ রাজ্যের কনভেনশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অবশ্য কংগ্রেসই প্রস্তাব করবে এই দুইটি পদ্ধতির কোনটি অনুসরণ করতে হবে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এই কনভেনশন সবচেয়ে কঠিন বা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রশ্নটি হলো নতুন সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলী কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে? কনফেডারেশনের ধারায় জাতীয় সরকারের পর্যাপ্ত না হলেও কাগজে কলমে ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা অর্থহীন বা নগণ্য হয়ে পড়েছিল, কারণ রাজ্যগুলি এদিকে কোন মনোযোগ দান করে নি। নতুন সরকারকে কিভাবে তাহলে অনুরূপ ভাগ্য বরণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

শুরুতে অধিকাংশ সদস্যই এর একটি মাত্র জবাব দিয়েছিলেন। এবং তা হলো শক্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু খুব সহসা উপলব্ধি করা যায় যে রাজ্য-সমূহের উপর শক্তি প্রয়োগ ইউনিয়নকে (কেন্দ্র) ধ্বংস করবে। সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকারকে রাজ্যসমূহের বদলে রাজ্যের ভেতরের জনগণের মাঝে কাজ করতে হবে এবং দেশের সকল ব্যক্তি বা বাসিন্দাদের জন্যই আইন প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধানের স্তম্ভ হিসাবে এই কনভেনশন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য গ্রহণ করে।

"এই সংবিধান কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপর যে সব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে...। (আর্টিকেল ১, সেকশন ৮)। "যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন বা তার অনুসরণে যেসব আইন তৈরি হবে এবং সাধিত সকল চুক্তি অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আওতায় যে সব চুক্তি সাধিত হবে সেগুলি দেশের সর্ব্বোচ্চ আইন হিসেবে গৃহীত হবে। এবং বিশেষ কোন রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা পাল্টা কোন আইনের তোয়াক্কা না করেই প্রত্যেক রাজ্যের বিচারকরা এগুলো মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।" (আর্টিকেল ৬)।

কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের আইনসমূহ তার নিজের জাতীয় আদালতসমূহে নিজের বিচারক ও সমর নায়কদের দ্বারা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের বিচারক ও আইন বিভাগীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতেও বলবৎ করা হয়।

১৬ সপ্তাহ ধরে আলোচনার পর ১৭৮৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর উপস্থিত রাজ্যসমূহের সর্ববাদী সম্মত সম্মতির ভিত্তিতে সমাপ্তকৃত সংবিধান সাক্ষ-রিত হয়। এই মুহূর্তের পবিত্রতায় প্রভাবিত হয়ে ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা কেমন যেন ভাবগম্ভীর হয়ে পড়েন। ফ্রাঙ্কলিন তার স্বভাবসুলভ সরস উক্তির সাহায্যে সেই থমথমে ভাব কাটিয়ে তোলেন। ওয়াশিংটনের চেয়ারের পিছনে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত অর্ধ সূর্যের প্রতি নির্দেশ করে তিনি বলেন ঃ

"এই অধিবেশন চলাকালে আমি প্রায়ই আলোচিত বিষয়সমূহের প্রতি আশা ও আশঙ্কার উত্থান পতনের মধ্যে প্রেসিডেন্টের পিছনে তাকিয়ে

ঐ সূর্যটি উদিত হচ্ছে কি অস্ত যাচ্ছে বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু অবশেষে এখন এই জেনে সুখী হয়েছি যে, সূর্যটি অস্তগামী নয়, বরং তা উদীয়মান"।

কনভেনশন শেষ হবার পর সদস্যরা কাজ বন্ধ করে সিটি টেভারেনে যান এবং একই সঙ্গে আহার করেন এবং একে অন্যের কাছ থেকে আন্তরিক-ভাবে বিদায় নেন। তথাপি আরও নিখুঁত একটি ইউনিয়নের জন্য কঠোর সংগ্রাম তখনো বাকি ছিল। এই দলিল ফলপ্রসূ হওয়ার পূর্বে জনপ্রিয়-ভাবে নির্বাচিত রাজ্য কনভেনশনের সম্মতি রয়েছে।

এই কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে তেরটি রাজ্যের মধ্যে নয়টি রাজ্যের কনভেনশনসমূহ এই সংবিধান অনুমোদন করবে তখন থেকেই তা কার্যকর হবে। ১৭৮৭ সালের মধ্যে তিনটি রাজ্যে এই সংবিধান অনুমোদিত হয়। কিন্তু অপর নয়টি কি করবে? অনেক সহজ সরল সাধারণ মানুষের কাছে এই দলিল (সংবিধান) খুব বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। কারন তারা ভেবেছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বিরাট করের বোঝা আরোপের মাধ্যমে তাদের উপর কি অত্যাচার নিপীড়ন চালা-বেনা? এবং তাদেরকে যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেবে না?

এই সব প্রশ্নের ব্যাপারে ভিন্নতর মতবাদের কারণে ফেডারেলিস্ট এবং এ্যান্টি ফেডারেলিস্ট (ফেডারেল সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে) দুইটি দলের সৃষ্টি হয়—এক পক্ষ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এবং অপর পক্ষ বিভিন্ন রাজ্যগুলির শিথিল সম্পর্কের পক্ষপাতী। দুই পক্ষের উত্তেজিত বক্তব্য সংবাদপত্র, আইন পরিষদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের কনভেনশনসমূহে ধ্বনিত হয়। উচ্চস্তরের একটি রাজনৈতিক কর্ম হিসাবে স্বীকৃত ও নতুন সংবি-ধানের তরফে ফেডারেলিস্ট কাগজে প্রকাশিত হ্যামিলটন, মেডিসন ও জন জে'র লেখার যুক্তিগুলো ছিল সর্বাধিক দক্ষতাপূর্ণ বিতর্ক।

ম্যাসাচুসেটস এ কৃষি সংক্রান্ত অসন্তোষ ছিল ব্যাপক। তাই এই সম্প-র্কিত বিরোধ বির্তক তীব্র হওয়ার কারনে রাজ্য সংবিধানে সংশোধনের আকারে একটি অধিকার বিল সংযোজিত হয়। অন্যান্য রাজ্যগুলিও তাদের নিজেদের সংবিধানে অনুরূপ সংযোজনী যুক্ত করে। এবং ফেডারেল

শাসনতন্ত্রে প্রথম ১০টি সংশোধনী নিয়ে একটি অধিকার বিল দেশের সর্বোচ্চ আইনরূপে সংযোজিত হয়।

এই সব সংযোজনীতে অন্যান্য যে সব অধিকারের নিশ্চয়তা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা, স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর বদলে আধা সামরিক বাহিনী গঠন, জুরির সাহায্যে বিচার লাভের অধিকার, দেশের আইন মোতাবেক দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি এবং সাধারণ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। অধিকার বিল গ্রহণের ফলে দোদুল্যমান রাজ্যগুলি সহসাই জাতীয় সংবিধানকে সমর্থন দান করে। এর ফলে ১৭৮৮ সালের ২৫ শে জুন এই শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

কনফেডারেশনের কংগ্রেস প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করে এবং স্থির করে যে ১৭৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে নতুন সরকার বাস্তবে রূপলাভ করবে।

ওয়াশিংটনের বিজ্ঞ পরিকল্পনা

রাষ্ট্রের নতুন প্রধান হিসেবে যে নামটি প্রত্যেক মানুষের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল তিনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়। ১৭৮৯ সালের ৩০শে এপ্রিল ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বস্ততার সাথে প্রেসিডেন্টের কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে টিকিয়ে রাখতে, রক্ষা করতে এবং বিপদমুক্ত রাখতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করার ওয়াদা করেন।

একটি শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র তার যাত্রা শুরু করে। যুদ্ধের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোও সমাধান হওয়ার পথে এবং দেশ ধীরগতিতে উন্নতি লাভ করে। ইউরোপ থেকে বহিরাগতরা আসে ব্যাপক সংখ্যায়। ভাল ভাল খামার অল্প দামে পাওয়া যেত এবং শ্রমিকের চাহিদা ছিল অত্যন্ত বেশি। আপার নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া এবং ভার্জিনিয়ার বিস্তৃত উর্বর উপত্যকা খুব বিরাট গম উৎপাদনের এলাকায় পরিণত হয়। যদিও তখন পর্যন্ত ব্যবহার্য অনেক সামগ্রী ছিল ঘরে তৈরি

তবুও কারখানা শিল্পেরও বিকাশ ঘটছিল। মেসাচুসেটস্ ও রোড আইল্যাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল। কনেকটিকাট টিনের সরঞ্জাম এবং ঘড়ি তৈরি করতে শুরু করে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি এবং পেনসিলভেনিয়া উৎপাদন করেছিল কাগজ, কাচ এবং লোহা। জাহাজ শিল্প এত উন্নত হয়েছিল যে, সমুদ্র পৃষ্ঠে তখন ইংল্যাণ্ডের পরই যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ১৭৯০ সালের পূর্বেই আমেরিকান জাহাজ পশম বিক্রি করে সেখান থেকে চা, মসলা এবং রেশম আনার জন্য চীনে যাতায়াত করছিল।

আমেরিকান শক্তির প্রধান লক্ষ্য অবশ্য ছিল পশ্চিমমুখী। নিউ ইংল্যাণ্ড এবং পেনসিলভেনিয়ার অধিবাসীরা এগুচ্ছিলেন ওহিওর দিকে। ভার্জিনিয়া এবং ক্যারোলিনার অধিবাসীরা অগ্রসর হচ্ছিল কেন্টাকি এবং টেনেসির পানে। এলিগ্যানীর দীর্ঘ ঢাল ধরে সীমান্তবাসীদের শ্বেতচূড়াবিশিষ্ট ওয়াগন সারি এগোচ্ছিল সামনে। কেন্টাকিতে হাজির হল হরিণ চামড়া পরিহিত শিকারীর দল এবং আসবাবপত্র, বীজ, চাষের সরঞ্জাম ও গৃহপালিত পশুবাহী গাড়ীসহ এল অগ্রবর্তীদল। অনেক বন্ধুর পরিবেশে সীমান্তের খামার মালিকেরা এবং তাদের প্রতিবেশীরা অনেক লম্বা কুটির তৈরি করে কাঠের ছিদ্র পথগুলি কাদা দিয়ে ঢেকে দিতো এবং ওক গাছের পাতলা কাঠ দিয়ে ছাদ বানাতো। বছরের পর বছর ধরে শস্য, লোনা মাংস এবং পটাশ ভর্তি ভেলা বা নৌকা মিসিসিপি থেকে নিউ অরলিন্স পর্যন্ত চলাচল করতো। অচিরেই শহরগুলি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

ওয়াশিংটন যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন এই ছিল পরিস্থিতি। নতুন সংবিধানের প্রতি ঐতিহ্য কিংবা সংগঠিত জনমতের পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল না। এই সংবিধান সংস্কারের প্রাক্কালে যে দুইটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল তারা পরস্পরের প্রতি ছিল বৈরী ভাবাপন্ন। ফেডারেলিস্ট পার্টি ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে। যে সরকার ব্যবসা ও বাণিজ্যিক স্বার্থকে করবে পরিপোষণ। ফেডারেলিস্ট বিরোধীরা ছিলেন রাজ্যসমূহের অধিকার ও কৃষি স্বার্থের সমর্থক।

তদুপরি নতুন সরকারকে তার নিজস্ব প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তুলতে হয়েছিল। কোন করও অর্জিত হচ্ছিল না। একটি বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

পর্যন্ত আইন বলবৎ করারও কোন উপায় ছিল না। সৈন্যবাহিনীও ছিল ছোট। নৌবাহিনী হয়েছিল বিপুপ্ত। এই সঙ্কটজনক ক্রান্তি লগ্নে ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন। যে সব গুণাবলী তাঁকে বিপ্লবের প্রথম সৈনিকে পরিণত করেছিল সেগুলিই তাঁকে নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক হবার উপযোগী করে তুলেছিল। অনেক দূরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের মত দূরদৃষ্টি এবং অসীম কষ্ট স্বীকার করার মত শক্তি তাঁর ছিল। ধূর্ততার বদলে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি দুঃসাহসী ও নির্ভীক অথচ মর্যাদা সম্পন্ন গম্ভীর এবং আন্তরিকতাপূর্ণ বিনীত বক্তব্যের কারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করেছিলেন।

দুইটি দৃঢ় মতামতের দ্বন্দ্ব

কংগ্রেস অতি শীঘ্র দুইটি বিভাগ অর্থাৎ স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও ট্রেজারী (অর্থ) ডিপার্টমেণ্ট সৃষ্টি করে। ওয়াশিংটন টমাস জেফারসনকে স্টেট ডিপার্মেণ্ট এর সেক্রেটারী (মন্ত্রী) এবং বিপ্লবের সময়ে তাঁর সাহায্যকারী আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনকে ট্রেজারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। একই সঙ্গে কংগ্রেসের একটি ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য একজন প্রধান বিচারপতি (জন জের নাম এই পদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল) ও পাঁচজন সহকারী বিচারপতিসহ একটি সুপ্রিম কোর্টই শুধু প্রতিষ্ঠা করা হয় নি বরং তিনটি সার্কিট কোর্ট এবং ১৩টি জেলা কোর্টও স্থাপন করা হয়েছিল।

প্রথম প্রশাসনের সময় একজন যুদ্ধ সচিব এবং একজন এটর্নী জেনারেলও নিয়োগ করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন যেহেতু যেসব লোকের মতামতকে মূল্যবান বলে মনে করতেন তাদের সাথে আলোচনা করেই কেবল সিদ্ধান্ত নিতেন,' সে কারণে কংগ্রেস যেসব বিভাগ সৃষ্টি করতো সেসব বিভাগের প্রধানদের সমবায়ে আমেরিকান মন্ত্রিসভা গড়ে তোলা হয়েছিল।

আমেরিকার রাজনীতিতে হ্যামিলটন এবং জেফারসন এমন দুইটি শক্তি-শালী দিকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যা পরস্পর কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন

হলেও আমেরিকানদের জীবনে তা ছিল যেমন ক্ষমতাবান তেমনি প্রভাবশালী। হ্যামিলটনের দুর্বলতা ছিল ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ইউনিয়ন ও শক্তিশালী জাতীয় সরকারের প্রতি। অন্যদিকে জেফারসন ছিলেন উদার মুক্ত গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। হ্যামিলটন জনজীবনে দক্ষতা, শৃংখলা ও সংগঠনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেন। সরকারী ঋণের পর্যাপ্ত সহায়তা দানের ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের আবেদনের প্রতি সাড়া দিয়ে তিনি শুধু সাধারণ অর্থনীতি নয়, বরং কার্যকর সরকারী নীতিমালার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার প্রতি সমর্থন দেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, শিল্পের বিকাশ, বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং সরকারী উদ্যোগের জন্য আমেরিকাকে অবশ্যই ঋণ লাভ করতে হবে। তাকে অবশ্য জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা এবং সমর্থনও লাভ করতে হবে। অনেকে চেয়েছিলেন জাতীয় ঋণ একেবারে পরিশোধ না করতে বা মাত্র আংশিকভাবে পরিশোধ করতে। কিন্তু হ্যামিলটন সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার উপর চাপ দেন। এবং এমন একটি পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেন যাতে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রাক্কালে রাজ্যসমূহ যে ঋণ করেছিল তা আপরিশোধিত থাকলে তার দায়ভার ফেডারেল সরকার গ্রহণ করবে।

হ্যামিলটন আরও অনেক কিছু করেন। দেশের বিভিন্ন অংশে শাখা স্থাপনের অধিকার সহ তিনি একটি ব্যাংক অব ইউনাইটেড স্টেটস উদ্ভাবন করেন। তিনি একটি জাতীয় টাকশাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং জাতীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে শিল্প রক্ষানীতির ভিত্তিতে উচ্চ শুল্ক আরোপের পক্ষে যুক্তি দান করেন। ফেডারেল সরকারের ঋণকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি দান এবং তার প্রয়োজনীয় সকল রাজস্বের যোগান দান ইত্যাদি ব্যবস্থার কারণে বাণিজ্য এবং শিল্প উৎসাহ লাভ করে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের এমন একটি মজবুত বাহিনী বা ব্যূহ গড়ে উঠে যে, তারা জাতীয় সরকারের পেছনে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয় এবং এই সরকারকে দুর্বল করার যেকোন প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে তারা ছিল প্রস্তুত।

অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ও দার্শনিক প্রকৃতির টমাস জেফারসন প্রায়ই হ্যামিলটনের সাথে অসুবিধায় পড়তেন। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা জেফারসন স্বীকার করতেন। কিন্তু এইরূপ সরকার মুক্ত মানুষকে শৃংখলিত করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি অন্যান্য অনেক দিকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চাইতেন না। হ্যামিলটনের মহান লক্ষ্য ছিল অধিকতর দক্ষ সংগঠন, জেফারসনের লক্ষ্য ছিল ব্যাপক ব্যক্তি স্বাধীনতা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ ও প্রত্যেকটি মানবগোষ্ঠীর স্বশাসনের অধিকার আছে।" হ্যামিলটন নৈরাজ্যকে ভয় করতেন এবং শৃংখলার জন্য চিন্তা করতেন, জেফারসন স্বৈরাচারকে ভয় করতেন এবং স্বাধীনতার জন্য চিন্তা করতেন। এই উভয়বিধ প্রভাবই যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল। এদেশের ভাগ্য ভাল যে এই উভয় দিকের মানুষই তার ছিল এবং যথাসময়ে এই দেশ উভয় পক্ষের দর্শনকে আত্মস্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। জেফারসন সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার অল্পকাল পরে যে সংঘাত ঘটেছিল তার ফলে সংবিধানের একটি নতুন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্ম হয়। হ্যামিলটন যখন একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিল পেশ করেন, তখন জেফারসন তার বিরোধিতা করেন। যেসব লোক জাতীয় অধিকারের বিরুদ্ধে রাজ্যসমূহের অধিকার বিশ্বাস করেন এবং যারা বিরাট কর্পোরেশনকে ভয় পান, তাদের পক্ষ হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, সংবিধানে যে সব ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে, তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। এবং সেসব ছাড়া আর সব ক্ষমতাই রাজ্যসমূহের হাতে সংরক্ষিত। সংবিধানের কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেয়া হয় নি।

এর জবাবে হ্যামিলটন বলেন যে, প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় বর্ণনার ব্যাপকতার কারণে অনেকগুলি ক্ষমতা কিছু সাধারণ দফার মধ্যে অন্তর-নিহিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই ধরনের একটি দফায় বলা হয়েছে যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার জন্যে, "যে সব আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে তা" কংগ্রেস প্রণয়ন

করতে পারবে। সংবিধান জাতীয় সরকারকে কর আরোপ ও সংগ্রহ করার, ঋণ দানের ও ধার করার ক্ষমতা দান করেছে। একটি জাতীয় ব্যাংক এই সব কাজ দক্ষতার সাথে করার ব্যাপারে বাস্তব সহায়তা দান করবে। সুতরাং উপরোক্ত দফায় অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে কংগ্রেসের এই ধরণের একটি ব্যাংক সৃষ্টি করার অধিকার আছে। ওয়াশিংটন এবং কংগ্রেস হ্যামিলটনের এই যুক্তি গ্রহণ করেন এবং এইভাবে একটি নজির স্থাপন করেন।

যদিও সরকারের প্রাথমিক করণীয় ছিল আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং রাষ্ট্রকে আর্থিক দিক থেকে নিরাপদ করা তবুও এই নতুন জাতির পক্ষে বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল শান্তি বজায় রেখে দেশকে তার ক্ষত পূরণের সময় দেয়া এবং ধীর গতিতে অগ্রসরমান জাতীয় সংহতির কাজ অব্যাহত রাখা, কিন্তু ইউরোপের ঘটনাপ্রবাহ এই লক্ষ্য অর্জনের পথে হুমকি সৃষ্টি করেছিল। অনেক আমেরিকান ফরাসী বিপ্লবকে গভীর আগ্রহ ও দরদের সাথে লক্ষ্য করছিল। ১৭৯৩ সালের এপ্রিলে যে খবর আসে তার ফলে এই বিরোধটি আমেরিকান রাজনীতির একটি আলোচ্য বিষয় বা সমস্যা হয়ে উঠে। খবর আসে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং সিটিজেন জেনেট ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মিনিস্টার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন।

আমেরিকা তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ছিল ফ্রান্সের মিত্র। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাহায্যের কারণে তার (ফ্রান্স) প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অনুভব করছিল। আমেরিকার জনগণ এবং সরকার যদিও ফরাসীদের শুভেচ্ছা কামনা করছিল, তবুও তারা স্পষ্টতই এই যুদ্ধের বাইরে থাকতে চেয়েছিল। ওয়াশিংটন নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে। জেনেট যখন এখানে এসে পৌঁছেন তার প্রতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা আনুষ্ঠানিকতা দেখানো হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ফরাসী বেসরকারী জাহাজের তৎপরতার জন্য আমেরিকান বন্দরগুলিকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য তাঁকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি তা অমান্য করতে চান। এর অল্প কাল পরেই যুক্তরাষ্ট্র ফরাসী সরকারের প্রতি তাকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান।

জেনেটের এই ঘটনার ফলে ফ্রান্সের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। একই সময় গ্রেট বৃটেনের সাথেও তাদের সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিল না। পশ্চিমের অনেক দুর্গ বৃটিশ সৈন্যরা তখনো দখল করে ছিল, বিপ্লবের সময় বৃটিশ সৈন্যরা যে সব সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেয়া বা তার মূল্যও দেয়া হয় নি এবং বৃটিশ নৌবাহিনী আমেরিকান বাণিজ্যের অশেষ ক্ষতি সাধন করেছিল। এইসব বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন জে'কে একজন বিশেষ দূত হিসেবে লণ্ডনে পাঠান। সংযমের সাথে কাজ করে জে একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে সমর্থ হন যাতে পশ্চিমের দুর্গ থেকে বৃটিশের প্রত্যাহার ছাড়াও সামান্য কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু এই চুক্তিতে অবশ্য বৃটিশ সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, ভবিষ্যৎ আমেরিকান জাহাজ দখল অথবা আমেরিকান নাবিকদেরকে বৃটিশ নৌ বিভাগের চাকরিতে প্রভাবিত করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিল না।

ওয়াশিংটনের অবসর গ্রহণ

জে'র চুক্তির ব্যাপারে সাধারণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যকাল যখন শেষ হয়ে আসছিল, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকার সংগঠিত হয়েছে, জাতীয় ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিপুষ্ট, উত্তর পশ্চিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষিত হয়েছে।

জাতির (রাষ্ট্র) প্রধান হিসাবে আট বছরের বেশী কাজ চালাতে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকৃতি জানিয়ে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন অবসর গ্রহণ করেন। তার ভাইস প্রেসিডেণ্ট মেসাচুসেটস এর জন অ্যাডামস্ নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এমনকি প্রেসিডেণ্ট এর দায়িত্ব ভার গ্রহণের পূর্বেই অ্যাডামস্-এর সাথে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের বিবাদ ঘটে। যদিও হ্যামিলটন পূর্ববর্তী প্রশাসনের আমলে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। এইভাবে পার্টি বিভক্তির কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এইসব আভ্যন্তরীণ অসুবিধা

আন্তর্জাতিক জটিলতার সাথে যুক্ত হয়ে আরও বেড়ে উঠে, বৃটেনের সাথে জে'র সাম্প্রতিক চুক্তির কারণে ক্রুদ্ধ ফ্রান্স অ্যাডামস্ এর-মন্ত্রীকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অ্যাডামস্ যখন প্যারিসে আরও তিনজন কমিশনার পাঠান, এবং তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। আমেরিকানদের ক্রোধ তখন উত্তেজনাকর অবস্থায় পেঁৗছে। সৈন্যবাহিনীতে লোক তালিকাভুক্ত করা হয় এবং নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। এবং ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সের সাথে পর পর কিছু সামুদ্রিক যুদ্ধে আমেরিকান জাহাজগুলি বিজয় লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে প্রতীয়মান হল। এই সংকটকালে অ্যাডামস্ যুদ্ধের পক্ষপাতি হ্যামিলটনের পরামর্শ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং ফ্রান্সে নতুন এক মিনিস্টার পাঠান। সদ্য ক্ষমতায় আসীন নেপোলিয়ান তাঁকে (আমেরিকান মিনিস্টার) আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং সংঘর্ষের বিপদ কেটে যায়।

জেফারসনের গণতান্ত্রিক চিন্তা

আমেরিকান জনগণ অ্যাডামসের অভ্যন্তরীণ নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮০০ সালের মধ্যে একটি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ওয়াশিংটন এবং অ্যাডামস্ এর অধীনে ফেডারেল পন্থীরা একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু 'আমেরিকান সরকারকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে' এই নীতির প্রতি সময় সময় সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হবার কারণে তারা এমন সব নীতি অনুসরণ করেছিল যা জনগণের একটি বিরাট অংশকে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলে।

জন্মগতভাবে একজন জনপ্রিয় নেতা জেফারসন ধীরে ধীরে তার পেছনে বিরাট সংখ্যক ক্ষুদ্র খামার মালিক, দোকানদার এবং অন্যান্য কর্মজীবীদের সমর্থন গড়ে তোলেন এবং ১৮০০ সালের নির্বাচনে এইসব লোক প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেদেরকে জাহির করে। জেফারসন তার এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন, আমাদের বাণিজ্য পোতের কঠিন দিকটি সম্যকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। আমরা তাতে একটি রিপাবলিকান (প্রজাতন্ত্রী) পাল খাটাব

এবং সে এখন নিজের গতির মাধুর্য দিয়ে তার প্রস্তুতকারকদের দক্ষতা প্রকাশ করবে।"

জেফারসন অকল্পনীয় আনুকূল্য বা সমর্থন লাভ করেন। কারণ তাঁর আবেদন ছিল আমেরিকান আদর্শবাদের প্রতি। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এমন "একটি বিজ্ঞ ও মিতব্যয়ী সরকারের প্রতিশ্রুতি দান করেন যা অধীবাসীদের মধ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবে কিন্তু অন্যদিকে নিজেদের শিল্প এবং উন্নতির প্রচেষ্টা চালাবার ব্যাপারে তাদেরকে স্বাধীনতা দেবে।"

হোয়াইট হাউসে কেবলমাত্র জেফারসনের উপস্থিতির মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রেরণা লাভ করে। তাঁর কাছে একজন সামান্য নাগরিকও সবচেয়ে উচ্চ পদস্থ অফিসারের ন্যায় সম্মান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। তিনি তাঁর অধস্তনদেরকে শিক্ষা দিতেন, তাঁরা যেন নিজেদেরকে জনগণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বলে মনে করেন। তিনি কৃষি এবং পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করেন। তিনি আমেরিকাকে নিপীড়িতদের স্বর্গ বলে বিশ্বাস করতেন এবং আইনের উদারনৈতিক নিরপেক্ষতার জন্য আবেদন জানাতেন। তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ট্রেজারী সেক্রেটারী আলবার্ট গেলাটিন ১৮০৯ সালের শেষ ভাগের মধ্যেই জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছয় কোটি ডলারেরও কম অংকে হ্রাস করেন। এই জেফারসনীয় উদ্দীপনার ঢেউ যখন উদ্দীপিত করছে তখন একের পর এক রাজ্য ভোটদানের ব্যাপারে সম্পত্তি বিষয়ক শর্তটি বিলোপ করে। এবং ঋণ গ্রহণকারী ও অপরাধীদের জন্য অধিকতর মানবিক আইন প্রণয়ন করে।

জেফারসনের একটি কাজের ফলে জাতীর আয়তন দ্বিগুণ হয়। স্পেন বহুকাল ধরে মিসিসিপি নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত নিউ অরলিন্স বন্দরসহ এই নদীর পশ্চিম দিকের ভূখণ্ড দখল করে রেখেছিল। ওহিও ও মিসিসিপি উপত্যকায় উৎপাদিত যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রী রপ্তানী করার জন্য এই বন্দরটি ছিল অপরিহার্য। জেফারসনের কার্যভার গ্রহণের স্বল্পকাল পরে নেপোলিয়ান দুর্বল স্পেনিশ সরকারকে বিরাট লুসিয়ানা নামক ভূখণ্ডটি ফ্রান্সের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। এই কাজের ফলে আমেরিকানরা আতঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত

নেপোলিয়ানের বিরাট এক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা তার বাণিজ্যিক অধিকার এবং অভ্যন্তরীণ সব বসতির নিরাপত্তার ব্যাপারে হুমকির সৃষ্টি করে।

জেফারসন দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, ফ্রান্স যদি লুসিয়ানার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, "সেই মুহূর্ত থেকে আমরা অবশ্যই বৃটিশ নৌবহর এবং বৃটিশ জাতির সাথে মিতালি করব" এবং ইউরোপীয় যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত প্রথম কামানের গোলাটি হবে নিউ অরলিন্স-এর বিরুদ্ধে অ্যাংলো আমেরিকান সৈন্য বাহিনী মার্চ করাবার একটি সংকেত।

অ্যামিয়েন্স এর সংক্ষিপ্ত শান্তির পর গ্রেট বৃটেনের সাথে আরেকটি যুদ্ধ অত্যাসন্ন জেনে এবং সেই যুদ্ধ শুরু হলে তিনি লুসিয়ানা হারাবেন একথা বুঝতে পেরে নেপোলিয়ান তাঁর অর্থভাণ্ডার পূরণের এবং লুসিয়ানাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে তা বৃটিশের নাগালের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ২৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশী জায়গা ও সেই সংগে নিউ অরলিন্স বন্দর লাভ করে। জাতি এমন বিরাট এক উর্বর সমভূমি লাভ করে যা ৮০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র এই মহাদেশের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় নদী ব্যবস্থারও নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

ইংল্যান্ডের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ

জেফারসনের ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে ১৮০৪ সালে তাঁর পুনঃ নির্বাচন নিশ্চিত হয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে লুসিয়ানা স্পষ্টতঃই ছিল একটি বিরাট পুরস্কার। এবং প্রেসিডেণ্ট সকল অংশের জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দ্বিতীয় দফা কার্যাবলি শুরু হয় ১৮০৫ সাল থেকে। এই সময় তিনি গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সংঘাতে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। যদিও তাদের

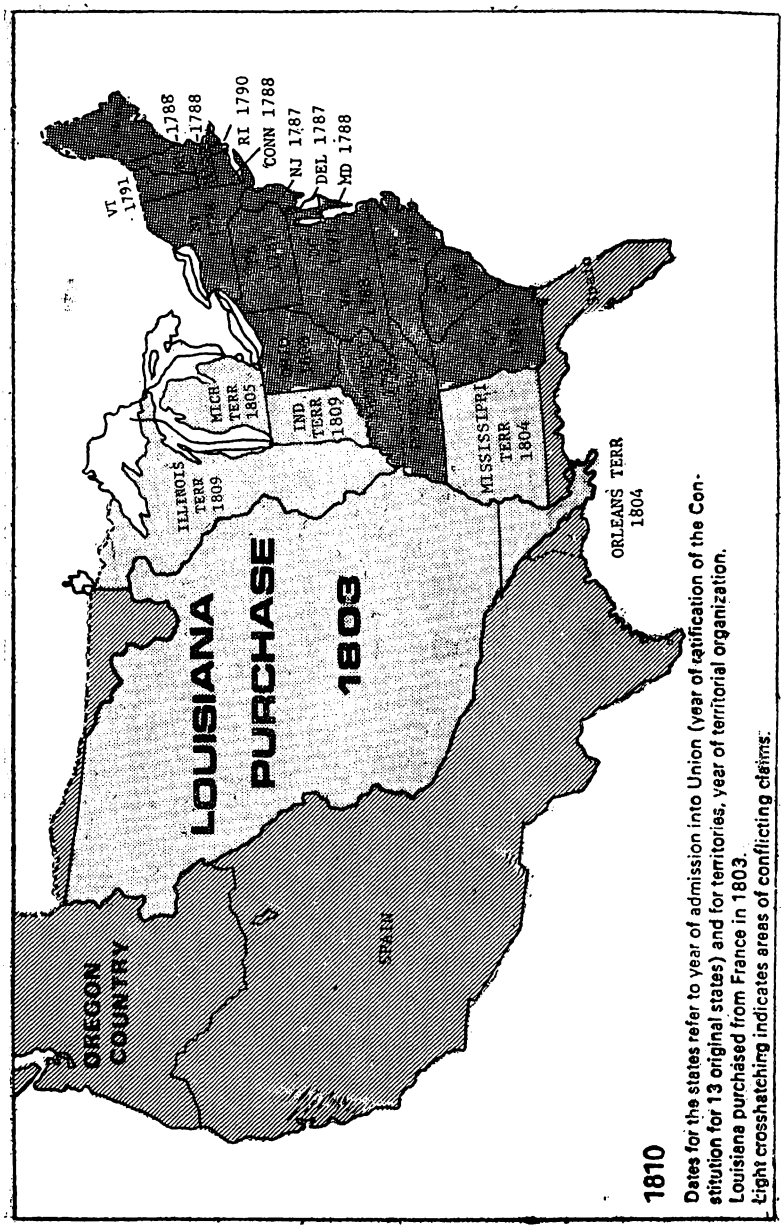

1810

Dates for the states refer to year of admission into Union (year of ratification of the Constitution for 13 original states) and for territories, year of territorial organization.
Louisiana purchased from France in 1803.
Light crosshatching indicates areas of conflicting claims.

বাহিনীসমূহ এমন অবরোধ সৃষ্টি করেছিল যে, তাতে আমেরিকার বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। আটক বা ধৃত হওয়ার ভীতি ছাড়া কোন আমেরিকান জাহাজ ফ্রান্স বা বৃটেনের সাথে বাণিজ্য করতে পারছিল না।

বৃটেন তার নৌবাহিনীর শক্তিকে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার নাবিক ও নৌ-সেনাসহ ৭০০ টি যুদ্ধ জাহাজেরও বেশীতে উন্নীত করেন। এর দ্বারা বৃটেনের নিরাপত্তাও বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষিত হয়। এবং উপনিবেশসমূহের সাথে তার যোগাযোগ বজায় থাকে। তবুও রণতরীতে নিয়োজিত তার লোক-দেরকে এমন দরিদ্রভাবে রাখা হতো যে এখানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নাবিক পাওয়া অসম্ভব ছিল। অনেক নাবিক এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকান জাহাজে আশ্রয় নেয়। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকান জাহাজে তল্লাসী চালিয়ে বৃটিশ প্রজাদেরকে নিয়ে যাওয়াটা বৃটিশ অফিসাররা তাদের অধিকার হিসেবে গণ্য করলেও আমেরিকানরা এতে খুব অপমানিত বোধ করতেন। তদুপরি বৃটিশ অফিসাররা প্রায়ই আমেরিকান নাবিকদেরকে প্রভাবিত করে তাদের চাকুরীতে নিয়ে যেত।

জেফারসন শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে এমবারগো এ্যাক্ট বা বিধি নিষেধ আরোপকারী একটি আইন প্রণয়নে কংগ্রেসকে রাজী করান। এই আইনের ফলাফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ বা দুঃখজনক। এই পদক্ষেপের ফলে আমদানী রপ্তানী তথা জাহাজ ব্যবসার স্বার্থ প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস হয়। এবং নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্কে অসন্তোষ দেখা দেয়। কৃষি স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও দেখতে পান যে, তারাও ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের খামার মালিকরা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য, মাংস এবং তামাক রপ্তানী করতে না পারায় এসবের দাম অত্যধিক নেমে যায়।

মাত্র এক বছরের মধ্যে আমেরিকার রপ্তানী আগের মোট পরিমাণের এক পঞ্চমাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে জাহাজ চলাচলের উপর এই বিধিনিষেধ মূলক আইনের ফলে বৃটেন তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল তাও (আশা) ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে

দেশের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে যাবার ফলে জেফারসন কিছু নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে অভ্যন্তরীণ জাহাজ ব্যবসায়ীদের সাথে কিছুটা আপোষ করা হয়। এমবারগো আইনের স্থলে নন ইণ্টারকোর্স (বা অসহযোগ) আইন পাশ করা হয়। এতে বৃটেন বা ফ্রান্স ও তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি ছাড়া আর সব দেশের সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। এই আইনের কল্যাণে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কারণ উপরোক্ত দেশগুলির যে কোনটি যদি আমেরিকান বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে তবে তার বিরুদ্ধে এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮১০ সালে নেপোলিয়ান ঘোষণা করেন যে তিনি তার পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থাদি বর্জন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যবস্থাগুলি অব্যাহতভাবে টিকিয়েই রেখেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার মুখের কথাকে গ্রহণ করে এবং তারপর থেকে গ্রেট বৃটেনের প্রতি তার নন ইণ্টারকোর্স আইন বলবৎ রাখে।

১৮০৯ সালে জেফারসনের পর জেমস্ মেডিসন প্রেসিডেণ্ট হন। গ্রেট বৃটেনের সাথে সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে উঠে এবং দুই দেশ দ্রুত গতিতে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়। প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের সামনে প্রদত্ত বিস্তৃত এক রিপোর্টে ছয় হাজার সাতান্নটি ঘটনার উল্লেখ করেন যাতে বৃটিশরা আমেরিকান নাগরিকদেরকে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বসতি স্থাপনকারীরা রেড ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে আক্রমণের শিকার হয় এবং তারা বিশ্বাস করে যে কানাডাস্থ বৃটিশ এজেণ্টরা আক্রমণকারীদেরকে উৎসাহিত করেছিল। ১৮১২ সালে যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

গ্যান্ট চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ অবসান

যুক্তরাষ্ট্র গুরুতর অভ্যন্তরীণ বিভেদের সম্মুখীন হয়। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের লোকেরা যুদ্ধ সমর্থন করলেও, নিউ ইয়র্ক এবং নিউ ইংল্যাণ্ড সাধারণভাবে এর বিরোধিতা করে। সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই

যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা সাত হাজারেরও কম ছিল এবং তারা কানাডা সীমান্তের নিকটবর্তী উপকূলের বিক্ষিপ্ত অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। এই সৈন্যদেরকে তাই বিভিন্ন রাজ্যের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলাধীন আধা সামরিক বাহিনীর লোকদের সাহায্য সহায়তা দিতে হয়েছিল।

কানাডা আক্রমণের জন্য ত্রিমুখী আন্দোলনের ফলে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই আক্রমণ যথাসময়ে পরিচালিত হলে মন্টিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। কিন্তু সমগ্র অভিযানটি ব্যর্থ হয় এবং বৃটিশের তরফে ডেট্রয়েট দখলের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। নৌ-বাহিনী অবশ্য কিছুটা সাফল্য দেখায় এবং আমেরিকানদের আস্থা ফিরিয়ে আনেন। ক্যাপ্টেন আইজাক হালের পরিচালনাধীন কনস্টিটিউশন নামক রণতরী ১৯শে আগস্ট তারিখে বস্টনের দক্ষিণ পূর্ব দিকে বৃটিশ রণতরী গিউরিযারের সাথে মুখোমুখি হয় এবং তাকে ধ্বংস করে। দুইমাস পর আমেরিকান রণপোত ওয়াসা বৃটিশ রণপোত ফালিককে ধ্বংস করে। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরে বিচরণরত অসংখ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন আমেরিকান নৌযান ১৮১২-১৮১৩ সালের শরৎ ও শীতকালে বৃটিশের ৫০০টি নৌযান দখল করে।

১৮১৩ সালের অভিযান নিউইয়র্ক রাজ্যের এরি হ্রদের কাছাকাছি কেন্দ্রীভূত ছিল। ডেট্রয়েট পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে সেনাপতি উইলিয়াম হেনরী হেরিসন কেন্টাকী থেকে আধা সামরিক বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবী ও নিয়মিত সৈনিকদের একটি দল নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি তখনো পর্যন্ত আপার ওহায়োতে থাকা অবস্থায় সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে খবর পান যে কমোডর ওলিভার হেজার্ড পেরী এরী হ্রদে শত্রুদের জাহাজগুলি ধ্বংস করে দিয়েছেন। হেরিসন ডেট্রয়েট দখল করেন এবং পলায়নরত বৃটিশ এবং তাদের রেড ইণ্ডিয়ান মিত্রদেরকে থেমস্ নদীতে পরাজিত করে কানাডার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র ভূখণ্ডটি এখন চলে আসে আমেরিকার নিয়ন্ত্রনে।

আপার নিউইয়র্কের চ্যামপ্লেইন হ্রদে বৃটিশের একপাল জাহাজের সাথে সরাসরি কামান যুদ্ধে কমোডর ম্যাকডনুর বিজয়ের মধ্য দিয়ে এক বছর পর যুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরে। নৌ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে

১০ হাজার সৈন্যের একটি বৃটিশ আক্রমণকারী বাহিনী কানাডায় পশ্চাৎ অপসরণ করে। একই সময়ে বৃটিশের রণতরীগুলি ধ্বংস করার এবং অকেজো করে দেবার নির্দেশ লাভ করে পূর্ব উপকূলে উপদ্রব সৃষ্টি করছিল। ২৪ শে আগস্ট তারিখ রাতে একটি অসাধারণ বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী ওয়াশিংটনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট মেডিসন এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরা ভার্জিনিয়ায় চলে যান।

তিন সপ্তাহ পর নগরী পাহারায় নিয়োজিত ম্যাক হেনরী দুর্গে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে বৃটিশ রণপোতগুলি বালটিমুর আক্রমণ করে। দুর্গটি দখল করা হল। এই ঘটনা দেখে একটি বৃটিশ জাহাজে আটক ফ্রান্সিস স্কট কি নামক মেরীল্যান্ডের একজন তরুণ আইন ব্যবসায়ী লেখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, "দি স্টার স্পেঙগলড্ ব্যানার" বা তারকা খচিত পতাকা।

ঘ্যান্ট চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। এবং এর ফলে বিরোধের অবসান ঘটে। বিজিত অঞ্চল ফিরে পাওয়া যায়, এবং সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কিন্তু আমেরিকার জনগন সে চুক্তির ব্যাপারে জ্ঞাত হবার পূর্বে এক শক্তিশালী বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অ্যান্ড্রু জ্যাকসন নিউ অরলিন্সে নাটকীয় বিজয় লাভ করেন।

১৮১২ সালের যুদ্ধ জাতীয় ঐক্য এবং দেশাত্মবোধকে জোরদার করে। ১৮০১ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ট্রেজারী সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত আর্লবাট গেমাটিন বলেছিলেন যে, এই বিরোধের পূর্বে আমেরিকান জনগণ অত্যন্ত স্বার্থপরভাবে ও একান্ত স্থানীয় ভিত্তিতে চিন্তা করার প্রবণতা দেখাতো। তিনি বলেন "বিপ্লব যে জাতীয় চেতনা এবং চরিত্র দান করেছিল এবং যা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছিল, সে চেতনা ও চরিত্রকে এই যুদ্ধ আবার সতেজ করে তোলে এবং তা পুনর্বহাল হয়। নিজেদের গর্ববোধ ও রাজনৈতিক মতামতের সাথে সম্পর্কিত অনেক সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি জনগণ এখন অধিকতর ভাবে সম্পৃক্ত। তারা এখন অধিকতরভাবে আমেরিকান হয়ে উঠেছে, অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে তারা এখন চিন্তা করে এবং কাজ করে। এবং আমি তাই আশা করি যে ইউনিয়নের স্থায়িত্ব এখন অনেক বেশী নিশ্চিত।"

চতুর্থ
অধ্যায়

পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক মতপার্থক্য

"হে তরুণরা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হও এবং দেশের
সাথে সাথে তোমরাও উন্নত হও" হোরেস গ্রীলী, ১৮৫১

১৮১২ সালের যুদ্ধ এক দিক থেকে ছিল দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ, কারণ তার পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে সম মর্যাদা দান করা হয় নি। এই যুদ্ধ অবসানের চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রকে আর কখনো স্বাধীন জাতি হিসেবে তার প্রাপ্য আচরণ দানে অস্বীকৃতি জানানো হয় নি। বিপ্লবের পর থেকে এই নয়া প্রজাতন্ত্র যেসব গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আসছিল তার বেশীর ভাগই এখন দূরীভূত হয়। জাতীয় ঐক্যের ফলে স্বাধীনতা ও ও শৃংখলার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনীত হয়। সামান্য পরিমাণ জাতীয় ঋণ এবং আবাদের জন্য অপেক্ষমাণ উর্বর এক মহাদেশসহ এই ভূখণ্ডের শান্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা তখন জাতির সামনে উন্মুক্ত।

রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ছিল 'শুভ অনুভূতি বা সদ্ভাবের যুগ।' অন্ততঃ সমকালীন লোকেরা এটাকে তা-ই বলতেন। বাণিজ্য জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে তুলছিল। যুদ্ধের কষ্টের মধ্য দিয়ে আমেরিকার শিল্প কারখানা বিদেশী প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে এককভাবে দাঁড়াতে না পারা পর্যন্ত তাদেরকে সংরক্ষণের বা নিরাপত্তা দানের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। এতে বলা হয় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত হওয়া খুব কঠিন। এবং যেহেতু বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছিল একটি লক্ষ্যের জন্য সেহেতু অপর লক্ষ্যের জন্য এখন যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রস্তাব করা হয়। আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য তৎকালীন কংগ্রেসের নেতা হেনরী ক্লে এবং জন. সি

ক্যালহন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। এর মানে আমেরিকার শিল্প বিকাশে উৎসাহ দানের জন্য বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা।

আমদানী রপ্তানী শুল্ক বাড়াবার পক্ষে সময়টি ছিল খুবই প্রকৃষ্ট। ভারমণ্ট এবং ওহায়োর মেষপালকরা বিপুল পরিমাণ ইংলিশ উল আমদানীর বিরুদ্ধে শুল্ক প্রাচীর বা সংরক্ষণ ব্যবস্থা কামনা করছিলেন। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শন সুতার সাহায্যে কেণ্টাকীতে ব্যাগ তৈরীর যে নতুন শিল্প গড়ে উঠেছিল স্কটল্যাণ্ডের ব্যাগ শিল্পের (থলি) দ্বারা তা হুমকির সম্মুখীন হয়। পীট্‌স বার্গ ইতিমধ্যেই লোহা গলাবার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় বৃটেন এবং সুইডেনের লোহা সরবরাহকারীদেরকে মোকাবিলা করতে আগ্রহী হয়। ১৮১৬ সালে যে শুল্ক আইন পাশ করা হয় তার সাহায্যে আরোপিত আমদানী শুল্কের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে তা শিল্প কারখানার মালিক-দেরকে প্রকৃত সংরক্ষণ দানের পক্ষে ছিল যথেষ্ট। অধিকন্তু, তারা উল্লেখ করে যে উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা পূর্ব এবং পশ্চিমকে আরও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করবে, তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে একটি জাতীয় সড়ক ও খাল ব্যবস্থার ওকালতি করে।

সুপ্রীম কোর্টের ঘোষণাদির ফলে এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে। একজন সুদৃঢ় ফেডারেল পন্থী ভার্জিনিয়ার জন মার্শাল ১৮০১ সালে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। এবং ১৮৩৫ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর প্রশাসনের পূর্বে পর্যন্ত যে আদালত ছিল দুর্বল তা একটি শক্তিশালী বিচারালয়ে পরিণত হয়। এবং তা কংগ্রেস বা প্রেসিডেণ্টের মত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করে। মার্শাল তাঁর একের পর এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহে কখনো একটি মূলনীতি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের সার্বভৌমত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরার নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি।

মার্শাল শুধুমাত্র একজন মহান বিচারক ছিলেন না, মহান একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিবিদও ছিলেন। তিনি যখন তার দীর্ঘ কর্মজীবন

শেষ করেন সে সময়ের মধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সাথে জড়িত প্রায় ৫০টি মামলায় সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন।

তিনি যে সব বিখ্যাত সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ছিল মারবারি বনাম মেডিসন (১৮০৩) মামলাটি। এতে তিনি কংগ্রেস কিংবা রাজ্য আইন সভার প্রণীত যে কোন আইন পর্যালোচনা করার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অধিকার চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ম্যাককুলক বনাম মেরীল্যাণ্ড (১৮১৯) মামলায় সংবিধানের আওতায় সরকারের অনুল্লেখিত ক্ষমতার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে হ্যামিলটন তত্ত্বের সমর্থনে দাঁড়িয়ে বলেন যে, শাসনতন্ত্র আসল মর্মার্থের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি এমন সব ক্ষমতাও সরকারকে দিয়েছে। এইসব সিদ্ধান্তের সাহায্যে মার্শাল আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কার্যকর শক্তিতে পরিণত করার জন্য যে কোন নেতার (রাজনৈতিক) মতই কাজ করেন।

সাহিত্য এবং সীমান্ত

প্রকৃত অর্থে আমেরিকান সাহিত্য বিকাশ লাভ করার সাথে সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জাতীয় চেতনা ক্রমশ অধিকতরভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল বলে মনে হয়। নয়া এই আমেরিকান মতবাদের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন ওয়াশিংটন আরভিং এবং জেমস্ ফেনীমুর কুপার। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত আরভিং-এর হাস্যরসাত্মক, 'নিউইয়র্কের ইতিহাস বাই ডিড্রিক নিকারবোকার' নামক পুস্তকটি সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় আমেরিকান দৃশ্যাবলী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। 'রিপভ্যান উইংক্যাল'-এর মত আরভিং-এর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রচনা নিউইয়র্কের হাডসন নদী উপত্যকার মধ্যেই সীমিত এবং এতে আমেরিকাকে একটি উপাখ্যান ও কল্পনার দেশ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুপারের প্রতিভাও প্রকাশ পেয়েছে দেশজ উপাদানের মাধ্যমে। প্রচলিত ইংরেজ রীতিতে একটি উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টার পর তিনি 'দি

স্পাই' নাম দিয়ে বিপ্লবের একটি কাহিনী প্রকাশ করেন এবং তা সংগে সংগে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর পরে প্রকাশিত হয় 'দি পাইওনিয়ার।' এটা ছিল সীমান্তবাসী আমেরিকানদের সহজ জীবন সম্পর্কিত গদ্যে লেখা একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র। ১৮২৩ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস 'লেদার স্টকিং টেলস'—এ কুপার কর্মচারী নেট্টিবাম্পু এবং লঘু পদ সঞ্চারী চিংগাসগুক নামক একজন রেড ইণ্ডিয়ান প্রধানকে বিশ্ব সাহিত্যের স্থায়ী চরিত্র করে তোলেন। কুপারের সমুদ্র সম্পর্কিত কাহিনীগুলিও ছিল আমেরিকান প্রভাবের ফসল।

১৮১৫ সালে জেরেট স্পার্কসের সম্পাদনায় 'দি নর্থ আমেরিকান রিভিউ' এর প্রতিষ্ঠা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমেরিকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতির সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এটাকে একটি স্থায়ী স্থান দানের জন্য নিউইংল্যাণ্ডের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সহায়তা ও সমর্থন দান করে।

আমেরিকান সাহিত্য এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে আমেরিকান জীবন ধারাকে রূপদানের ব্যাপারে যে শক্তি যথেষ্ট অবদান রেখেছিল তা হচ্ছে সীমান্ত। সমগ্র আটলাণ্টিক উপকূলের পরিস্থিতি নতুন নতুন অঞ্চলে অভিগমনে বা বসতি স্থাপনে উৎসাহ দান করে। নিউইংল্যাণ্ডের জমি পশ্চিমের সস্তা ও উর্বর জমির সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে শস্য উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। তাই এখান থেকে নারী পুরুষদের অবিচল স্রোত নিজেদের উপকূলীয় খামার ও গ্রাম ত্যাগ করে মহাদেশের উর্বর অভ্যন্তর ভাগের সুযোগ নেয়।

দুই ক্যারোলাইনা এবং ভার্জিনিয়ার পশ্চাৎবর্তী বসতিসমূহের লোকেরা ও উপকূলীয় বাজারগুলিতে পেঁছার মত সড়ক ও খালের অভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং জোয়ার জলের সুবিধাভোগী খামার মালিকদের রাজনৈতিক আধিপত্য ক্লেশ ভোগের কারণে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই অভিযাত্রা আমেরিকার জীবন ধারার উপর গভীর ছাপ রাখে: এতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রেরণা লাভ করে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে উৎসাহ জোগায়, মানুষের আচরণকে কর্কশতর করে, রক্ষণশীলতা ভেঙ্গে দেয় এবং জাতীয় কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাসহ স্থানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ চেতনার জন্ম দেয়।

বর্ষ পরম্পরায় পশ্চিমমুখী অভিগমন উপকূলীয় নদীসমূহের উৎপত্তি-স্থল ছাড়িয়ে যায় এবং আপালেসিয়ান পর্বত অতিক্রম করে। ১৮০০ সালের মধ্যে মিসিসিপি এবং ওহায়ো উপত্যকা বিরাট সীমান্তবর্তী অঞ্চল হয়ে ওঠে। হাজার হাজার অভিগমনকারীর মুখে একটি জনপ্রিয় গান ধ্বনিত হত, "হাই-ও! চলছি মোরা নদী বেয়ে ওহায়ো।" জনগণের পশ্চিমমুখী অবিরাম স্রোতধারার ফলে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে পুরোনো ভূখণ্ডগুলিকে নতুনভাবে ভাগ করতে হয়। এবং নতুন সীমারেখা প্রণয়ন করতে হয়। তারপর নতুন রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে মিসিসিপির পূর্ব দিকের রাজনৈতিক মানচিত্র স্থিতি লাভ করে। ছয় বছরের মধ্যে ছয়টি রাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ইণ্ডি-য়ানা ১৮১৬, মিসিসিপি ১৮১৭, ইলিনয় ১৮১৮, আলাবাল্লা ১৮১৯, ম্যেন —১৮২০ এবং মিসৌরী ১৮২১। প্রথম সীমান্ত ছিল ইউরোপের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বা আবদ্ধ, দ্বিতীয়টি ছিল উপকূলীয় বসতিগুলির সাথে। কিন্তু মিসিসিপি উপত্যকা ছিল স্বাধীন এবং এখানকার লোকেরা পূর্বের চাইতে পশ্চিমের দিকে আগ্রহী ছিলেন।

সীমান্তবাসীরা ছিলেন বিভিন্ন গ্রুপের লোক। অগ্রভাগের দিকে ছিলেন শিকারী ও ফাঁদ রচনাকারীরা। ফ্রডহাম নামক এক ইংরেজ পর্যটক এদেরকে "দুঃসাহসী এবং পরিশ্রমী লোক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তারা বাস করতেন শোচনীয় ধরনের কুটিরে ... আচরণ মার্জিত না হলেও তারা অতিথিপরায়ণ, আগন্তুকদের প্রতি দরদী, সৎ এবং আস্থাভাজন ছিলেন। তারা সামান্য রেড ইণ্ডিয়ান। শস্য, লাউ উৎপন্ন করে এবং শুকর বা কখনো কখনো দু একটি গরু পালন করতেন ... ...। কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার প্রধান উপায় ছিল রাইফেল।" কুঠার ফাঁদ এবং মাছ ধরার হাতিয়ার দ্বারা বলিয়ান হয়ে এই লোকেরা জীবন পথে এগিয়ে যেতেন। এরাই প্রথম কাঠের কুটির বানানো এবং রেড ইন্ডিয়ানদেরকে ঠেকিয়ে রাখেন। যতই অধিক সংখ্যক লোক বিজন প্রান্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকলো ততই অনেকে কৃষক (খামার মালিক)-ও শিকারীতে পরিণত হলো। ছোট ছোট কুটিরের স্থলে গড়ে উঠলো কাচের জানালা, ভাল চিমনি (চোঙ)-বিশিষ্ট ও অনেক কক্ষসম্বলিত আরামদায়ক কাঠের বাড়ী। এবং ঝরনার বদলে

স্থাপিত হল কূপ। একজন পরিশ্রমী লোক তার জমিতে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ মুক্ত করে এবং ছাই বানাবার জন্য এবং কাঁটা গাছের গোড়া ধ্বংস করার জন্য ঝোপ, ঝাড় ও জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি তার নিজের শস্য, ফলমূল, ও সব্জী উৎপন্ন করেন, তারা বনভূমিগুলিকে হরিণের মাংস, বনমোরগ ও মধুর জন্য শ্রেণী বিভক্ত করেন, কাছাকাছি স্রোতস্বিনীগুলিতে (ছোট নদী) মাছ শিকার করেন এবং তার গবাদি পশু ও শুকরগুলি তদারক করেন। যারা অধিকতর অস্থির প্রকৃতির, তারা সস্তা দামে বিরাট ভূখণ্ড ক্রয় করেন এবং জমির দাম বাড়ার সাথে সাথে তা বিক্রি করে আরও পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যায় এবং এইভাবে অন্যদের জন্য জায়গা করে দেন।

কৃষক বা খামার মালিকদের অনুসরণ করে খুব শীঘ্রই ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী, দোকানদার, সম্পাদক, ধর্ম প্রচারক, কারিগর বা যন্ত্রকুশলী ও রাজনীতিবিদরাও আসেন—সকলে মিলে একটি সতেজ বা সক্রিয় সমাজ গড়ে তোলেন। কৃষকরাই ছিলেন সবচেয়ে সবল ভিত্তি। তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করতেন সেখানেই থাকতে চাইতেন এবং আশা করতেন যে তাদের পর তাদের ছেলেমেয়েরাও সেখানে থাকবেন। তারা বড় খামার এবং সুদৃঢ় ইট অথবা কাঠামো বিশিষ্ট ঘর তৈরি করেন। তারা উন্নত জাতের পশু আনয়ন করেন, দক্ষতার সাথে জমি চাষ করেন এবং ফলনশীল বীজ বুনেন। কেউ কেউ আটার কল, করাত কল এবং মদ পরিশোধনাগার স্থাপন করেন। তারা ভাল জনপথ তৈরি করেন, গীর্জা ও স্কুল স্থাপন করেন। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় অবিশ্বাস্য রূপান্তর ঘটে যায়। ফলে দেখা যায় ১৮৩০ সালে একটি দুর্গ নিয়ে শিকাগো ছিল সম্ভাবনাহীন বাণিজ্যিক গ্রাম। কিন্তু তার আদি বাসিন্দাদের কিছু সংখ্যকেরও মৃত্যু হবার বহু আগে সেই শিকাগোই আমেরিকার সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ধনী নগরীতে পরিণত হয়।

নয়া পশ্চিমে অনেক জাতি বা বংশের সংমিশ্রণ ঘটে : স্কটিশ-আইরিশ, পেনসিলভেনিয়ার লোক, জার্মান, নয়া ইংল্যাণ্ডের লোক এবং অন্যান্য গোত্রের লোক। ১৮৩০ সালের মধ্যে আমেরিকায় বসবাসকারী অর্ধেকেরও বেশী লোক এমন এক পরিবেশে বাস করছিলো, যাতে পুরোনো দুনিয়ার ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি ছিল অনুপস্থিত অথবা অত্যন্ত দুর্বল।

পশ্চিমে পারিবারিক পটভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অর্থ, অথবা কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন করা হতো না বরং তারা কি এবং কি করতে পারে তা দিয়েই মূল্যায়ন করা হতো। খামার দখল করা ছিল সহজ ব্যাপার, ১৮২০ সালের পর প্রতি একর (০·৪ হেক্টর) সরকারী জমি ১·২৫ ডলারে কেনা যেত। এবং ১৮৬২ সালের পর কেবলমাত্র কোন জমি দখল এবং উন্নতি সাধন করেই তার মালিকানা দাবী করা যেত। তাছাড়া জমিতে কাজ করার হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতিও ছিল সহজ লভ্য। সাংবাদিক হোরেস গ্রীলী বলেছিলেন, এটা ছিল এমন একটি সময় যখন তরুণরা "পশ্চিমে গিয়ে দেশের আয়তনের সাথে বেড়ে উঠতে পাড়ে।" পশ্চিমে গমনকারী নিউ ইংল্যাণ্ড এবং দক্ষিণাঞ্চলের অভিগমনকারীরা তাদের পুরোনো বসতি অঞ্চলের অনেক ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান সংগে করে নিয়ে যান।

তুলার চাষে ক্রীতদাস ব্যবস্থার প্রসার

যে কৃতদাস তখনো পর্যন্ত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অপারগ ছিল তা হঠাৎ অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং জেফারসনের ভাষায় এটা ছিল, 'যেন রাত্রিকালীন অগ্নিকান্ডের ঘটনার মত'। প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক বছর-গুলিতে যখন উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য আশু অথবা পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তখন অনেক নেতাই ধরে নিয়েছিলেন যে এই ক্রীতদাস ব্যবস্থা লোপ পাবে। ১৭৮৬ সালে ওয়াশিংটন লিখেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আশা করেন এমন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া দরকার, "যার সাহায্যে ধীর, নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম মাত্রায় ক্রীতদাস ব্যবস্থা বিলুপ্ত হতে পারে। জেফারসন, মেডিসন, মনরু এবং অন্যান্য নেতৃ-স্থানীয় দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রনীতি বিদরাও অনুরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮০৮ সালে যখন ক্রীতদাস ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয় তখন দক্ষিণাঞ্চ-লের অনেকে ভেবেছিলেন যে, ক্রীতদাস ব্যবস্থার শীঘ্রই অবসান ঘটবে।

এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ পরবর্তী যুগে নয়া অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ ক্রীতদাস ব্যবস্থাকে ১৭৯০ সালের আগের চাইতেও অনেক

লাভজনক করে তোলার ফলে দক্ষিণাঞ্চল এই ব্যবস্থার সমর্থনে সুদৃঢ় ঐক্য-বদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে।

এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান ছিল দক্ষিণে তুলা উৎপাদন শিল্পের বিরাট বিকাশ। নতুন ধরনের তুলার চাষ প্রবর্তন এবং অ্যালি হুয়িটনির আবিষ্কারের ফলে তুলা শিল্পে এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। হুয়িটনির আবিষ্কৃত 'বণ্টন-জিন' নামক তুলা ধুনার যন্ত্রের সাহায্যে তুলা থেকে বীজ আলাদা করা সহজতর হয়। একই সময়ে শিল্প বিপ্লবের ফলে বস্ত্র উৎপাদন একটি বৃহদায়তন শিল্পে পরিনত হওয়ার ফলে কাঁচা তুলার চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। ১৮১২ সালের পরে পশ্চিমে নতুন ভূখণ্ড উন্মুক্ত হওয়ার ফলে কার্পাস উৎপাদনের জন্য প্রাপ্ত জমির পরিমাণ পর্যাপ্তভাবে বেড়ে যায়। কার্পাস তুলার চাষ দ্রুত গতিতে জোয়ার জলপ্লাবিত রাজ্যসমূহ ছাড়িয়ে মিসিসিপি নদীর নিম্ন দক্ষিণে অনেক দূরে এবং কার্যত টেক্সাস পর্যন্ত এগিয়ে যায়। চিনির উৎপাদনও বেড়ে যায় এবং সেই সংগে ক্রীতদাস ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। দক্ষিণ পূর্ব লুসিয়ানার উর্বর ও উষ্ণ জমি লাভ-জনকভাবে আখ উৎপাদনের জন্য আদর্শ বলে প্রমাণিত হয়। ১৮৩০ সালের মধ্যে এই রাজ্য রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক চিনি সরবরাহ করছিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমে তামাক চাষও বেড়ে উঠে এবং সেই সংগে যুক্ত ছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা।

উত্তরের মুক্ত সমাজ এবং দক্ষিণের ক্রীতদাস ব্যবস্থাধীন সমাজ উভয়ে যখন পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে তখন মনে করা হয়েছিল, যে নতুন রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, যেখানে এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মোটা-মুটি একটি সমতা বজায় রাখা হবে সুবিধাজনক বা যুক্তিযুক্ত। ১৮১৮ সালে ইলিনয়েস রাজ্যকে যখন ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ১০টি রাজ্যে ক্রীতদাস ব্যবস্থা ছিল স্বীকৃত এবং ১১টি মুক্ত রাজ্যে তা ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্রীতদাস ব্যবস্থা নির্ভর আলাবামাকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার পর, দুইয়ের মধ্যে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে।

একটি অবাধ সমাজ নির্ভর রাজ্য ছাড়া মিসৌরীকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা যখন সংগঠিতভাবে বিরোধিতা করেন, তখন

সারা দেশ জুড়ে এক প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেস অচলাবস্থায় এসে যায়। হেনরী ক্লে-এর নেতৃত্বে একটি আপোষ-রফার ভিত্তিতে : মিসৌরীকে ক্রীতদাস ব্যবস্থা নির্ভর রাজ্য হিসাবে গ্রহণ করা হলে একই সংগে ম্যেনকে একটি মুক্ত সমাজের রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কংগ্রেস ফরমানও জারী করেন যে, মিসৌরীর দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমানার উত্তরে যে ভূখণ্ড লুসিয়ানা ক্রয় করে দখল করেছে সেখানে চির-কালের জন্য ক্রীতদাস ব্যবস্থা রহিত থাকবে।

একবার টেক্সাস ছাড়া কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সীমার বাইরে অভিগমন বা কৃষি সীমান্তের পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা ১৮৪০ সাল শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত মিসৌরী অতিক্রম করে নি। ইতিমধ্যে দূর পশ্চিম পশম বাণিজ্যের বিরাট তৎপরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠে। এই বাণিজ্য চামড়ার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। মিসিসিপি উপত্যকায় ফরাসী অভিযানের প্রথম দিকের দিনগুলির মত ... ... বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা আটলাণ্টিক উপকূল থেকে পশ্চিম অভিমুখে প্রথম যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছিল তাদের মত বণিকরাই ছিল বসতি স্থাপনকারীদের পথপ্রদর্শক। যে সব ফরাসী এবং স্কটিস আইরিশ বড় বড় নদী এবং তাদের উপনদীসমূহে অভিযান চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন পাহাড় ও সিয়েরা পর্বতের সব গিরিপথ আবিষ্কার করেছিলেন তারা ১৮৪০ এর দশকে স্থলভাগের অভিগমন ও পর-বর্তীকালের অভ্যন্তরীণ দখল সম্ভব করে তুলেছিলেন। এবং ১৮১৯ সালে আমেরিকান নাবিকদের ৫০ লক্ষ ডলার পরিমাণ দাবীর দায়িত্বে গ্রহণের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের কাছ থেকে ফ্লোরিডা ও দূর প্রতীচ্যে ওরিগণের উপর অধিকার লাভ করেন।

১৮১৭ সালে জেমস মেডিসনের পর জেমস মনরো প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। এই নতুন প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঐতিহাসিক মনরো ডকট্রিনের ঘোষণা।

আলাদা করে দেখলে এই ডকট্রিন বা মতবাদের উপাদানগুলির সবই ছিল সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত আমেরিকান নীতিমালা। ওয়াশিংটন, জেফারসন ও মেডিসন প্রমুখরা সকলেই বিদেশে কোন স্থায়ী বা নিবিড় মৈত্রীতে জড়িয়ে

না পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। জেফারসন যখন স্পেনের তরফে লুইজিয়ানাকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কারো কাছে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তখন তিনি প্রতিবেশী ভূখণ্ডসমূহের ভাগ্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত স্বার্থের কথাই ঘোষণা করেছিলেন। তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমর্থনের মধ্য দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি প্রকাশ পায়।

ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা

ইংরেজের উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন থেকে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতার স্বপ্ন কল্পনায় উদীপ্ত হয়। ১৮২১ সালের পূর্বে আর্জেন্টিনা এবং চিলি তাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। এবং ১৮২২ সালে জোসডি সান মার্টিন এবং সাইমন বলিভার এর নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮২৪ সালের মধ্যে ইউরোপীয় উপনিবেশ বজায় থাকে শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে।

ইউরোপীয় শাসন-জাল ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বলেই এটা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে মনে হয়েছিল এবং তারা এ ব্যাপারে গভীর আগ্রহ দেখায়। ১৮২২ সালে শক্তিশালী জনমতের চাপে প্রেসিডেণ্ট মনরো নতুন দেশগুলিকে স্বীকৃতি দানের কর্তৃত্ব লাভ করেন—এদের মধ্যে ছিল কলম্বিয়া, চিলি, মেক্সিকো ও ব্রাজিল। সহসা তাদের সাথে মন্ত্রী বিনিময় করা হয়। এইভাবে এইসব দেশকে আত্মনির্ভর, সত্যিকারভাবে স্বাধীন এবং তাদের পূর্বতন ইউরোপীয় সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বলে স্বীকার করা হয়।

ঠিক এই সময় কিছু সংখ্যক মধ্য ইউরোপীয়ান শক্তি বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য একটি সমিতি গঠন করে যাকে সাধারণভাবে বলা হতো হলি এলায়েন্স বা পবিত্র মৈত্রী। যে সব দেশে জনপ্রিয় আন্দোলন সেখানকার রাজাদের শাসন বা গদির বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করেছিল, সে সব দেশের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই পবিত্র মৈত্রী নিজেদের সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিস্তার প্রতিরোধের আশা করছিলেন। এই নীতি ছিল আমেরিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইউরোপীয় হুমকির বিরোধিতা

ইউরোপীয় মৈত্রী যখন স্পেন ও নয়া বিশ্বে তার উপনিবেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি ফেরায় তখন দক্ষিণ আমেরিকার নয়া সরকারগুলির স্থায়িত্ব সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা গুরুতরভাবে নষ্ট হয়। যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বছরের পর বছর ধরে ওয়াশিংটন, হ্যামিলটন, জেফারসন, জন অ্যাডাম্‌স এবং অন্যান্য-দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'দূরে অবস্থানের নীতি' অনুসরণ করে চলছিল, তার কাছে ইউরোপীয় শক্তিগুলির এই তৎপরতা পুরোনো প্রভুদের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভূখণ্ডগুলি পুনর্দখলের নির্লজ্জ প্রয়াস বলে মনে হয়েছিল।

১৮২৩ সালের ২রা ডিসেম্বর মনরো কংগ্রেসে তার বার্ষিক বাণী পেশ করেন, এই বাণীর অনেকগুলি অংশ মিলে হয় মনরো ডকট্রিন: (১) "আমে-রিকার দুই মহাদেশ যে মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থা গ্রহণ করেছে ও বজায় রেখেছে তাদেরকে এর পর থেকে আর কোন ইউরোপীয় শক্তির ভবিষ্যৎ উপনিবেশের প্রজা হিসেবে গণ্য করা যাবে না।" (২) "মৈত্রী জোটে আবদ্ধ শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পদ্ধতি আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই গোলা-র্ধের যে কোন অংশে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়াসকে আমরা এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতে বাধ্য।" (৩) "কোন ইউরোপীয় শক্তির বিদ্যমান উপনিবেশ ও অধীন অঞ্চল গুলো সম্পর্কে আমরা কোন নাক গলাই নি এবং ভবিষ্যতেও গলাব না।" (৪) "নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের যুদ্ধে আমরা কখনো অংশ নেই নি এবং তা করা আমাদের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়"।

মনরো ডকট্রিনে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আমেরিকার নীতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল তখন আসন্ন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রচারণাই ছিল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগ্রহের বিষয়। নিউ অরলিন্স যুদ্ধের নায়ক এন্ড্রু জ্যাকসনসহ পাঁচ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রবল যে প্রতিযোগিতা হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন অ্যাডামস-এর পুত্র জন কুইনসি অ্যাডামস নির্বাচিত হন।

জন কুইনসি অ্যাডামস-এর শাসনকালে নতুন রাজনৈতিক দলীয় বিন্যাস গড়ে ওঠে। অ্যাডামস্-এর সমর্থকরা 'ন্যাশনাল রিপাবলিকান' নাম গ্রহণ

করেন এবং পরে তা পরিবর্তন করে 'হুইগস' নামে। সততা ও দক্ষতার সাথে শাসন চালালেও অ্যাডামস্ জনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট ছিলেন না এবং তাঁর শাসনকাল কিছু কিছু হতাশার জন্য চিহ্নিত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁর সড়ক ও খাল সম্পর্কে একটি জাতীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি যে কয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন তা মনে হয় যেন ছিল এক দীর্ঘ পুনঃ নির্বাচনের প্রচারণা কাল এবং তার ঠাণ্ডা বুদ্ধিজীবী সুলভ মনোভাব বন্ধুত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে জ্যাকসনের ছিল বিপুল জনপ্রিয় আবেদন। বিশেষত নতুন ডেমোক্রেটিক পার্টিতে তার অনুসারীদের মধ্যে—আর তাই ১৮২৮ সালে নির্বাচনে জ্যাকসন সমর্থকদের শক্তি অ্যাডামস্ এবং তার সমর্থকদের বিপুলভাবে পরাস্ত করে।

নগর থেকে দূরে অবস্থিত যে আত্মপ্রত্যয়ী জনগোষ্ঠী এলিগেনীর পশ্চিম দিকে সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন তারা তাদের শাসনতন্ত্রে সীমান্তের গণতান্ত্রিক ধারণা সন্নিবেশিত করেন। ১৮২৮ সালের মধ্যে তাদের আদর্শ অনুসরণ করে বেশীর ভাগ পুরানো রাজ্যের জনগণকে ভোটাধিকার দান করা হয়। ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় থেকে ইউনিয়নে বা কেন্দ্রে পশ্চিমাঞ্চল ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করছিল। এখন পশ্চিমাঞ্চল পরিপক্ক হয়ে ওঠায় জনসংখ্যার মত রাজনৈতিক অভিকর্ষ কেন্দ্রও উপকূল ভাগ ছাড়িয়ে যায়। টেনেসীর এক প্রিয় সন্তানকে প্রধান নির্বাহীর আসন (প্রেসিডেন্ট) দানে সহায়তা করে।

একজন শক্তিশালী প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসন

প্রথম দফা কার্যকালের শেষের দিকে প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসনকে বাধ্য হয়ে আমদানী নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কের ব্যাপারে দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যের সাথে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। এই রাজ্যের ব্যবসায়ীরা আশা করেছিলেন যে জ্যাকসন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে যে সব শুল্কের ব্যাপারে তারা দীর্ঘদিন বিরোধিতা করছিলেন সেগুলি সংশোধন করবেন। তাদের ধারনায় আমদানী নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সব

উপকারিতা ভোগ করছে উত্তরাঞ্চলের শিল্পকারখানার মালিকরা এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেশ বিত্তশালী হয়ে উঠলেও দক্ষিণ ক্যারোলিনা দরিদ্র হয়ে পড়ে। এখানকার আবাদকারীদেরকেও উচ্চমূল্যের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এত সত্ত্বেও ১৮৩২ সালে কংগ্রেস যখন একটি নতুন শুল্ক আইন প্রণয়ন করে, জ্যাকসন বিনা দ্বিধায় তাতে স্বাক্ষর দেয়।

দক্ষিণ ক্যারোলিনা তখন "বাতিলকরণ" আখ্যায়িত নীতির প্রতি অনুমোদন জানিয়ে "রাজ্য অধিকারদল" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এতে বলা হয় যে কোন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রতিনিধি সম্মেলন সেই রাজ্যের সীমানার মধ্যে কংগ্রেসের কোন আইনকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করতে এবং বাতিল করতে পারেন। দক্ষিণ ক্যারোলিনা এমনও হুমকি দেয় যে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের জন্য কংগ্রেস যদি কোন আইন পাশ করে তবে সে ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাবে।

এই হুমকির জবাবে ১৮৩২ সালের নভেম্বর মাসে জ্যাকসন চার্লস্টনে সাতটি ছোট নৌবিভাগীয় জাহাজ ও একটি রণপোত পাঠান এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে তিনি বাতিলকরণকারীদের বিরুদ্ধে একটি উচ্চ কণ্ঠ ঘোষণা জারী করেন। প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন যে "দক্ষিণ ক্যারোলিনা বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিরোধীতার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছে" এবং এই রাজ্যের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, তারা যেন এদের পূর্বপুরুষরা যে ইউনিয়নের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার প্রতি পুনরায় আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ইউনিয়ন নীতির বিজয়

আমদানী শুল্কের বিষয়টি কংগ্রেসের সামনে পুনরায় যখন আসে তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে সিনেটর হেনরী ক্লে এমন এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন আমদানী শুল্ক আরোপের সবচেয়ে বড় সমর্থক, তিনি এক আপোষ ব্যবস্থার পথ প্রদর্শনে সক্ষম। ক্লের শুল্ক বিল ১৮৩৩ সালে দ্রুত পাশ হয়—

এতে বলা হয় যে আমদানীকৃত সামগ্রীর মূল্যের শতকরা ২০ ভাগের অতিরিক্ত যাবতীয় আমদানী শুল্ক সহজ পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হবে যাতে ১৮৪২ সালের মধ্যে সকল সামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক ১৮১৬ সালের নমনীয় বা সহনশীল পর্যায়ে নেমে আসে।

দক্ষিণ ক্যারোলিনার আমদানী শুল্ক আইন বাতিলকামী নেতারা অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহেরও সমর্থন লাভের আশা করেছিলেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তারা দক্ষিণ ক্যারোলিনার পদক্ষেপকে অভিজ্ঞ-জনোচিত ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে দক্ষিণ ক্যারো-লিনা তার গৃহীত ব্যবস্থা বাতিল করে। উভয় পক্ষই বিজয়ের দাবী করে। ইউনিয়নের সর্বময় ক্ষমতার নীতির প্রতি জ্যাকসন ফেডারেল সরকারের দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রতিরোধের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে তার কাম্য অনেক দাবি আদায় করে এবং প্রমাণ করে যে একটি মাত্র রাজ্যও কংগ্রেসের উপর তার ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে। এমনকি শুল্ক বাতিলের ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বে আর একটি বিতর্ক দেখা দিয়েছিল যাতে জ্যাকসনের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যাংকের পুনঃ সনদ দানের ব্যাপার। হ্যামিলটনের তত্ত্বাবধানে প্রথম ব্যাংকটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯১ সালে। এটাকে সনদ দেয়া হয়েছিল বিশ বছর মেয়াদের জন্য। যদিও এই ব্যাংকে কিছু পুঁজি ছিল সরকারের তবু তা সরকারী ব্যাংক ছিল না। এটা ছিল একটা বেসরকারী সংস্থা এবং পুঁজির মালিক-দের হাতে যেত এর মুনাফা। মুদ্রাস্থিতিশীল করা এবং বাণিজ্যিক উৎসাহ-দানের লক্ষ্যেই এইটি গঠন করা হয়। কিন্তু যারা অনুভব করেছিলেন সরকার এর সাহায্যে কিছু সংখ্যক ক্ষমতাবান লোককে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করছেন তারা এর বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। ১৮১১ সালের সনদের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যায় তখন তাকে আর নবায়ন করা হয় না।

পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ব্যাংক ব্যবসা রাজ্য-সনদ প্রাপ্ত ব্যাংকগুলির হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যাংকগুলি তাদের দায়শোধের ক্ষমতার চেয়ে বেশি মুদ্রা ছেপে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ক্রমবর্ধমানভাবে একথা

সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রাজ্য ব্যাংকগুলি দেশকে একটি একই ধরনের বা সমমানের মুদ্রা দিতে পারে না এবং ১৮১৬ সালে প্রথমটির অনুরূপ একটি দ্বিতীয় ব্যাংক অব ইউনাইটেড স্টেটকে ২০ বছরের জন্য সনদপত্র দেয়া হয়।

শুরু থেকেই দ্বিতীয় ব্যাংকটি দেশের নতুনতর অংশে এবং সব জায়গার অনুন্নত জনগণের মধ্যে অপ্রিয় ছিল। বিরোধীরা দাবী করে যে এই ব্যাংকের হাতে প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ ব্যবস্থার একচেটিয়া কর্তৃত্ব ন্যস্ত এবং তা কিছুসংখ্যক বিত্তশালী লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। মোটামুটিভাবে এই ব্যাংক সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছিল এবং মূল্যবান সেবা দান করছিল। কিন্তু জ্যাকসন এই ব্যাংক বিরোধীদের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে এই ব্যাংককে পুনঃ সনদ দানের প্রস্তাব দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখান করেন। তিনি এর সাংবিধানিক বৈধতা ও দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের যৌক্তিকতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

এর পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারণার সময় ব্যাংক-এর প্রশ্নটি প্রধান বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠে। এতে মৌলিকভাবে দুটি ভাগ হয়, একদিকে ছিলেন বণিক, শিল্পপতি ও অর্থযোগানদার শ্রেণীসমূহ আর অন্যদিকে ছিলেন শ্রমজীবি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত জনগণ। পরিণতিতে জ্যাকসনের মতবাদ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

জ্যাকসন তাঁর পুনঃনির্বাচনকে এই ব্যাংক ভেঙ্গে দেয়ার সুনিশ্চিত জনপ্রিয় নির্দেশ বলে মনে করেন। ব্যাংক এর সনদ পত্রের একটি ধারার মধ্যে সরকারী তহবিল স্থানান্তরের ক্ষমতাকে তিনি হাতের কাছে মজুত একটি হাতিয়ার হিসাবে পেয়ে ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে এক নির্দেশ জারী করেন যে এরপর থেকে কোন সরকারী অর্থ ইউনাইটেড স্টেটস ব্যাংকে জমা হবে না। যে অর্থ ইতিমধ্যে সেখানে জমা আছে সেগুলো সাধারণ নিয়মে সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য আস্তে আস্তে সেখান থেকে তুলে ফেলা হবে। সতর্কতার সাথে নির্বাচিত এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাজ্য ব্যাংকগুলিকে এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

বৈদেশিক বিষয়ে কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও জ্যাকসন অনুরূপ বিচক্ষণতার বা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। ফ্রান্স যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কিছু

দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত অর্থদান স্থগিত রাখে তখন তিনি ফ্রান্সের সম্পত্তি দখলের সুপারিশ করেন এবং এইভাবে ফ্রান্সকে পথে আনেন। কিন্তু টেক্সাস যখন মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানায় তখন তিনি কূটনৈতিকভাবে সময়োচিত ব্যবস্থা নেবার অজুহাতে গড়িমসি করেন।

যেহেতু জ্যাকসনের রাজনৈতিক বিরোধীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্নমুখী থাকা পর্যন্ত তাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না সে জন্য তারা সকল অসন্তুষ্ট গ্রুপগুলিকে "হুইগ" নামে একটি সাধারণ রাজনৈতিকদলের পতাকাতলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালান। যদিও তারা ১৮৩২ সালের নির্বাচনী প্রচারনার অব্যবহিত পরে সংগঠিত হয়েছিলেন তবু তাদের বিরোধগুলি নিরসন করতে এবং এক মঞ্চে সমবেত হতে ১০ বছরেরও বেশী সময় লাগে। হেনরী ক্লে এবং ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের মত দুই অভিজাত ও উৎকৃষ্ট রাজনীতিকের আকর্ষণীয় নেতৃত্বের দ্বারা এই "হুইগ" পার্টির সদস্যদেরকে সুদৃঢ় ভাবে সংগঠিত করে। কিন্তু ১৮৩৬ সালের নির্বাচনের সময়ও এই পার্টি এত বিভক্ত ছিল যে তারা একটিমাত্র লোকের পেছনে একটি মঞ্চে সমবেত হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে জ্যাকসন সমর্থিত মার্টিন-ভ্যান বুরেন নির্বাচনে জয়ী হন।

তার কার্যকাল সময়ের অর্থনৈতিক মন্দা এবং তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের অনন্য ব্যক্তিত্ব ভ্যান বুরেনের ব্যক্তিত্ব বা গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়। সরকারী কর্মচারীদের জন্য দিনে ১০ ঘণ্টা কার্যকাল প্রবর্তনের মত জনজীবন সংক্রান্ত তার উদ্যোগগুলিও বিশেষ কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। কারন তার নেতৃত্বে সুলভ অপ্রতিরোধ্য গুণাবলীর এবং প্রতিটি পদক্ষেপে জ্যাকসনের মত নাটকীয় বিচক্ষণতার অভাব ছিল। ১৮৪০ সালের নির্বাচনের সময় দেখা গেল যে দেশ এক কঠিন দুঃসময় ও নিম্নমজুরিতে আক্রান্ত। ডেমোক্র্যাটরা বেশ বেকায়দায় পড়েন।

হুইগ পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ওহায়োর উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন ছিলেন ১৮১২ সালের টিপেকানো যুদ্ধের অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়ক। জ্যাকসনের মত তাকেও গণতন্ত্রী পশ্চিমের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হত।

রাজ্যসমূহের অধিকার ও নিম্নহার শুল্কের ব্যাপারে মতামতের জন্য যে জন টাইলার দক্ষিণে খুব জনপ্রিয় ছিলেন তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়ে হ্যারিসন বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ শুরু করার মাত্র এক মাসের মধ্যে ৬৮ বছর বয়স্ক হ্যারিসন মারা যান ও টাইলার প্রেসিডেন্ট হন। ক্লে এবং ওয়েবস্টারের চেয়ে টাইলার-এর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই উপরোক্ত পার্থক্যের কারণে পার্টিতে প্রকাশ্য ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ফলে যে পার্টি তাকে নির্বাচিত করেছিল সে পার্টি তাকে বর্জন করে।

রাজনৈতিক গোলযোগে উত্তেজিত জাতি

১৮২৯ সালে যখন জ্যাকসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন গোটা পশ্চিম দুনিয়ায় অস্থিরতা ও বিদ্রোহের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। তবে নিজস্ব উৎসের ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার সংস্কার চেতনার সাথে এই অভ্যুত্থান পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ছিল। জ্যাকসনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান প্রকাশ পায় তা ছিল সাধারণ মানুষের অপেক্ষাকৃত বেশী অধিকার ও সুযোগের প্রতি অগ্রযাত্রার প্রথম পর্যায় মাত্র।

উদারনৈতিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে শ্রমিক সংগঠনও শুরু হয়। ১৮৩৫ সালে ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিক বাহিনী "অন্ধকার থেকে অন্ধকার" পর্যন্ত কাজ করার কার্যকালকে দৈনিক ১০ ঘণ্টায় হ্রাস করে আনতে সফল হন। এর ফলে নিউহ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যাণ্ড, ওহায়ো এবং ১৮৫০ সালে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নতুন রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুরূপ সংস্কার শুরু হয়।

মানবিক সংস্কারের ব্যাপারে শ্রমিকদের উৎসাহই ছিল এই সময়ের যাবতীয় প্রগতিশীল আন্দোলনের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এটা ছিল বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষা সম্পর্কে ইতিমধ্যে নতুন ধারণা বিকাশ লাভ করে। কারণ

সব জায়গায় স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদরা অশিক্ষিত, এমনকি নিরক্ষর নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপদ অনুমান করতে পেরেছিলেন। নিউ ইয়র্কের ডি. উইট ক্লিনটন, ইলিনয়ের আব্রাহাম লিংকন, ম্যাসাচুসেটস-এর হোরাসম্যানের মত জাতীয় রাষ্ট্রনীতিবিদেরা সংগঠিত শ্রমিক কর্তৃক সমর্থিত হন। শ্রমিক নেতারা কোনরকম দান খয়রাত ছাড়া সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত অবৈতনিক রাজস্ব সমর্থনপুষ্ট বিদ্যালয়ের দাবী করছিলেন। ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি রাজ্যে এই ধরনের বিদ্যায়তনের জন্য আইন প্রণীত হয়। দেশের গোটা উত্তরাঞ্চলের গণবিদ্যালয় পদ্ধতি সাধারণভাবে চালু হয়। দেশের অন্যান্য অংশে অবশ্য গণশিক্ষার জন্য সংগ্রাম অনেক বছর ধরে চলতে থাকে।

পুরানো শৃঙ্খল থেকে পুরুষদেরকে মুক্তিদানকারী সংস্কারসমূহ সমাজে তাদের অসম অবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে। পরাধীনতার সময় থেকে অবিবাহিতা মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ অনেক আইনগত অধিকার ভোগ করতো। কিন্তু রীতি অনুযায়ী তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে করতে হত এবং বিয়ে হওয়ার পর আইনের চোখে তারা আলাদা সত্তা কার্যত হারিয়ে ফেলতেন। মহিলাদের ভোটদানের অধিকার ছিল না। তাদের শিক্ষা সীমিত ছিল পড়া, লেখা, সংগীত, নাচ, ও সূচীকর্মের মধ্যে।

ফ্রান্সিস রাইট নামে অগ্রবর্তী চিন্তার অধিকারিণী একজন স্কটিস মহিলার আমেরিকা ভ্রমণের সাথে মহিলাদের জাগরণ শুরু হয়। ধর্ম ও নারী অধিকারের উপর তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেক লোক আৎকে উঠেন। কিন্তু তাঁর উদাহরণের ফলে আমেরিকান মহিলা আন্দোলনের অনেক মহান ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার বিশেষ খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত লুক্রেটিয়া মট, সুসান বি, এনথনি এবং এলিজাবেথ ক্যাডি স্টেনটন। তাঁরা সাহসের সাথে প্রকাশ্যভাবে নারী অধিকার, ক্রীতদাস প্রথার বিরোধিতা ও শ্রম সংস্কারে ইত্যাদি আন্দোলনের জন্য নিজেদের শক্তি নিয়োগ করে পুরুষ ও বেশির ভাগ মহিলার নিন্দাভাজন হয়েছিলেন।

নারী আন্দোলনের নেতারা একেবারেই বন্ধুহীন ছিলেন না। র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন, আব্রাহাম লিংকন ও হোরাস গ্রীলির মত বিখ্যাত

ব্যক্তিরা তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করেন এবং বক্তৃতা দেন। এইটি যদিও ছিল সংস্কারের চেয়ে আন্দোলনের যুগ তবু এই সময় সুনির্দিষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ১৮২০ সালে এমা উইলার্ড মেয়েদের জন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলেন, ১৮৩৭ সালে মাউণ্ট হোলিওক নামে মহিলাদের জন্য কলেজ পর্যায়ের একটি শিক্ষায়তনও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর চেয়েও সাহসিকতা-মূলক উদ্যোগ হল সহশিক্ষা। এ ক্ষেত্রে ওহায়োর তিনটি কলেজ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলো—১৮৩৩ সালে ওবারলিন. ১৮৫০ সালে আর্বানা এবং ১৮৫৩ সালে এণ্টিওক।

ইতিমধ্যে ১৮৪৮ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিউইয়র্কের সিনেকা প্রপাতে মহিলাদের অধিকার কনভেনশন (সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। এখানের প্রতিনিধিরা আইনের চোখে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সম অধিকারের দাবি জানিয়ে একটি ঘোষণা প্রনয়ণ করেন।

সংস্কৃতি ও শিল্পক্ষেত্রে নয়া উদ্দীপনা

এই বছরগুলিতে ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জাতীয় আত্মবিশ্বাসের চেতনা প্রকাশ পায়। কবি হেনরী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লংফেলো, জন গ্রীনলীফ হুইটার, ওলিভার ওয়েনডেল হোমস এবং জেমস্‌ রাসেল লোওয়েল ১৮৩০ এর দশকে তাদের কর্মকাণ্ড বা কর্মজীবন শুরু করেন। দার্শনিক রালফ ওয়াল্ডো এমারসন তার শক্তিশালী কবিতা ও গদ্যের ভেতর দিয়ে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানব মাহাত্মের পক্ষে প্রচারণা চালান। গল্প ও উপন্যাস লেখক নেথানিয়েল হথর্ন ও এডগার এ্যালান পো মানুষের অভিজ্ঞতার অন্ধকারময় দিক ও অধ্যাত্মবাদের কথা লিখে আমেরিকান চিন্তার বহুমুখী-নতা প্রকাশ করেন।

এইসব লোক যদিও লেখার দ্বারা তাদের দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তবু এদের অনেকেই সমকালীন মানবিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে আগ্রহ দেখান। হুইটার ছিলেন প্রধানত ক্রীতদাস

প্রথা বিরোধী সংগ্রামের কবি সাহিত্যিক। লংফেলো ক্রীতদাস প্রথার উপর তার কবিতাগুলি 'পোয়েমস্ অন স্লেভারি' প্রকাশ করেন ১৮৪২ সালে। লোয়েল 'পেনসিলভেনিয়া ফ্রিম্যান' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ঔজ্জল্যভরা উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্টের কবি জীবন ১৮২৯ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত 'নিউইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র লাভ করেছিল।

এই সময়ের বিশেষ প্রবণতার ফলে প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতি নতুন আগ্রহ জাগে এবং ইতিহাস মনস্কতা বা ঐতিহাসিক মনিষার সূত্রপাতের দ্বারা এই যুগ চিহ্নিত হয়। কয়েক বছর পূর্বে জ্যারেড স্পাকর্শ 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন। তিনি ১৮৩০-এর দশকে ওয়াশিংটন ও ফ্রাংকলিনের লেখাগুলি ও বিপ্লবের কূটনৈতিক চিঠিপত্র সহ ঐতিহাসিক দলিলগুলি সম্পাদনার কাজ হাতে নেন। জর্জ বানক্রফট ১৮৩৪ সালে আমেরিকা আবিষ্কারের শুরু থেকে সংবিধান প্রবর্তন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম পর্ব প্রকাশ করেন।

দৈনন্দিন জীবন ধারায় জনগণের কল্যাণ স্পষ্টতঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮২৫ সালের পর শস্য আছড়াবার কাঠ ও প্রস্তর খণ্ডের স্থান দখল করে শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র। অল্পকালের মধ্যে ঘাস কাটা ও শস্য কাটার যন্ত্র আবিষ্কার হয়। দ্রুত ভৌগলিক সম্প্রসারণের মুখে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিকে পরিচালনা করার অসুবিধা রেলপথের অবিচল সম্প্রসারণের মাধ্যমে কিছুটা সহজতর হয়। ১৮৫০ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম ঘোড়াচালিত গণপরিবহণের গাড়ী শুরু হবার মাত্র বিশ বছর পর একজন লোক ম্যেন থেকে উত্তর ক্যারোলিনা পর্যন্ত আটলান্টিক উপকূল থেকে বাফেলোর এরি হ্রদ পর্যন্ত এবং এরি হ্রদের পশ্চিমের শেষ প্রান্ত থেকে শিকাগো অথবা সিনচিনাটি পর্যন্ত রেলে ভ্রমণ করতে পারত। ১৮৩৫ সালে স্যামুয়েল এফ. বি. মোরসের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৪৪ সালে, ১৮৪৭ সালে রিচার্ড হাও এর উদ্ভাবিত রোটারী মুদ্রণ যন্ত্র প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় বিপ্লব আনয়ন করে এবং আমেরিকানদের জীবনে সংবাদ পত্রকে একটি কতৃত্বময় আসন দানের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

১৮১২ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত জাতির অগ্রগতির অন্যতম পরিচায়ক ঘটনা হলো আনুমানিক ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে জনসংখ্যার ২ কোটি ৩০ লক্ষে উন্নীত হওয়া। এই সময়ের মধ্যে বসতি স্থাপনের জন্য প্রাপ্ত জমির পরিমাণ বেড়েছিল প্রায় ইউরোপ মহাদেশের আয়তনের সমপরিমাণ—অর্থাৎ তা ৪৪ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার থেকে ৭৮ হাজার বর্গ কিলোমিটারে উন্নীত হয়। তদুপরি বর্ধিষ্ণু কৃষি ছাড়াও অনেক শিল্পের বিকাশ ঘটছিল দ্রুত গতিতে। এই সব শিল্প শুধু পূর্ব উপকূলে নয় বরং পশ্চিমের দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠা শহরগুলিতেও এই শিল্পবিকাশ ঘটে। জাতির স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা এবং তার অর্থনীতি ও প্রতিষ্ঠানের সজীবতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বা পার্থক্যের মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ নিবদ্ধ ছিল তা পরবর্তী দশকের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য ছিল।

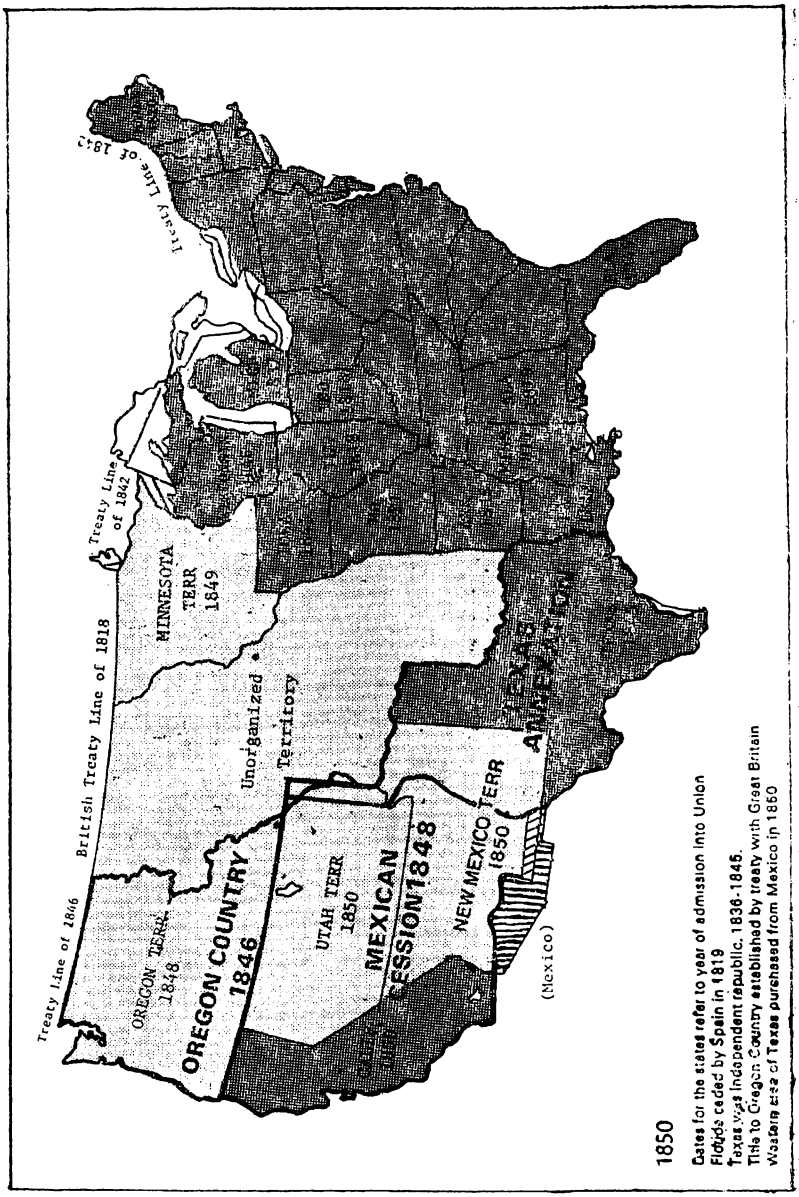

১৮৫০ উল্লেখিত সন বিভিন্ন রাজ্যের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির বছর নির্দেশ করে।
স্পেন কর্তৃক ফ্লোরিডা ১৮১৯ সালে সমর্পণ করা হয়।
১৮৩৬—১৮৪৫ সালে টেকসাস ছিল একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র।
গ্রেট বৃটেনের সাথে চুক্তির মাধ্যমে অরিগন রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫০ সালে টেকসাসের পশ্চিম এলাকা মেক্সিকো থেকে ক্রয় করা হয়।

পঞ্চম
অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত বিরোধ

"অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিভক্ত একটি গৃহ টিকে থাকতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি এই সরকার অর্ধ ক্রীতদাস ও অর্ধ স্বাধীন হিসেবে স্থায়ী হতে পারে না।

আব্রাহাম লিংকন
স্প্রিংফিল্ড, ইলিনয়, জুন ১৭,১৮৫৮

উনিশ শতকের মাঝামাঝি দশকগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অন্যান্য জাতিসমূহের কাছে এত আগ্রহের বিষয় ছিল না। এর ফলে কিছুসংখ্যক বিখ্যাত পর্যটক এদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রান্সের রাজনৈতিক লেখক এ্যালেকজীস ডি টকোভিলি। তাঁর লেখা "ডেমোক্রেসী ইন আমেরিকা" ১৮৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা ইউরোপ মহাদেশে সাদরে গৃহীত হয়। নতুন দেশ সম্পর্কে মতামত ক্রমেই অধিকতরভাবে অনুকূল হয়ে উঠে। পর্যটনকারীরা এখানে এসে উপসাগর এবং বোস্টন শহরের সৌন্দর্য দেখতে পান, আরো দেখতে পান যে কি অলৌকিক ভাবে ইউটিকা, সিরাকিউস ও অবার্ণ এর মত একের পর এক বর্ধিষ্ণু শহর জনমানবশূন্য প্রান্তরে গড়ে উঠছে। উত্তরাঞ্চলের রাজ্য-সমূহে ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা সর্বত্র কৃষি, বাণিজ্য ও বিরাট বিরাট জন-কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির অত্যন্ত সন্দেহাতীত প্রমাণও দেখতে পান।

জাতীয় ভূখণ্ড এখন বনভূমি, সমতলভূমি ও পর্বতমালা জুড়ে প্রসারিত। এই বিরাট ভূখণ্ডের সীমানায় ৩১ টি রাজ্য নিয়ে গঠিত ইউনিয়নে বাস করছিলো ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক। এই ভূখণ্ডের সকল সম্ভাবনা যে প্রকৃতই বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে একথা এমনভাবে ইতিপূর্বে আর কখনোই বোঝা যায় নি।

পূর্ব দিকে শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কৃষির চমকপ্রদ বিকাশ লাভ করে। রেলপথ দেশের সব বসতি অঞ্চলগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার খনি থেকে স্বর্ণের স্রোত বাণিজ্য খাতে প্রবাহিত হয়।

এত সত্ত্বেও পর্যটকরা খুব শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে দুটি আমেরিকার অস্তিত্ব রয়েছে—একটি উত্তর ও একটি দক্ষিণ। এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রযাত্রার গতির মধ্যেই সুপ্ত বিপদ লুকিয়ে ছিল। শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র ছিল নিউ-ইংল্যাণ্ড ও আটলাণ্টিক রাজ্যগুলি। এই সব এলাকার প্রধান উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ছিল সুতীবস্ত্র, কাঠ, পোশাক পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি, চামড়া ও পশমদ্রব্য ইত্যাদি। একই সময়ে বাণিজ্য পোতও উন্নতির চরম শিখরে পেঁৗছে এবং আমেরিকান পতাকাবাহী জাহাজগুলি সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর সকল জাতিকে পণ্য সরবরাহ করতে থাকে।

উপকূল অঞ্চলে ধানের চাষ, লুসিয়ানাতে চিনি উৎপাদন, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে তামাক চাষ ও সাধারণ কৃষি তৎপরতাসহ বিক্ষিপ্ত শিল্প উদ্যোগ থাকলেও দক্ষিণাঞ্চলে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল কার্পাস তুলা। উপসাগর অঞ্চলীয় সমতল কৃষ্ণবর্ণের জমিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫০-এর দশকে কার্পাস তুলার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবং সড়ক পথের মালগাড়ী, মালবাহী জাহাজ ও রেল সকটগুলিতে অগণিত বেল কার্পাস তুলা উত্তর ও দক্ষিণের বাজারগুলিতে পরিবহণ করে নেয়া হয়। এই তুলা উত্তরাঞ্চলের বস্ত্রকলগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ করে। এবং জাতির অর্জিত অর্ধেকেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেন।

অন্তহীন তৃণভূমি ও দ্রুত বেড়ে উঠা জনসংখ্যা নিয়ে মধ্য পশ্চিম অঞ্চল এই সুসময়ে পুরোপুরি অংশীদারিত্ব করে। এই অঞ্চলের উৎপাদিত গম ও মাংসের যথেষ্ট চাহিদা ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বসতি অঞ্চলে। বিভিন্ন শ্রম লাঘবকারী বিশেষত ম্যাককরমিক রিপার বা শস্য কাটার যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন অতুলনীয়ভাবে বেড়ে যায়। ১৮৪৮ সালে ৫০০-এর মত শস্যকাটার যন্ত্র ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮৬০ সালে এই

যন্ত্র ব্যবহৃত হত ১০০,০০০ এরও বেশি। জাতীয় বা দেশের গম উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যে ১৮৫০ সালের ৩ কোটি ৫০ লক্ষ হেকটোলিটার থেকে বেড়ে ১৮৬০ সালে ৬ কোটি ১০ লক্ষ হেকটোলিটার এ দাঁড়ায়। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি উৎপাদিত হত মধ্য পশ্চিমে।

পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতির একটি প্রধান উদ্দীপক বা সহায়ক উপাদান ছিল যানবাহন ব্যবস্থার অত্যধিক উৎকর্ষতা। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে পাঁচটি রেলওয়ে ট্রাঙ্ক লাইন আপালেসিয়ান পর্বতের বাধা অতিক্রম করে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে দক্ষিণের অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং ১৮৫০-এর দশকের শেষ ভাগের আগে পর্যন্ত পর্বতমালার ভেতর দিয়ে মিসিসিপি নদীর নিম্নভাগকে দক্ষিণাঞ্চলের আটলাণ্টিক উপকূলের সাথে অবারিতভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনীতিতে ক্রীতদাস প্রথার অভিশাপ

উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধপূর্ণ স্বার্থ ক্রমাগত বেশিভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কার্পাস তুলার ব্যবসা থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে দক্ষিণের লোকেরা উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক নীতিকে নিজেদের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী করে। উত্তরের বাসিন্দারা অন্য দিকে ঘোষণা করেন যে, অদ্ভুত ধরনের অর্থনৈতিক সংগঠনকে দক্ষিণাঞ্চল তাদের অর্থনীতির পক্ষে একান্ত জরুরী বলে মনে করেন সেই ক্রীতদাস ব্যবস্থাই ঐ অঞ্চলের আপেক্ষিক পশ্চাদপদতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

ক্রীতদাস ব্যবস্থার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক বা এলাকাগত বিভেদ রেখা ১৮৩০ সালের দিক থেকেই ধীরে ধীরে কঠোরতর হয়ে উঠছিল। উত্তরে বিলোপবাদী প্রবণতা (ক্রীতদাস প্রথার) ক্রমেই অধিকতরভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। যে সব অঞ্চল তখন ও রাজ্য হিসেবে সংগঠিত হয় নি সে সব অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা সম্প্রসারণ বিরোধী 'ফ্রি সয়েল মুভমেণ্ট' বা 'মুক্ত জমি' আন্দোলনের ফলে উপরোক্ত প্রবণতা প্রশমিত হয়। ইংরেজী ভাষার ব্যবহার কিংবা প্রতিনিধি

চালিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা যেমন নির্দোষ—তেমনি ১৮৫০ সালের দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের কাছে ক্রীতদাস প্রথাও ছিল এমন একটি নির্দোষ ব্যবস্থা। কিছু কিছু উপকূলীয় এলাকায় ১৮৫০ সালের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা ছিল ২০০ বছরের বেশি পুরাতন এবং তা ছিল এখানকার মৌলিক অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। ১৫টি দক্ষিণাঞ্চলীয় ও সীমান্ত রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ লোকের সংখ্যা ছিল শ্বেতাঙ্গ লোকসংখ্যার অর্ধেকের মত। অথচ উত্তরে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।

১৮৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক আমেরিকান রাজনীতিতে আর সব কিছুকে ম্লান করে ফেলে। আটলান্টিক থেকে মিসিসিপি নদী বা তারপর পর্যন্ত দক্ষিণ ভূখণ্ডটি ছিল অপেক্ষাকৃত সংহত একটি রাজনৈতিক ইউনিট এবং কার্পাস তুলার চাষ ও কৃতদাস প্রথার সাথে সম্পর্কিত সকল মৌলিকনীতির ব্যাপারে ছিল একমত। দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ খামার মালিক ক্রীতদাস প্রথাকে অত্যাবশ্যকীয় ও স্থায়ী বলে বিবেচনা করতেন। প্রাগৈতিহাসিক সরঞ্জাম নির্ভর তুলাচাষে ক্রীতদাস নিয়োগের ব্যাপারটা ছিল একান্তভাবে উপযোগী। এই চাষে বছরে নয়মাস কাজের প্রয়োজন এবং এতে মহিলা ও শিশুসহ পুরুষদের কেও কাজে লাগানো যায়।

ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে বর্ধিত বিতর্ক

দক্ষিণের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ এবং পাদ্রীদের অধিকাংশ উত্তরাঞ্চলের মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তখন ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপারে আর কোন দুঃখ প্রকাশ করছিলেন না বরং তারা এই প্রথার জোরালো সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। এটাকে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণরূপে বিবেচনা করা হচ্ছিল এবং দক্ষিণের প্রচারকরা খুব দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন যে ক্রীতদাস প্রথার আওতায় পুঁজি ও শ্রমিকের সম্পর্ক উত্তরাঞ্চলের মজুরী পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি মানবিক।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত খামার পরিচালনার পুরানো পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রভু কর্তৃক ক্রীতদাসদেরকে সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে তদারকের সহজ

পদ্ধতির ব্যবস্থাপনাই ছিল তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। ১৮৩০ সালের পরে নিম্ন দক্ষিণাঞ্চলে অবশ্য ব্যাপক ভিত্তিক তুলা উৎপাদন শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দাসের মালিকরা তাদের ক্রীতদাসদের উপর ঘনিষ্টভাবে ব্যক্তিগত তদারকি বন্ধ করেন এবং এই কাজের জন্য পেশাদার ওভারসিয়ার নিয়োগ করেন। ক্রীতদাসের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ কাজ আদায় করে নেয়ার ক্ষমতার উপর ওভারসিয়ারদের কার্যকাল ছিল নির্ভরশীল।

অনেক খামার মালিক ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার উদাহরণও ছিল। বিশেষ করে যারা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার সাথে জড়িত থাকতেন তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করা হত। তবে ওভারসিয়ারদের অমানবিকতাই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় ছিল না বরং প্রধান সমালোচনার বিষয় ছিল প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন হওয়ার মৌলিক অধিকারে লঙ্ঘন।

দক্ষিণাঞ্চলে তুলা চাষ ও শ্রম পদ্ধতির মধ্যদিয়ে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগের প্রকাশ ঘটে। অতি সামান্য গুরুত্বের একটি ফসল থেকে ১৮০০ সালে তুলার উৎপাদন এক লাফে উঠে যায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোগ্রামে, ১৮২০ সালে তা দাঁড়ায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ কিলোগ্রামে এবং ১৮৪০ সালের মধ্যে তার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশি। ১৮৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৮ ভাগের ৭ ভাগ তুলা উৎপন্ন হত আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে।

সহগামী বিষয় (তুলাচাষের) হিসাবে ক্রীতদাস ব্যবস্থাও বেড়ে উঠছিল এবং জাতীয় রাজনীতিতে তুলাও ক্রীতদাস ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিল দক্ষিণের বাসিন্দারা প্রধানত তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ চাচ্ছিল। চাষের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ একটি মাত্র শস্য অর্থাৎ তুলা চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় নতুন উর্বরা এলাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বার্থে ক্রীতদাস নির্ভর অতিরিক্ত রাজ্যের মাধ্যমে নতুন মুক্ত রাজ্যের (ক্রীতদাস বর্জিত) অন্তর্ভুক্তির সাথে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে দক্ষিণাঞ্চলে আরও নতুন ভূখণ্ডের প্রয়োজন ছিল। দক্ষিণের

মতামতের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ক্রীতদাস প্রথা বিরোধীরা ক্রীতদাস ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির চক্রান্ত দেখতে পায় এবং ১৮৩০-এর দশকে এর বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা জঙ্গী রূপ গ্রহণ করে।

আমেরিকান বিপ্লবের একটি ফলশ্রুতি বা প্রশাখা হিসেবে ক্রীতদাস বিরোধী একটি প্রাথমিক আন্দোলন ১৮০৮ সালে সর্বশেষ বিজয় অর্জন করেছিল যখন কংগ্রেস আফ্রিকার সাথে ক্রীতদাস বাণিজ্য রহিত করে। এরপর থেকে ক্রীতদাস প্রথার বিরোধীতা করেণ প্রধানত খৃষ্ট ধর্মের কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা মৃদু এবং অকার্যকর প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছিলো। এদিকে তুলা পরিষ্কার বা বাছাই করার যন্ত্র ক্রীতদাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা গড়ে তুলছিল। মূলত সমসাময়িক কালের গতিশীল গণতন্ত্রের আদর্শবাদ ও সকল শ্রেণীর জন্য সামাজিক ন্যায় বিচারের নতুন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২০-এর দশকে আন্দোলন এক নতুনতর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

আমেরিকার বিলোপবাদী (ক্রীতদাস প্রথা) আন্দোলন রণমুখী অপোষ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ক্রীতদাস প্রথার অবসানের জন্য আশু চাপ দিতে থাকে। এই চরম মনোভাবের নেতৃত্ব দেন ম্যাসাচুসেটস-এর উইলিয়াম লয়েড গ্যারীসন নামে একজন তরুণ নেতা। তাঁর মধ্যে একাধারে জঙ্গী-জেহাদী বীরত্ব ও জনপ্রিয় বক্তাসুলভ ধর্ম যুদ্ধের উদ্দীপনার সমন্বয় ঘটেছিল।

১৮৩১ সালের ১লা জানুয়ারী গ্যারিসনের দি লিবারেটর নামক পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং এতে ঘোষণা করা হয় যে, "আমি কঠোর উদ্যমের সাথে ক্রীতদাসদের আশু ভোটাধিকার দানের পক্ষে বিতর্ক চালিয়ে যাব...এই বিষয়ের উপর আমি সংযম বা নরমভাবে চিন্তা করতে, কথা বলতে বা লিখতে ইচ্ছুক নই···আমি একান্তই আন্তরিক, আমি আমার স্থান ত্যাগ করবো না—আমি ক্ষমা করবো না···আমি এক ইঞ্চিও পশ্চাদপসরণ করবো না···এবং আমার কথা শুনতে হবে"।

যে ব্যবস্থাটিকে দীর্ঘ দিন ধরে অপরিবর্তিত বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল, তার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে গ্যারীসনের চমকপ্রদ কার্যকলাপ উত্তরাঞ্চলের

জনগণকে সচেতন করে তোলে। তার কৌশল ছিল ক্রীতদাস প্রথার অত্যন্ত ঘৃণ্য দিকগুলি জনগণের উপলব্ধিতে তুলে ধরা এবং ক্রীতদাসের মালিক-নিপীড়ক ও মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসাদার হিসেবে নিন্দা করা। তিনি ক্রীতদাস মালিকদের কোন অধিকার স্বীকার করতেন না, কোন আপোষ-এ প্রস্তুত ছিলেন না এবং এই ব্যাপারে কোন বিলম্ব সইতেও ছিলেন নারাজ। অপেক্ষাকৃত কম শক্তি প্রয়োগ প্রথম উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা তার আইন অমান্যকরণ পদ্ধতিকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাদের মত ছিল বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংস্কার সাধিত হওয়া উচিত।

ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের একটি পর্যায় ছিল এই আন্দোলন। ক্রীতদাসদেরকে উত্তরের নিরাপদ আশ্রয়ে কিংবা সীমান্তের অপর পারে কানাডায় পালিয়ে যেতে সাহায্য করা। ১৮৩০-এর দশকে উত্তরাঞ্চলের সকল অংশে "ভূগর্ভস্থ রেলপথ" নামে পরিচিত এক বহু বিস্তৃত গোপন চলাচল পথ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সবচেয়ে সফল তৎপরতা ছিল পুরনো উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূখণ্ডে। অনুমান করা হয় যে শুধুমাত্র ওহায়ো রাজ্যেই ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ৪০ হাজার পলাতক ক্রীতদাস মুক্তি লাভে সহায়তা পেয়েছিল। স্থানীয় ক্রীতদাস বিরোধী সমিতির সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠেছিল যে, ১৮৪০ সালে এইরূপ সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুই হাজার এবং তাদের সদস্য সংখ্যা সম্ভবত ছিল ২ লাখের মত।

সক্রিয় বিলোপবাদীদের তরফে ক্রীতদাস প্রথাকে একটি বিবেকের প্রশ্ন করে তোলার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উত্তরের বাসিন্দারা সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থেকে তারা মনে করতেন যে ক্রীতদাস প্রথার সমস্যাটি হলো দক্ষিণাঞ্চলীয় লোকদের এবং রাষ্ট্রীয় তৎপরতার মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। তাদের বিবেচনায় গোঁড়া ক্রীতদাস বিরোধীদের লাগামহীন আন্দোলন ইউনিয়নের সংহতির পক্ষে একটি হুমকি স্বরূপ।

১৮৪৫ সালে অবশ্য টেকসাস দখল ও মেকসিকান যুদ্ধের ফলে দক্ষিণাঞ্চলে ভূখণ্ড লাভ করার অব্যবহিত পর ক্রীতদাস প্রথার নৈতিক প্রশ্নটি জীবন্ত

রাজনৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়। সে সময় পর্যন্ত মনে করা হচ্ছিল যে ক্রীতদাস প্রথা যে সব এলাকায় ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সেখানেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। ১৮২০ সালের মিসৌরী আপোষ রফাতে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল এবং সে সীমানা অতিক্রম করার কোন সুযোগ ছিল না। নতুন ভূখণ্ডগুলি ক্রীতদাস প্রথা নবতরভাবে সম্প্রসারণের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

উত্তরাঞ্চলের অনেক বাসিন্দা বিশ্বাস করতেন যে যদি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আটকে রাখা হয় তবেই ক্রীতদাস প্রথা শেষ পর্যন্ত হ্রাস পাবে ও বিলুপ্ত হবে। ক্রীতদাস প্রথা নির্ভর নতুন রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিরোধিতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য তারা ওয়াশিংটন ও জেফারসনের বক্তব্যসমূহ এবং ১৭৮৭ সালের অর্ডিন্যান্স এর উল্লেখ করেন যাতে ক্রীতদাস প্রথাকে উত্তর পশ্চিমে সম্প্রসারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। টেক্সাসে যেহেতু পূর্ব থেকেই ক্রীতদাস প্রথা বিদ্যমান ছিল স্বভাবতই একটি ক্রীতদাস নির্ভর রাজ্য হিসাবে তা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো এবং উটায় ক্রীতদাস প্রথা ছিলনা এবং ১৮৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন এ এলাকাগুলি নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন এদেরকে নিয়ে কি করা হবে সে ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী সুপারিশ আসে।

দক্ষিণে চরম পন্থীরা দাবি জানায় যে মেক্সিকো থেকে দখল করা ভূখণ্ডগুলি ক্রীতদাস মালিকদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের শক্তিশালী ক্রীতদাস বিরোধিরা দাবী জানান যে সকল নতুন ভূখণ্ডে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করা হোক। মধ্যপন্থী এক গ্রুপ সুপারিশ করেন যে মিসৌরী আপোষ রেখাকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হোক এবং তার উত্তর দিকের রাজ্যগুলি হবে মুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণের গুলি হবে ক্রীতদাস নির্ভর রাজ্য। অপর এক গ্রুপ প্রস্তাব করেন যে কোন বসতি স্থাপনকারীকে নতুন ভূখণ্ডে যাওয়ার জন্য সরকারের তরফের অনুমতি দেয়া উচিত এবং যখন এই অঞ্চলগুলিকে রাজ্য হিসাবে সংগঠিত করার সময় আসবে তখন জনগণ নিজেরাই এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিবে।

দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের মত ছিল এই যে, সকল ভূখণ্ডে টিকে থাকার অধিকার ক্রীতদাস প্রথার আছে। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দৃঢ়তার সাথে

বলে যে এই প্রথার অধিকার কোন রাজ্যেরই নেই। ১৮৪৮ সালে ফ্রি সয়েল পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে প্রায় ৩০০,০০০ লোক ভোট দেন। এই পার্টি ঘোষণা করে যে, "সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি হচ্ছে ক্রীতদাস প্রথাকে সীমিত, নির্দিষ্ট এলাকায় গণ্ডীবদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করা।"

১৮৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা আবিষ্কারের ফলে ১৮৪৯ সালের একটি মাত্র বছরে ৮০,০০০ এরও বেশি প্রচণ্ড এক অভিগমনকারীর চাপ দেখা যায়। ক্যালিফোর্নিয়া একটি কঠিন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। কারণ এখানে একটি সংগঠিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কংগ্রেসকে এই নতুন অঞ্চলের মর্যাদা ঠিক করতে হয়। সিনেটর হেনরী ক্লে'র উপর জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ন্যস্ত ছিল। কারণ তিনি ইতি-পূর্বে দু'বার সংকটকালে আপোষমূলক প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এখনও আর একবার তিনি সুপ্রণীত পরিকল্পনার সাহায্যে বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিরসন করেন।

তার আপোষ প্রস্তাবে (পরবর্তীকালে কংগ্রেসে সংশোধিত) অন্যান্য বিষ-য়ের সাথে বলা হয় যে একটি মুক্ত ভূখণ্ড (ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ) শাসনত-ন্ত্রের রাজ্য হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং নতুনভাবে পাওয়া অবশিষ্ট ভূখণ্ডগুলিকে নিউ মেক্সিকো ও উটা এই দু'ভাগে ভাগ করে ক্রীতদাস প্রথার কথা উল্লেখ না করেই সংগঠিত করা হোক; নিউ মেক্সি-কোর একটি অংশের উপর টেক্সাসের দাবীকে এক কোটি ডলার দিয়ে সন্তুষ্ট করা হোক; পলাতক ক্রীতদাসদেরকে ধরার জন্য আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক; এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া জেলায় ক্রীতদাস কেনা-বেচা (ক্রীতদাস প্রথা নয়) বন্ধ করা হোক। আমেরিকান ইতিহাসে '১৮৫০ সালের আপোষ' বলে বিখ্যাত এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয় এবং দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

তিন বছর পর্যন্ত এই আপোষ রফাগুলি মনে হয়েছিল প্রায় সকল মত-বিরোধের নিষ্পত্তি করেছে। তলে তলে কিন্তু উত্তেজনা বেড়ে উঠছিল। 'পলাতক ক্রীতদাস আইন' উত্তরাঞ্চলের অনেক বাসিন্দাকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল এবং তারা এই জাতীয় ক্রীতদাসদেরকে ধরার ব্যাপারে কোন

ভূমিকা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্টা তারা পলায়নপরদের পলায়নে সহায়তা দান করেন এবং ভূগর্ভস্থ রেল পথকে (গোপন ব্যবস্থা) পূর্বের চেয়ে আরও দুঃসাহসিক করে তুলেন।

গৃহবিবাদ ঘনিয়ে আসে

যারা মনে করছিলেন যে ক্রীতদাস প্রথা সমস্যার সমাধান আপনা থেকে হয়ে যাবে তারা কেবলমাত্র রাজনীতিবিদ ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদের-কেই হিসাবে ধরেছিলেন। কালক্রমে প্রমাণিত হয় যে, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত একটি মাত্র পুস্তক এইসব আইন প্রণেতা কিংবা সংবাদপত্রের চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। উল্লেখিত পুস্তকটি ছিল হ্যারিয়েট বীছার স্টো এর লেখা 'আংকল টমস্ কেবিন'। মিসেস স্টো যখন বইটি লিখছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন যে এটা হবে সামান্য নকসা মাত্র। কিন্তু কাজ এগিয়ে চলার সাথে সাথে এর পরিধি সম্প্রসারিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম বছরেই এই পুস্তকের তিন লাখেরও বেশি কপি বিক্রি হয়। এবং চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আটটি বিদ্যুৎ চালিত প্রেসকে দিনে রাতে কাজ করতে হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তক অনেক ভাষায় অনূদিত হয়।

এই উপন্যাসে দেখানো হয় যে ক্রীতদাস প্রথার সাথে নিষ্ঠুরতা কিরকম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং মুক্ত সমাজেও কি রকম মৌলিকভাবে পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যহীন। উত্তরাঞ্চলের উঠতি ভোটাররা এতে গভীরভাবে আলোড়িত হয়। মৌলিক মানবিক আবেগের প্রতি আবেদন জানিয়ে—অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে এবং যে সব অসহায় ব্যক্তি নির্দয় শোষণের শিকার তাদের জন্য করুণার ভাব জাগিয়ে এই পুস্তক তরুন ও বৃদ্ধদের মধ্যে ক্রীতদাস বিরোধী আন্দোলনের প্রতি ব্যপক উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। ১৮৫৪ সালে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডগুলিতে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কিত পুরোনো বিতর্কটি নতুনভাবে শুরু হয় এবং বিবাদ আরও তিক্ততর হয়ে ওঠে। যে অঞ্চল

নিয়ে এখন কানসাস্ ও নেব্রাস্কা গঠিত সেদিকে বসতি স্থাপনকারীরা ইতি-মধ্যেই আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি স্থিতিশীল সরকার গঠিত হওয়ার সাথে সাথে এর দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত হয়।

বিভেদ গভীরতর হয়

'মিসৌরী আপোষ রফার' আওতায় এই সমগ্র অঞ্চলটিতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও মিসৌরীর প্রধান ক্রীতদাস মালিকরা তাদের পশ্চিম সীমান্তের পাশে অবস্থিত কানসাসকে মুক্ত ভূখণ্ড হতে দিতে আপত্তি জানায়। কারন তার ফলে মিসৌরীর তখন হবে তিনটি মুক্ত প্রতিবেশী এবং ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে ওঠা আন্দোলনের চাপে সেও হয়ত সহসা একটি দাস মুক্ত রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য হবে। কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসে মিসৌরীর প্রতিনিধিরা দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে এই অঞ্চলকে সংগঠিত করার সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করে।

এই সময় ইলিনয় থেকে নির্বাচিত প্রবীন সিনেটর সিটফেন এ ডগলাস উত্তেজনার ঝড় সৃষ্টিকারী এমন এক বিল উত্থাপন করেন যা মুক্ত রাজ্য-সমূহের (ক্রীতদাস বিরোধী) সব মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তিনি যুক্তি দেখান যে ১৮৫০ সালের আপোষ রফায় যেহেতু উটা নিউ মেক্সিকোকে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা তাদেরই উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল সেহেতু মিসৌরী আপোষ রক্ষা অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে। তার প্রস্তাবে কানসাস এবং নেব্রাসকা ভূখণ্ড দুটি নিয়ে দুটি রাজ্য গঠন করে সেখানে বসতি স্থাপনকারীদেরকে ক্রীতদাস নিয়ে যাবার অনুমতি দানের কথা বলা হয়। সেখানকার বাসিন্দারাই স্থির করবেন তারা কিভাবে অর্থাৎ মুক্ত না ক্রীতদাস নির্ভর রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নে যোগ দেবেন।

উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অভিযোগ করেন যে ১৮৫৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে ডগলাস দক্ষিণাঞ্চলকে তোষামোদের মাধ্যমে আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করছেন। এই বিলের উপর ক্রুদ্ধ বিতর্ক চলতে থাকে। মুক্ত রাজ্যের পত্রিকাসমূহে এই বিলটিকে তীব্রভাবে নিন্দা করা

হয়। উত্তরাঞ্চলের যাজক সম্প্রদায়ও এটিকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করেন। যে ব্যবসায়ী সমাজ এতদিন দক্ষিণের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছিলেন তারাও হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেন। এতদসত্বেও মে মাসের এক সকালে অত্যুৎসাহী দক্ষিণাঞ্চলীয় বাসিন্দাদের কামান গর্জনের মধ্য দিয়ে সিনেট বিলটি পাশ করেন। এই সময় স্যালমন পি চ্যাজ নামে ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী এক নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "তারা একটি সাম্প্রতিক বিজয় উৎসব করছেন, কিন্তু তারা যে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছেন তা ক্রীতদাস প্রথা নিজেই বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত থামবে না"। পরে ডগলাস যখন তার নিজের সমর্থনে কিছু বলার উদ্দেশ্যে শিকাগো সফরে যান, তখন পোতাশ্রয়ে অবস্থানরত জাহাজগুলি তাঁদের পতাকা অর্ধনমিত করেছিলেন, ধীরে গতিতে এক ঘণ্টা ধরে গীর্জার ঘণ্টাগুলি বাজানো হচ্ছিল এবং ১০,০০০ লোকের এক জনতা এমন ধিক্কারসূচক ধ্বনি দিচ্ছিল যে তার বক্তৃতা কাউকেও শোনানো সম্ভব হয়নি।

ডগলাসের এই গ্রহদুষ্ট বিলটির আশুফল বা পরিণতি ছিল ভয়াবহ। ক্রীতদাসপ্রথা সম্প্রসারণের প্রশ্নে যে হুইগ পার্টি দু'দিকে পা রেখেছিল তা অতলে তলিয়ে যায় এবং রিপাবলিকান নামে একটি নতুন শক্তিশালী সংগঠন তার স্থান দখল করে। এই পার্টির প্রাথমিক দাবী ছিল সকল ভূখণ্ড থেকে ক্রীতদাস প্রথা বাতিল করা হোক। এই পার্টির ১৮৫৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জন ফ্রিমন্টকে মনোনয়ন দান করে। সুদূর পশ্চিমে পাঁচটি অনুসন্ধানকারী অভিযানের মাধ্যমে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে হেরে গেলেও নতুন দলটি উত্তরের বিরাট অংশে বিপুল সমর্থন লাভ করেছিলেন। চ্যাজ এবং উইলিয়াম সেওয়ার্ড এর মত মুক্ত অঞ্চলের নেতারা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এদের সাথে লম্বা রোগাটে আব্রাহাম লিংকন নামে ইলিনয়েসের একজন এটর্নীকেও দেখা যায়।

দক্ষিণের দাস মালিক ও ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী এই উভয় পক্ষের লোক কানসাসে প্রবেশ করার ফলে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয় এবং শীঘ্রই এই ভূখণ্ডটি "রক্তাক্ত কানসাস" নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য ঘটনা প্রবাহ জাতিকে

আরো অভ্যুত্থানের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই সব ঘটনার মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ড্রেড স্কট সম্পর্কে ১৮৫৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত রায়।

স্কট ছিলেন মিসৌরীর একজন ক্রীতদাস। প্রায় ২০ বছর পূর্বে তার প্রভু তাকে ইলিনয়েস ও উইসকনসিনে বসবাসের জন্য এনেছিলেন অথচ এই ভূখণ্ডে ক্রীতদাস প্রথা ছিল নিষিদ্ধ। মিসৌরীতে ফিরে এসে এবং নিজের জীবন ধারণ পদ্ধতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুক্ত রাজ্যে বসবাসের যুক্তিতে স্কট মুক্তির জন্য মামলা দায়ের করেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় লোক অধ্যুষিত কোর্ট সিদ্ধান্ত দেন যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ক্রীতদাস নির্ভর রাজ্যে ফিরে এসে স্কট স্বাধীন হবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন এবং আরো রায় দেন যে কংগ্রেসের তরফে এই ভূখণ্ডে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করার যে কোন প্রচেষ্টা ছিল অবৈধ।

ড্রেড স্কট মামলার রায় গোটা উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড উত্তেজনার ঢেউ তোলে। ইতিপূর্বে কোনো কোর্ট এমন কঠোরভাবে নিন্দিত হয় নি। দক্ষিণাঞ্চলের ডেমোক্রেটদের জন্য এই রায় ছিল বিরাট এক বিজয়, কারণ এই সব ভূ-খণ্ডে ক্রীতদাস প্রথার সমর্থনে তারা যে যুক্তি দান করেন, এই রায়ে তার প্রতি বিচার বিভাগীয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লিংকনের আক্রমণ

আব্রাহাম লিংকন দীর্ঘদিন থেকে ক্রীতদাস প্রথাকে একটি ক্ষতিকর ব্যবস্থা বলে মনে করতেন। ১৮৫৪ সালে ইলিনয়েসের পিউরিয়াতে এক বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ক্রীতদাস প্রথাকে সীমিত করা এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত করার নীতির ভিত্তিতে জাতীয় সব আইন-কানুন তৈরি করা উচিত। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের নীতিটি কপট। কারণ পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূ-খণ্ডের ক্রীতদাস প্রথা শুধুমাত্র সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী-দের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয় বরং তার সাথে সমগ্র ইউনিয়ন জড়িত। এই বক্তৃতার মাধ্যমে বর্ধিষ্ণু গোটা পশ্চিমাঞ্চলে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

১৮৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনে লিংকন ইলিনয় থেকে স্টিফেন-এ ডগলাস-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেন। ১৭ই জুন তারিখে তার প্রচারণা শুরুর উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রথম অনুচ্ছেদে লিংকন আমেরিকান ইতিহাসের পরবর্তী সাতবছরের মূল ভাবধারাটি তুলে ধরেন :

"আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিভক্ত একটি গৃহ টিকে থাকতে পারে না।' আমি বিশ্বাস করি এই সরকার স্থায়ীভাবে ক্রীতদাস ও স্বাধীন অবস্থায় স্থায়ী হতে পারে না। আমি চাই না ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাক—আমি চাই না গৃহের পতন হোক—কিন্তু আমি আশা করি এর বিভক্তি রহিত হবে"।

১৮৫৮ সালের পরবর্তী মাসগুলোতে লিংকন এবং ডগলাস একের পর এক সাতটি তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হন। পাঁচ ফুট লম্বা একজন বলিষ্ঠ লোক সিনেটর ডগলাস "ক্ষুদে দৈত্য" হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বক্তা হিসেবে তাঁর ঈর্ষণীয় সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বাকপটুতার সাথে চ্যালেঞ্জদানকারী লিংকনের মধ্যে তিনি তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পান। শেষ পর্যন্ত যদিও ডগলাস সামান্য ব্যবধানে জয়ী হন তবুও লিংকন জাতীয় নেতার মর্যাদা লাভ করেন।

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব আবার প্রকট হয়ে ওঠে। ১৮৫৯ সালের ১৬ই অক্টোবর রাতে জন ব্রাউন নামে এক অতি উৎসাহী ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী লোক, যিনি তিনবছর পূর্বে কানসাসে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে রক্তাক্ত আঘাত হেনেছিলেন, আর কিছু সংখ্যক চরম বিলোপ বাদীদের সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যস্থ হারপারস ফেরীতে অবস্থিত ফেডারেল অস্ত্রভাণ্ডার দখল করেন। ভোর হবার পর শহরের সশস্ত্র নাগরিকেরা কিছু আধা-সামরিক দলের সহায়তায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং ব্রাউন ও তাঁর জীবিত কিছু সঙ্গীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

গোটাদেশে বিপদ সংকেত বা আতঙ্ক দেখা দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক লোকের মনে যে ভয় ও আশংকা ছিল ব্রাউনের এই প্রচেষ্টা তাকে আরও দৃঢ় করল। অন্য দিকে গোড়া ক্রীতদাস বিরোধীরা ব্রাউনকে একটি মহৎ কাজে নিবেদিত শহীদ হিসাবে প্রশংসা করেন। উত্তরের অধিকাংশ বাসিন্দা

তার অসম সাহসিকতার মধ্যে আইন-শৃংখলা ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের গণতান্ত্রিক পন্থাকে অবমাননা করার প্রয়াস দেখতে পান এবং তাকে নিন্দা করেন। ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও হত্যার অপরাধে ব্রাউনের বিচার করা হয়। এবং ১৮৫৯ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের হাতে একটি হাতিয়ার হয়েছেন মাত্র।

১৮৬০ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি আব্রাহাম লিংক্লনকে মনোনয়ন দান করে। নেতারা যখন ঘোষণা করেন যে ক্রীত-দাস প্রথা আর বিস্তৃত হতে পারবে না তখন পার্টি চেতনা অত্যন্ত উর্ধ্বে উড্ডীন হয়। পার্টি আরও প্রতিশ্রুতি দেয় যে শিল্পের সংরক্ষণের জন্য শুল্ক প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হবে এবং যে সমস্ত বসতি স্থাপনকারী পশ্চিমে দ্বার উন্মুক্তকরণে সহায়তা করবে তাদেরকে বিনামূল্যে বাস্তু ভিটা দানের জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। স্টিফেন এ ডগলাসের নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যকার অনৈক্য নব গঠিত রিপাবলিকান পার্টিকে নির্বাচনে বিজয় লাভে সহায়তা করে।

লিংক্লন নির্বাচিত হলে ক্যারোলিনার ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছিল এই রাজ্যের একটি পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। রাজ্যটি বহুদিন থেকে এমন একটি ঘটনার অপেক্ষা করছিল যা ক্রীতদাস বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দক্ষিণকে ঐক্যবদ্ধ করবে। নির্বাচনের ফলাফল নিশ্চিত হয়ে ওঠার পর বিশেষভাবে আহূত এক দক্ষিণ ক্যারোলিনা কনভেনশন থেকে ঘোষণা করা হয় যে "ইউনিয়ন এখন দক্ষিণ ক্যারোলিনা ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র নামে টিকে আছে তা ভেঙ্গে দেয়া হল।" অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য সত্বর দক্ষিণ ক্যারোলিনার উদাহরণ অনুসরণ করে এবং ১৮৬১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারা (এই সব রাষ্ট্র) মিলে কনফেডারেট স্টেটস অব আমেরিকা বা আমেরিকার সন্ধিবদ্ধ রাজ্য সমবায় গঠন করে।

গৃহ যুদ্ধের শুরু

এক মাসেরও কম সময়ের পরে ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ আব্রাহাম লিংক্লন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে

তিনি ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং কাজটিকে তিনি আইনগতভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। ইউনিয়নের বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল এতে কোন কর্ণপাত না করায় ১২ই এপ্রিল তারিখে দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনের ফোর্ট সামটার পোতাশ্রয়ে গোলা বর্ষণ করা হয়। উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মন থেকে এখন সব সংশয় দূরীভূত হয়।

যেই সাতটি রাজ্য ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে গিয়েছিল সেসব রাজ্যের জনগণ তাদের প্রেসিডেণ্ট জেফারসন ডেভিসের আবেদনের প্রতি দ্রুত সারা দেয়। যে সব ক্রীতদাস প্রথা ভিত্তিক রাজ্য এতদিন পর্যন্ত ইউনিয়নের অনুগত ছিল তাদের তৎপরতা এখন উভয় তরফ থেকে উত্তেজনার সাথে প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল। ১৭ই এপ্রিল ভার্জিনিয়া সাংঘাতিক পদক্ষেপটি গ্রহণ করে এবং আরাকানসাস ও উত্তর ক্যারোলিনা তাকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর কোন রাজ্য ভার্জিনিয়া থেকে বেশি অনিচ্ছার সাথে ইউনিয়ন ত্যাগ করে নি। বিপ্লবে জয়লাভ করা এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার রাজনীতিবিদরা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছিল এবং এই রাজ্য থেকে পাঁচজন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভার্জিনিয়ার পক্ষে কর্ণেল রবার্ট ইলী চলে যান। তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতি আনুগত্য হেতু ইউনিয়ন বাহিনীর নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান। বেড়ে ওঠা কনফেডারেসী এবং উত্তরের মুক্ত রাজ্য সমূহের মধ্যে সীমান্ত রাজ্যগুলি অবস্থান করছিল। অকল্পনীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রদর্শন করে এই রাজ্যগুলি ইউনিয়নের সাথে তাদের বন্ধন রক্ষা করে।

প্রত্যেক অংশের লোকেরা দ্রুত জয় লাভের বিরাট আশা নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। বৈষয়িক সম্পদের দিক থেকে উত্তরাঞ্চল নিশ্চিতভাবে কিছু সুবিধা ভোগ করছিল। ২ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যা নিয়ে ২৩টি রাজ্য ৯০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ১১টি রাজ্যের বিরুদ্ধে সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত ছিল। শিল্পোন্নতির দিকে উত্তরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব তার জনসংখ্যার প্রাধান্যকেও অতিক্রম করেছিল। এই শ্রেষ্ঠত্ব তাকে (উত্তরাঞ্চল) অস্ত্র ও গোলাবারুদ পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুবিধা দান করেছিল।

যুদ্ধের শুরুতে নৌবাহিনীর অধিকাংশই ছিল ইউনিয়নের হাতে। কিন্তু তারা ছিল বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল। নৌবাহিনীর সচিব গিডিয়ন ওয়েলস্ এই বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লিংকন দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের অবরোধ ঘোষণা করেন। প্রথম দিকে এই অবরোধের ফলাফল নগণ্য হলেও ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই অবরোধ ইউরোপে তুলা রপ্তানী প্রায় সম্পূর্ণরূপে এবং দক্ষিণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ, পোশাক পরিচ্ছদ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানী বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে ডেভিড ফারাগুট নামে একজন শ্রেষ্ঠ নৌবিভাগীয় সেনাপতি দুইটি স্মরণীয় তৎপরতা বা অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে একটিতে তিনি ইউনিয়নের একটি রণপোত বহর নিয়ে মিসিসিপির মোহনায় অগ্রসর হন এবং দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর নিউ অরলিন্সকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন, অপরটিতে তিনি মোবাইল উপসাগরের সুরক্ষিত প্রবেশ মুখে ঢুকে লৌহবর্মে আবৃত একটি কনফেডারেট জাহাজ দখল করেন এবং বন্দরটি বন্ধ করে দেন।

মিসিসিপি উপত্যকায় ইউনিয়ন বাহিনী প্রায় অপ্রতিহতভাবে একের পর এক বেশ কিছু বিজয় লাভ করে। টেনেসীতে কনফেডারেটের একটি দীর্ঘ রক্ষণ রেখা ভেঙ্গে তারা অভিযাত্রা শুরু করেন এবং এইভাবে রাজ্যের প্রায় সমগ্র পশ্চিম অংশ দখল সম্ভব করে তোলেন। মিসিসিপি নদীর উপর গুরুত্বপূর্ণ বন্দর মেমফিস যখন দখল করা হয় তখন ইউনিয়ন বাহিনী কনফেডারেসীর একেবারে কেন্দ্রের মধ্যে ৩২০ কিলোমিটারের মত অগ্রসর হতে পারতেন। ধৈর্যশীল জেনারেল ইউলিসিস এস গ্রান্ট এর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ন বাহিনী টেনেসী নদীর অপর পারে শিলোহ-এর উপর আচমকা আক্রমণ চালান। এবং আরো নতুন সৈন্যবাহিনী এসে কনফেডারেট বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সাহায্য না করা পর্যন্ত তাকে দৃঢ়ভাবে দখল করে রাখেন। এরপর গ্রান্ট ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে

যান। তার মূল লক্ষ্য ছিল মিসিসিপির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। ফারাগুটের নিউ অরলিন্স দখলের মাধ্যমে এই নদীর নিম্নভাগ থেকে কনফেডারেটদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

কিন্তু সময়ের জন্য গ্রান্ট ভিকসবার্গে আটকা পড়ে যান যেখানে নৌ-আক্রমণের পক্ষে অনেক উঁচুতে এক সমুন্নত তটে কনফেডারেটরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত করেছিল। তারপর ১৮৬৩ সালে তিনি ভিকসবার্গের নিচে ও চারপাশে ঘোরাফেরা শুরু করেন এবং জায়গাটিকে ছয় সপ্তাহের দখলে নিয়ে আসেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি পশ্চিমে কনফেডারেটদের সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সহ শহরটি দখল করেন। নদীটি এখন সম্পূর্ণভাবে ইউনিয়নের হাতে এসে যায়। কনফেডারেট এখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং টেক্সাস ও আরাকানসাস থেকে সরবরাহ আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে।

অন্যদিকে ভার্জিনিয়ায় ইউনিয়ন বাহিনীগুলি একের পর এক পরাজয় বরণ করছিল। কনফেডারেট রাজধানী রিচমণ্ড দখলের জন্য পর পর বহু রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ইউনিয়ন বাহিনীক বারে বারে হটে যেতে হচ্ছিল। কনফেডারেটদের দুইটি বড় রকমের সুবিধা ছিল : (১) অসংখ্য যে সব নদ নদী ওয়াশিংটন ও রিচমণ্ডের মধ্যকার রাস্তাকে ছেদ করেছিল সে নদীগুলি এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান সৃষ্টি করে। (২) জেনারেল রবার্ট ইলী ও জেনারেল টমাস জে (স্টোন ওয়াল) জ্যাকসন উভয়ে ইউনিয়নের প্রথম দিককার সেনাপতিদেরকে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিপুলভাবে অতিক্রম করেছিলেন। জর্জ ম্যাকক্লিলান নামে ইউনিয়নের একজন সেনাপতি রিচমণ্ড দখলের জন্য এক মরিয়া প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ১৮৬২ সালের ২৫ শে জুন থেকে পয়লা জুলাই পর্যন্ত সাত দিনের যুদ্ধে ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত পেছনের দিকে বিতাড়িত হতে থাকে এবং উভয় পক্ষকেই ভয়ানক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

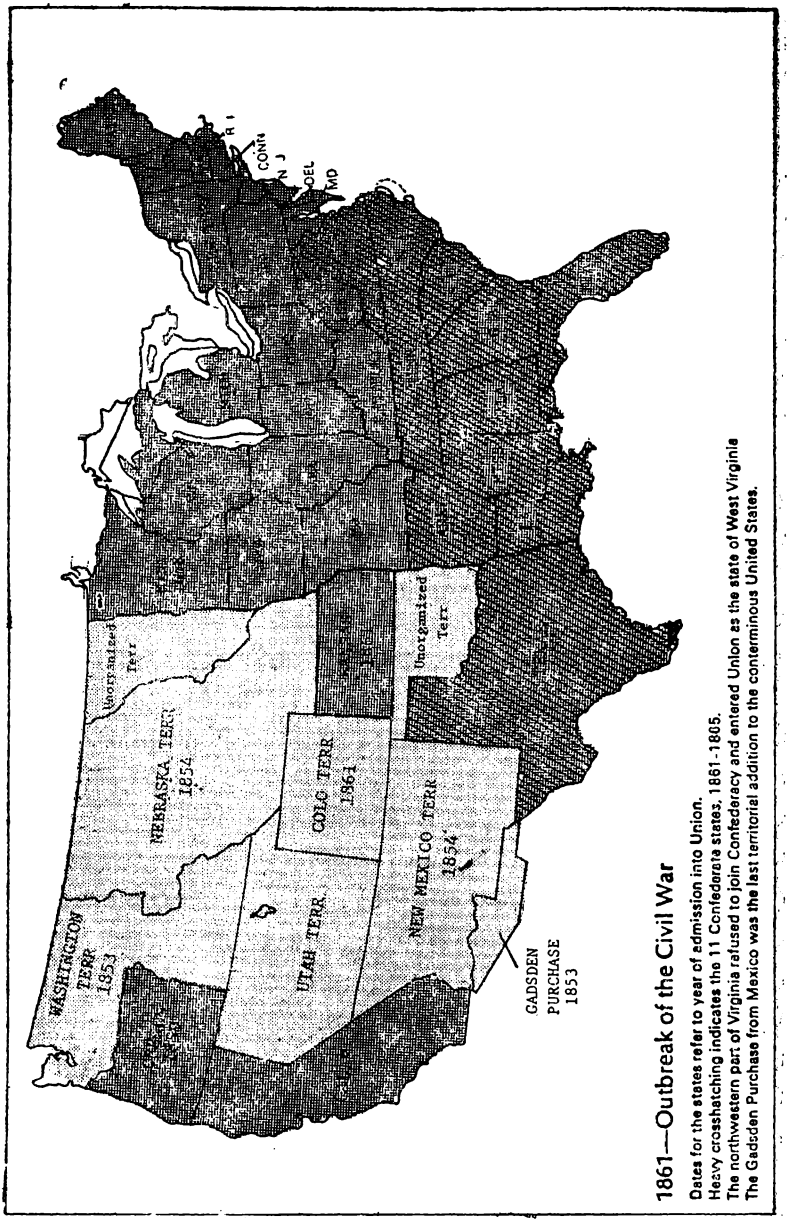

১৮৬১-গৃহ যুদ্ধের শুরু:

উল্লেখিত তারিখ বিভিন্ন রাজ্যের ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির বছর নির্দেশ করে। ঘনকৃষ্ণ রেখার সাহায্যে ১৮৬১-১৮৬৫ পর্যন্ত ১১টি কনফেডারেট রাজ্য নির্দেশ করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার উত্তর পশ্চিম অংশ কনফেডারেসীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্য হিসাবে ইউনিয়নে প্রবেশ করে।

মেক্সিকো থেকে ক্রীত গ্যাডসডেন ছিলো সীমান্তস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ ভূখন্ডগত অন্তর্ভূক্ত।

১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট লিংকন দাস মুক্তির এক ঘোষনা জারী করেন। এতে তিনি বিদ্রোহী রাজ্যগুলির ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে উত্তরাঞ্চলের সৈন্যবাহিনীতে এসে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান; কাজেই এই ঘোষনায় ইউনিয়নকে রক্ষা করার ঘোষিত লক্ষ্য ছাড়াও ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ করাকেও একটি লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

উত্তরাঞ্চল পূর্ব দিকে ক্রমাগত ব্যর্থতাই বরন করতে থাকে। স্থল পথে রিচমণ্ড মুখী অগ্রযাত্রা তখনও প্রতিহত হচ্ছিল এবং চ্যান্সেলারসভাইলের ইউনিয়ন বাহিনী গুরুতর পরাজয় বরন করে। তবে কনফেডারেটের এই বিজয়ের জন্য অনেক উচ্চমুল্য দিতে হয়েছিল, কারন এতে স্টোনওয়াল জ্যাকসন নিহত হন।

কনফেডারেটের কোন বিজয়ই চূড়ান্ত ছিল না। ফেডারেল সরকার কেবল আরও নতুন সৈন্যবাহিনী সমবেত করে এবং পুনরায় চেষ্টা চালায়। ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন ঘটে। চ্যান্সেলারস্‌ভিলে উত্তরের চরম পরাজয়ের মাধ্যমে সুযোগ পাওয়া গেছে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লী উত্তর দিকে পেনসিলভেনিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত করেন এবং প্রায় রাজ্যের রাজধানীতে পেঁৗছে যান। শক্তিশালী এক ইউনিয়ন বাহিনী লীর অগ্রযাত্রা গেটিসবার্গ-এ বাধা দান করে। সেখানে তিনদিনের যুদ্ধে কনফেডারেট বাহিনী ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করার জন্য সাহসিক প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। লীর বাহিনী প্রচণ্ড ক্ষয় ক্ষতি স্বীকারের পর পোটম্যাকে পশ্চাদপসরণ করে।

গ্রাণ্টস্‌ বাহিনী তখন মিসিসিপি তীরস্থ ভিকসবার্গের দখল নিতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের অবরোধ লৌহ প্রাচীরে পরিণত হয় যা কিছু সংখ্যক জাহাজেও ভেদ করতে পারেনি এবং কনফেডারেটদের সম্পদ প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় যেন সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। তাদের মিল কারখানাগুলি তাদের উৎপাদিত পর্যাপ্ত শস্য ইউরোপে রপ্তানী করছিল। বহিরাগত লোকদের আগমনের মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যাও বেড়ে উঠছিল।

রিচমণ্ডের অভিমুখে গ্রাণ্টের ধীর অথচ অনমনীয় অগ্রযাত্রা ১৮৬৪ সালে সমাপ্তির আভাস (যুদ্ধ) দেয়। সবদিক থেকেই উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনী নিকটে এসে পড়ে এবং ১৮৬৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জেনারেল শেরম্যানের পশ্চিমাঞ্চলীয় বাহিনী জর্জিয়া থেকে উত্তরমুখী যাত্রা করে।

১০ই ফেব্রুয়ারী কনফেডারেট কলম্বিয়া ত্যাগ করে। অভ্যন্তরভাগের সাথে রেল যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার পর চার্লসটন বিনা যুদ্ধে ইউনিয়ন রণ-বহরের দখলে চলে যায়। ইতিমধ্যে পিটার্সবার্গ ও রিচমণ্ডে কনফেডারেটদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ২রা এপ্রিল লী সে জায়গাগুলি ছেড়ে দেন। এক সপ্তাহ পর ভার্জিনিয়ার এপোমাটক্সে শত্রু সৈন্য বেষ্ঠিত হয়ে তাঁর পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

আত্মসমর্পণের শর্তগুলি ছিল উদার এবং সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর গ্রাণ্ট তার সৈন্যবাহিনীর গোলযোগপূর্ণ মিছিলে এ কথা বলে শান্ত করে-ছিলেন যে "বিদ্রোহীদেরকে আবার আমাদের দেশের বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।" স্বাধীনতার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধ এখন শেষ। নেতৃত্বের চমৎকারিত্ব এবং পরাজয় বরণের মহত্বের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের নেতা রবার্ট ই. লী. ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন।

আব্রাহাম লিংকনের মধ্যে উত্তরাঞ্চল এই যুদ্ধের ফলে অপেক্ষাকৃত মহৎ এক বীরের সন্ধান লাভ করে। তিনি শক্তি কিংবা নিপীড়নের বদলে মহানু-ভবতার ও উষ্ণতার সাহায্যে ইউনিয়নকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করার কাজটির উপর অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও যুদ্ধ এবং শান্তির এই উভয় সময়ে তাকে অকল্পনীয় শক্তি ব্যবহার করতে হয়েছিল তবুও তিনি কখনো গণতান্ত্রিক স্বশাসিত সরকারের নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। ১৮৬৪ সালে তিনি প্রেসিডেণ্ট হিসাবে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হন।

কারো সাথে বৈরীতা নয়

লিংকনের দ্বিতীয় দফা উদ্বোধনী ভাষন নিম্নোক্ত কথাগুলি দিয়ে শেষ করা হয়েছিল : "কারো প্রতি শত্রুতা নয় সবার প্রতি দয়া বা সহনশীলতা,

ঈশ্বর যেহেতু আমাদেরকে সত্য দেখার শক্তি দিয়েছেন তাই সত্যের প্রতি দৃঢ়তা সহ চলুন আমরা যে কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে তা শেষ করি। জাতির ক্ষত সারিয়ে তুলি যিনি যুদ্ধের বোঝা বহন করেছেন তার প্রতি ও তার বিধবার প্রতি এবং তার অনাথ শিশুদের প্রতি যত্ন নেই... যে সব কাজের ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং সকল জাতি সমূহের মধ্যে স্থায়ী শান্তি অর্জন করা এবং আকাংখিত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সব কাজ করি।" তিন সপ্তাহ পর লিংকন জনসমক্ষে তার শেষ ভাষণ দান করেন যাতে তিনি তার উদার পুনর্গঠন নীতি ব্যক্ত করেছিলেন।

১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে লীর আত্মসমর্পণ উৎসব পালনের জন্য ওয়াশিংটন আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয় এবং উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় মিছিল করে। পরের দিন প্রেসিডেন্ট তার শেষ মন্ত্রী সভার বৈঠক করেন। সেই সন্ধায় তার স্ত্রী এবং তার অতিথি এক তরুন দম্পতি সহ তিনি ফোর্ড থিয়েটারে একটি অনুষ্ঠান দেখতে যান। তিনি সেখানে প্রেসিডেণ্ট বক্স-এ উপবেশন করেন। সেখানে জন উইলকেস বুথ নামে একজন উন্মত্ত অভিনেতা তাকে হত্যা করে। সে লাফ দিয়ে বক্স থেকে মঞ্চে গিয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিন পর ভার্জিনিয়ার গ্রামাঞ্চলের এক গোলা ঘর থেকে বুথ ধরা পড়ে।

১৫ই এপ্রিল ভোরে ফোর্ড থিয়েটারের পাশের রাস্তার অপর দিকের এক বাড়ীর নিচের তলায় লিংকন মারা যান। কবি জেমস্ রাসেল লোয়েল বলেছিলেন : "এপ্রিলের সেই আকস্মিক আতংক সৃষ্টিকারী ভোরের পূর্বে জীবনে কখনো না দেখা একটি লোকের জন্য এইভাবে এত ব্যাপক সংখ্যক লোক ইতিপূর্বে চোখের পানি ফেলেনি। মনে হচ্ছিল যেন তাদেরকে অপেক্ষাকৃত শীতলতর ও অন্ধকারময় অবস্থায় নিক্ষেপ করে তাদের জীবন থেকে ঐ লোকের সাথে সাথে একজন বন্ধুর উপস্থিতিকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। সেদিন অপরিচিত ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে দেখা হওয়ার পর সহানুভূতি সূচক দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সে মৃত্যু পরবর্তী প্রশংসাবাণী বাঙময় ভাবে প্রকাশ করেছিলেন তা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। মনে হচ্ছিল যেন এই সাধারণ মানবগোষ্ঠি তাদের এক আত্মজনকে হারিয়েছে।

এই সময় লিংকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনের নেতৃত্বাধীন বিজয়ী উত্তরাঞ্চলের সামনে সর্বপ্রথম করণীয় হিসেবে উপস্থিত হয় যে সব রাজ্য ইউনিয়ন ত্যাগ করেছিল তাদের মর্যাদা নির্ধারণ করা।

লিংকন অবশ্য কিছুটা নীতি নির্ধারণ করেই ফেলেছিলেন। তার মতে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জনগণ কখনো আইনগতভাবে ইউনিয়ন ত্যাগ করেন নি। কিছু সংখ্যক আনুগত্যহীন নাগরিক তাদেরকে বিপথে চালিত করে ফেডারেল কর্তৃত্বকে অমান্য করার পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু যুদ্ধটি ছিল কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কাজ সেহেতু ফেডারেল সরকারের রাজ্যগুলির বদলে ব্যবস্থা নিতে হবে এইসব ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে। তাই ১৮৬৩ সালে লিংকন ঘোষণা করেছিলেন যে ১৮৬০ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী যদি কোন রাজ্যের শতকরা ১০ ভাগ ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুগত একটি সরকার গঠন করেন এবং কংগ্রেসের প্রণীত আইন সমূহ ও প্রেসিডেন্টের ঘোষণার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তাহলে তিনি সেই সরকারকে ঐ রাজ্যের বৈধ সরকার বলে মেনে নেবেন।

কংগ্রেস এই নীতি প্রত্যাখান করে এবং কংগ্রেস সদস্যদের সাথে আলোচনা ছাড়া এই বিষয়ে লিংকনের ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার চ্যালেঞ্জ করে। তথাপি এমনকি যুদ্ধ পরিপূর্ণভাবে শেষ হবার পূর্বেই ভার্জিনিয়া, টেনেসী, আরাকানসাস ও লুইসিয়ানাতে নতুন সরকার গঠিত হয়। যে সব রাজ্য ইউনিয়ন ত্যাগ করেছিল তাদের সকলকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য কংগ্রেসের কিছু কিছু সদস্য সুপারিশ করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান পার্টির নেতা থ্যাডিউস স্টিভেনস্। তিনি এমনকি সুপারিশ করেছিলেন যে দক্ষিণাঞ্চলের খামার মালিকদেরকে পরীক্ষামূলক সময়ের জন্য সামরিক শাসনাধীনে রাখা হোক।

সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিতে তা মোকাবেলা করার জন্য কংগ্রেস ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের অভিভাবক হিসাবে কাজ করার জন্য এবং তাদেরকে আত্ম নির্ভরশীলতার পথে পরিচালিত করার জন্য ফ্রিডম্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনর্গঠনের বিপরীত মুখী মতবাদ

১৮৬৫ সালের পুরো গ্রীষ্মকাল ধরে জনসন সামান্য কিছু সংস্কার সহ লিংকনের পুনর্গঠন কর্মসূচী সম্পন্ন করার পক্ষে এগিয়ে যান। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা বলে তিনি ইউনিয়ন ত্যাগকারী প্রতিটি রাজ্যের জন্য একজন গভর্ণর নিয়োগ করেন। এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমা করার ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি বিরাট সংখ্যক দক্ষিনাঞ্চলীয় নাগরিকদের পুনরায় অবাধ রাজনৈতিক অধিকার দান করেন।

যথাসময়ে প্রত্যেকটি প্রাক্তন কনফেডারেট রাজ্যে ইউনিয়ন ত্যাগের অর্ডিনেন্স বাতিল, যুদ্ধ ঋণ বর্জন এবং রাজ্যের নতুন সংবিধান প্রনয়ণের জন্য কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। পরিণামে প্রতিটি রাজ্যের জনগণ একজন গভর্ণর ও একটি রাজ্য আইন সভা নির্বাচন করে। এবং রাজ্য আইন সভা ত্রয়োদশ সংশোধনীটি অনুমোদন করার পর নতুন রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দেয়া হয় ও রাজ্যটি ইউনিয়নে আবার ফিরে আসে।

১৮৬৫ সাল সমাপ্ত হওয়ার মধ্যেই কয়েকটি ব্যতিক্রম সহ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়া রাজ্যগুলি তখনো পুরোপুরিভাবে ইউনিয়নের মধ্যে তাদের পূর্ব মর্যাদা ফিরে পায় নি। কারণ, কংগ্রেস তখনো তাদের সিনেটার ও প্রতিনিধিদেরকে আসন দান করেনি। যদিও তারা ফেডারেল আইন সভায় আসন গ্রহণের জন্য তখন ওয়াশিংটন আসছিলেন।

লিংকন এবং জনসন উভয়েই আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংবিধানের একটি ধারা বলে দক্ষিনাঞ্চলের সদস্যদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বা প্রতিনিধি পরিষদে আসন দানে অস্বীকৃতি জানাবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। কারণ এই ধারায় বলা হয়েছেঃ "প্রত্যেক আইন সভাই হবে...তার নিজের সদস্যদের যোগ্যতাবলীর বিচারক।" এই অস্বীকৃতির ধারাটি (বিল) তখন কার্যকর হল, পেনসিলভেনিয়ার থ্যাডিউস্ স্টিভেনসের নেতৃত্বে যখন কংগ্রেসের সদস্যরা দক্ষিণকে শাস্তি দানের জন্য তাদের সিনেটর ও প্রতিনিধিদেরকে আসন দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরবর্তী কয়েকমাসের

মধ্যে কংগ্রেস দক্ষিণাঞ্চলের পুনর্গঠনের এমন এক পরিকল্পনা সম্পন্ন করার পথে এগিয়ে যায় যা ছিল লিংকনের আরদ্ধ ও জনসনের অনুসৃত পরিকল্পনা থেকে ভিন্ন।

যুদ্ধের পরিনাম

যে সব কংগ্রেস সদস্য মনে করতেন যে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নাগরিকত্বের পরিপূর্ণ সুযোগ দান করা উচিত তাদের প্রতি জনসমর্থন ক্রমেই ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। ১৮৬৬ সালের জুলাই-এ কংগ্রেস একটি নাগরিক অধিকার বিল পাশ করে এবং নতুন একটি ফ্রীডম্যানস ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করে। এ দু'টিরই উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় আইনসভাগুলির পক্ষ থেকে বর্ণবৈষম্যের উদ্দোগ প্রতিহত করা। এর পর কংগ্রেস সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে। এতে বলা হয় যে ঃ "যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা এদেশে আত্মস্থ হয়ে উঠা সকল লোকই এর আওতাধীন হওয়া সাপেক্ষে যুক্তরাষ্ট্র এবং যে রাজ্যে তারা বসবাস করে সেই রাজ্যের নাগরিক।"

টেনেসী ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় সব রাজ্য আইনসভাই এই সংশোধনী অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানায় এবং কোন কোন রাজ্য সর্বসম্মতভাবে এর বিরুদ্ধে ভোট দান করে। উত্তরের কোন কোন গ্রুপ তখন দক্ষিণে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপের সুপারিশ করে। ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে প্রণীত পুনর্গঠন আইনে কংগ্রেস দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলিকে উপেক্ষা করে দক্ষিণকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করে এবং সেগুলিকে সামরিক শাসনাধীনে ন্যস্ত করে। যে সব রাজ্য বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে, আনুগত্যের শপথ নেবে, চতুর্দশ সংশোধনী অনুমোদন করবে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার দান করবে তারা স্থায়ী সামরিক সরকার থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে চতুর্দশ সংশোধনী অনুমোদিত হয়। পরের বছর কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনী ১৮৭০ সালে রাজ্য আইন

সভাগুলিতে অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয় "যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোট দানের অধিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কোন রাজ্য কর্তৃক বংশ ও বর্ণগত কারণে কিংবা পূর্বতন দাসত্বের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান বা সংকুচিত করা যাবে না।

অদম্য শক্তি নিয়ে কংগ্রেসের তরফে পুনর্গঠন আইন পাশ করার কারণ এই যে, এই আইনের অর্থ ছিল প্রেসিডেণ্ট জনসনের পরাজয় অবমাননা। জনসনের প্রতি কংগ্রেসের বিরূপ মনোভাব এতই জোরালো ছিল যে, আমেরিকার ইতিহাসে কেবল মাত্র একটি বারই প্রেসিডেণ্টকে তার দায়িত্বভার থেকে অপসারণের জন্য নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছিল।

কংগ্রেসের নীতি সমূহের বিরোধীতা এবং কংগ্রেস সদস্যদের সমালোচনায় কঠোর ভাষা ব্যবহারই ছিল জনসনের একমাত্র অপরাধ। তার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর যে অভিযোগটি এনেছিলেন তা এই যে, কার্যকাল সম্পর্কিত একটি আইন থাকা সত্বেও তিনি তার মন্ত্রীসভা থেকে কংগ্রেসের ঘোরতর সমর্থক যুদ্ধ সচিবকে অপসারণ করেছিলেন। সিনেটে নিন্দা প্রস্তাবের বিচার চলাকালে প্রমাণিত হয় যে, মন্ত্রীসভার সদস্যকে অপসারণের ব্যাপারে জনসন তার আইনগত বা কার্য প্রণালীগত অধিকারের মধ্যেই ছিলেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এই বিচারে উল্লেখ করা হয় কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যদের সাথে মতানৈক্যের কারণে যদি প্রেসিডেণ্টকে কংগ্রেস অপসারণ করে তবে একটি বিপদজনক নজির স্থাপিত হবে। নিন্দা প্রস্তাব পাশ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং জনসন তাঁর মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

পুনর্গঠন আইনের আওতায় কংগ্রেস ১৮৬৮ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে আরাকানসাস, উত্তর ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, লুসিয়ানা, জর্জিয়া, আলবামা ও ফ্লোরিডাকে ইউনিয়নের মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করেন। এই সাতটি পুনর্গঠিত রাজ্যের নতুন সরকার সমূহ কি ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক ছিলেন তা নিম্নোক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে। এসব রাজ্যের অধিকাংশ গভর্ণর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সিনেটররা ছিলেন উত্তরাঞ্চলের লোক যারা যুদ্ধের পর নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণে চলে

গিয়েছিলেন। লুসিয়ানা দক্ষিণে ক্যারোলিনা এবং মিসিসিপি রাজ্যের আইন পরিষদ সমূহে কৃষ্ণাঙ্গরা পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

আতঙ্কিত দক্ষিণাঞ্চলীয় শ্বেতাঙ্গরা তাদের সভ্যতা হুমকির সম্মুখীন দেখে এবং ঘটনাপ্রবাহ বন্ধ করার কোন বৈধ পন্থা না পেয়ে অবৈধ পন্থার দিকে ফিরে যান। সহসাই হিংসাত্মক কার্যকলাপ ক্রমাগত অধিকমাত্রায় ঘটতে থাকে এবং ১৮৭০ সালে বর্ধিত পরিমাণ বিশৃংখলার কারণে এনফোর্সমেণ্ট এ্যাক্ট পাশ হয় যাতে সে সব লোক কৃষ্ণাঙ্গদেরকে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একথা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কঠোর আইন ও প্রাক্তন কনফেডারেটদের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিদ্বেষের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যা সমাধান হবে না। ১৮৭২ সালের মে মাসে কংগ্রেস একটি সাধারণ ক্ষমা আইন পাশ করেন। এতে প্রায় ৫০০ জন কনফেডারেট সমর্থক ছাড়া অন্য সকলকে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রত্যর্পণ করা হয়।

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি ক্রমশঃ ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল উচ্চপদে নির্বাচিত করতে শুরু করেন। ১৮৭৬ সালের দিকে রিপাবলিকান পার্টি দক্ষিণাঞ্চলীয় মাত্র তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিযোগীতাপূর্ণ এই বছরের নির্বাচনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উত্তরাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত দক্ষিনাঞ্চলে শান্তি আসবে না। পরের বছর প্রেসিডেণ্ট রুথারফোর্ড বি. হ্যাস এই সৈন্যবাহিনী অপসারণ করেন এবং তাতে ব্যাপক পুনর্গঠন নীতির ব্যর্থতা স্বীকার করা হয়।

দক্ষিণে উত্তরাঞ্চলীয় শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ শুধু এখন একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলই ছিল না বরং কুশাসনের ফলে ঋণেরভারে জর্জরিত এবং একদশক ধরে বর্ণ বিদ্বেষী যুদ্ধের ফলে নৈতিকভাবে শক্তিহীনও বটে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত বার বছরের ব্যর্থ পুনর্গঠন চেষ্টার পর দক্ষিণকে পুনঃ নির্মাণের সত্যিকার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

ষষ্ঠ
অধ্যায়

সম্প্রসারণ ও সংস্কারের যুগ

"কোথাও সামান্যতম পরিমাণেও বিশেষ সুবিধার লক্ষণ থাকলে তা অবশ্যই আমাদেরকে রহিত করতে হবে।"

উড্রো উইলসন
কংগ্রেসের প্রতি বাণী, এপ্রিল ৮,—১৯১৩

দুই বড় যুদ্ধ অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী সময়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র উন্নত হয়ে উঠে। ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই দেশ গ্রাম প্রধান অঞ্চল থেকে নগর কেন্দ্রীক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। সীমান্ত রেখা মুছে যায়। বিরাট বিরাট কারখানা ও ষ্টীলমিল, আন্ত মহাদেশীয় রেলপথ, বর্ধিষ্ণু বড় বড় শহর ও নগর, বিরাট বিরাট কৃষিখামার হয়ে উঠে এ দেশের বৈশিষ্ট্য। এই সবের সাথে আনুষঙ্গিক দুর্ভাগ্য বা দুষ্ট ব্যাধি এসে পড়েছিল। একচেটিয়া পুঁজি বিকাশের লক্ষণ দেখা দেয়। কাজের পরিবেশ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শোচনীয়। বড় বড় শহরগুলি এত দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠছিল যে তারা তাদের ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যাকে যথাযথভাবে আশ্রয় (আবাস) দিতে বা পরিচালনা করতে পারছিল না। কারখানার উৎপাদন কোন কোন সময় বাস্তব ভোগের পরিমানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এই সব ও অন্যান্য অভিশাপের বিরুদ্ধে আমেরিকার জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড, উইলিয়াম জেনিংস ব্রাইয়ন, থিউডোর রুজভেল্ট ও উড্রো উইলসন। পরস্পর সম্পর্কিত বা গ্রন্থিযুক্ত যে সব সংস্কারক দর্শনের দিক থেকে ছিলেন আদর্শবাদী এবং প্রয়োগের দিক থেকে ছিলেন বাস্তববাদী, তাঁরা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। এই সময়ে সম্পাদিত কার্যাবলীর মাধ্যমে অতি দ্রুত সম্প্রসারণের দ্বারা যে সব অমঙ্গলের কারণ দেখা দিয়েছিল তা সার্থকভাবে রোধ করা সম্ভব হয়।

একজন লেখক বলেছেন, 'গৃহযুদ্ধ' এই দেশের ইতিহাসে একটি গভীর ও ব্যাপক ক্ষতচিহ্ন একে দিয়েছে। পূর্ববর্তী ২০ অথবা ৩০ বছর সময় জুড়ে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল এই যুদ্ধ একটি মাত্র আঘাতে তাকে নাটকীয় রূপদান করেছিল....." যুদ্ধের প্রয়োজন কারখানা শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং লোহা, বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছে এবং এছাড়া বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের অগ্রযাত্রা সাধন করেছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের বছরগুলিতে ৩৬,০০০টি বিশেষ ব্যবসায়িক সনদ পত্র দান করা হয়। পরবর্তী ৩০ বছরে এইরূপ সনদ পত্র দেয়া হয় ৪,৪০,০০০ এবং ২০ শতকের প্রথম ২৫ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০ লাখ।

১৮৪৪ সালে স্যামুয়েল এফ. বি. মোর্স বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফকে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাদেশের দূরবর্তী অংশগুলিকে খুঁটি ও তারের (বৈদ্যুতিক) সাহায্যে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৬ সালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল একটি টেলিফোন যন্ত্র প্রদর্শন করেন এবং অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গতি সঞ্চার করে। ১৮৬৭ সালে টাইপ রাইটার, ১৮৮৮ সালে যোগ কষার যন্ত্র এবং ১৮৯৭ সালে ক্যাশ রেজিষ্টার আবিষ্কারের ফলে ব্যবসার বিকাশ তরান্বিত হয়। ১৮৮৬ সালে লাইনোটাইপ মুদ্রণ যন্ত্র, রোটারী প্রেস ও কাগজ ভাজ করার যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মাত্র এক ঘণ্টায় ৮ পৃষ্ঠার একটি সংবাদপত্রের ২,৪০,০০০ কপি ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠে। এডিসনের আবিষ্কৃত উজ্জ্বলবাতি কোটি কোটি গৃহ আলোকিত করে। এডিসন কথা বলার যন্ত্রও ত্রুটিমুক্ত করেন। জর্জ ইষ্টম্যানের সাথে মিলে এডিসন চলচ্চিত্র বিকাশেও সহায়তা করেন। এই সব আবিষ্কার এবং অন্যান্য বহু ধরনের বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের ফলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তির নতুন পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়।

এই সময় উচ্চ শুল্ক প্রাচীরের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে দেশের মেটালিক শিল্প অর্থাৎ লোহা ও ইস্পাত শিল্প এগিয়ে যাচ্ছিল। ইতিপূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে লোহার খনির কাছাকাছি কেন্দ্রীভূত লৌহ শিল্প পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। কারণ ভূতত্ত্ববিদরা সেখানে নতুন লৌহখনি আবিষ্কার করেন। বিশেষতঃ সুপেরিয়র হ্রদের মাথায় বৃহৎ মেসাবি লৌহ অঞ্চল ছিল খুব প্রসিদ্ধ যা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম কাঁচা লোহা উৎপাদনকারী এলাকার অন্যতম। কাঁচা লৌহার অবস্থান ছিল ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এবং তা উত্তোলন করা ছিল সহজ এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য ভাবে রাসায়নিক অপরিশোধিত দ্রব্য মুক্ত হবার কারণে এই কাঁচা লোহা পূর্বের প্রচলিত খরচের প্রায় এক দশমাংশ ব্যয়ে উন্নতমানের ইস্পাত প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়েছিল।

শিল্পের প্রচণ্ড বিকাশ

ইস্পাত উৎপাদনে বিরাট অগ্রগতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন এন্ড্রু কার্নেগি। ১২ বছরের শিশু হিসাবে স্কটল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় আগত কার্নেগী বস্ত্রকলের একজন ববিনবয় থেকে টেলিগ্রাফ অফিসের চাকুরীতে ও তারপর পেনসিলভেনিয়া রেলপথের চাকুরীতে উন্নীত হন। ৩০ বছর বয়স হবার পূর্বেই তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কয়েকটি খাতে বিনিয়োগ করেন যা ১৮৬৫ সালের মধ্যে লৌহশিল্পে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বা কোম্পানীর শেয়ার কেনেন যারা লোহার পুল, রেলপথ ও ইঞ্জিন তৈরি করত। ১০ বছর পর তিনি পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের মনোনগাহেলা নদীর তীরে যে ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ।

কার্নেগী শুধু যে নতুন মিলগুলির উপর প্রভুত্বসূচক নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিলেন তা নয়, বরং পরিশোধিত ও অপরিশোধিত কয়লা সম্পদ, সুপেরিয়র হ্রদ থেকে প্রাপ্ত আকরিক লোহা, গ্রেট লোকের উপর এক জাহাজ বহর, এরি হ্রদের ওপর অবস্থিত এক বন্দর নগরী ও একটি সংযোগ রেল পথেরও

তিনি নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিলেন। অন্যান্য আরো এক ডজন লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর ব্যবসা রেলপথ ও জাহাজ কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্ত আদায় করে নিতে সক্ষম ছিল। যান্ত্রিক ও শ্রমের দিক থেকে ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য তাঁর সম্পদ ছিল অপর্যাপ্ত। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এরূপ অতুলনীয় নজির আমেরিকায় ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

শিল্প ক্ষেত্রে কার্নেগী দীর্ঘ দিন আধিপত্য করলেও তিনি কখনও প্রাকৃতিক সম্পদ, যানবাহন ও ইস্পাত তৈরির সাথে সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর পরিপূর্ণ একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেননি। ১৮৯০ এর দশকে নতুন কিছু কোম্পানী তার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রতিযোগীতার মুখোমুখী হয়ে কার্নেগী প্রথমে আরো শক্তিশালী ব্যবসা কমপ্লেক্স গড়ে তোলার হুমকি দেন। কিন্তু তখন বয়বৃদ্ধ ও ক্লান্ত কার্নেগীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁর সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রিত করা হয় যা পরিনামে দেশের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লোহা ও ইস্পাত সম্পদকে আয়ত্ব করে নেয়।

১৯০১ সালে এই একত্রীকরণের ফলে যে ইউনাইটেড স্টেটস্ ষ্টীল কর্পোরেশনের জন্ম হয় তার মাধ্যমে ৩০ বছর ব্যাপী এক প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বা সন্ধিবদ্ধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে স্বাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তি বা মিলন। গৃহযুদ্ধ কালের সৃষ্ট এ প্রবণতা ১৮৭০ এর দশকে গতিশীলতা লাভ করে। কারণ ব্যবসায়ীরা উপলব্ধি করেন যে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি একটি মাত্র সংগঠনে আনা যায় তবে তারা উৎপাদন ও বাজার দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্পোরেশন ও ট্রাষ্ট চালু করা হয়।

পুঁজির গভীর ভাণ্ডার যোগানো এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থায়ী জীবন ও অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান করার ফলে কর্পোরেশন সমূহ অধিকতর মুনাফা সম্ভাবনা ও ব্যবসায়িক ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সীমিত দায়িত্বের কারণে বিনিয়োগকারীদেরকে সহজেই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অন্য-দিকে ট্রাষ্টগুলি ছিল কার্যতঃ অনেক কর্পোরেশনের সম্মিলিত বা সমন্বিত প্রতিষ্ঠান যাতে প্রতিটি একক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডাররা তাদের

স্টকগুলি ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণ করেন এবং ট্রাস্টিরা সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা করার মাধ্যমে বৃহদায়তন সমন্বিত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন এবং ব্যবসায়িক অনেক সনদপত্রের পুঁজিভবন বা একত্রি-করণ সম্ভব করে তোলে। বৃহত্তর পুঁজি সম্পদের কারণে তারা আরও সম্প্রসারণ, বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগীতা ও শ্রমিকদের সাথে কঠোর দরকষাকষি করার ব্যাপারে অধিকতর শক্তি অর্জন করে। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় শ্রমিকরা কার্যকরভাবে সংঘটিত হতে শুরু করেছিল। ট্রাস্টগুলি রেলপথ সমূহের কাছ থেকেও অনুরূপ শর্ত আদায় করতে ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ছিল সবচেয়ে আগে গঠিত ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কর্পোরেশন সমূহের অন্যতম। এরপর দ্রুত গতিতে তুলা, বীজ, তেল, সীসা, চিনি, তামাক ও রবার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য আরও সম্মিলিত সংস্থা (কর্পোরেশন) গঠিত হয়। এদিকে উদ্যমশীল ব্যক্তি ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের জন্য শিল্প রাজ্য তৈরি করতে শুরু করেন। চারজন বড় মাংস ব্যবসায়ী যাদের দুই প্রধান ছিলেন ফিলিপ আরমার ও গুস্টাভুস সুইফট একটি গোমাংস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাককরমিক শস্য কাটার যন্ত্র ব্যবসায় প্রাধান্য লাভ করেন। ১৯০৪ সালের এক জরিপে দেখা যায় যে পূর্বের ৫০০০ এরও বেশি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ৩০০ এর মত শিল্প ট্রাস্ট-এ একত্রীভূত হয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষতঃ যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার প্রবনতা প্রকাশ পায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আগের সম্মিলিত এরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। পরে আসে বেলের টেলিফোন ব্যবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত তা আমেরিকান টেলিফোনও টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে রূপ নেয়। দক্ষ রেলপথের জন্য একত্রী করনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কর্নেলিয়াস ভেণ্ডারবিল্ট ১৮৬০ এর দশকে প্রায় ১৩টি আলাদা রেলপথ কে প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার দূরবর্তী নিউইয়র্ক ও বাফে-লোকে যুক্ত করার মাধ্যমে একটি মাত্র রেলপথে রুপান্তরিত করেন। পরবর্তী দশকে তিনি শিকাগো ও ডেট্রয়েট রেলপথও আয়ত্ব করেন এবং এর

ফলে নিউইয়র্ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার জন্ম হয়। অন্যান্য সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানও ইতিমধ্যে গড়ে উঠার পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং অল্প কালের মধ্যে দেশের প্রধান প্রধান রেলপথগুলি ট্রাঙ্ক লাইনে সংঘটিত হয় এবং এই ব্যবস্থাটি পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা।

বাড়ল শহর, বাড়ল সমস্যা

গতিময় অর্থনৈতিক সব শক্তিকে দৃশ্যপটে নিয়ে এসে এই নতুন শিল্প ব্যবস্থায় শহর হয়ে উঠেছিল স্নায়ু কেন্দ্র। এই শহরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল পুঁজি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিস্তৃত রেলওয়ে কারখানা ধূম উদগীরনকারী শিল্প কারখানা এবং কায়িক ও কলম শ্রমিকদের বিপুল বাহিনী। যে সব গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিংবা সাগরের অপর পাড় থেকে মানুষকে আকর্ষণ করে টেনে এনেছিল সেগুলো রাতারাতি শহরে এবং শহরগুলি বড় বড় নগরীতে রূপান্তরিত হয়। ১৮০৩ সালে প্রতি পনের জনের মধ্যে মাত্র একজন লোক ৮ হাজার বা তার বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমাজে (শহরে) বাস করতেন। ১৮৬০ সালে এই অনুপাত দাঁড়ায় প্রায় প্রতি ছয়জনে একজন এবং ১৮৯০ এ তা হয় প্রতি দশজনে তিনজন। ১৮৬০ সালে কোন নগরীতে ১০ লক্ষ অধিবাসী ছিল না। কিন্তু ৩০ বছর পর নিউইয়র্কের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষে এবং শিকাগো ও ফিলাডেলফিয়ার প্রত্যেকটিতে ছিল দশ লক্ষের বেশি লোক। এই তিন দশকের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া ও বালটিমূরের জনসংখ্যা হয়েছিল দ্বিগুণ, কানসাস শহর ও ডেট্রয়েটের জনসংখ্যা বেড়েছিল চারগুণ, ক্লীভল্যাণ্ডের বেড়েছিল ছয় গুণ। মিনিয়াপোলিস, ওমাহা ও অন্যান্য যে সব জায়গা গৃহযুদ্ধের শুরুতে ক্ষুদ্র পল্লীর মত ছিল তাদের জনসংখ্যা ৫০ গুণেরও বেশি বেড়েছিল।

১৮৮৪ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড যে শক্তি দেশকে রূপান্তরিত করেছে তাকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু প্রচেষ্টা চালান। রেলপথের অনেক অপচয়ের প্রতিকার দাবী করছিল। বড় বড় জাহাজ

মালিকদের থেকে আদায়কৃত অর্থের এক অংশ ফেরত দানের মাধ্যমে সস্তা হারের সুযোগ দানের ফলে ক্ষুদ্র জাহাজ মালিকরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। রেলপথগুলিও একতরফাভাবে কোন কোন জাহাজ মালিকের কাছ থেকে দূরত্বের বিবেচনা না করেই অন্যদের তুলনায় বেশি হার আদায় করছিল।

তাছাড়া যে সব শহরের মধ্যে অনেকগুলি রেলপথের সংযোগ ছিল প্রতিযোগীতার ফলে সে সব শহরের মধ্যে রেল ভাড়ার হার কমে গেলেও সে সব শহরের মধ্যে শুধুমাত্র একটি রেলপথের সংযোগ ছিল, সেখানকার রেল ভাড়ার হার দাঁড়ায় অত্যধিক। ফলে দেখা যায় শিকাগো থেকে নিউ-ইয়র্ক পর্যন্ত ১২৮০ কিলোমিটার দূরে মাল বহনের ভাড়া শিকাগো থেকে মাত্র কয়েক শত কিলোমিটার দূরের জায়গায় মাল বহনের খরচের চেয়ে কম পড়তো। প্রতিযোগীতা এড়াবার জন্য যৌথ তৎপরতা বা ভাণ্ডারের মাধ্যমে প্রতিযোগী কোম্পানীগুলি একটি পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থার সাহায্যে ভাড়া ব্যবসা ভাগাভাগি করে নেয় এবং অর্জিত মোট অর্থ একটি সাধারণ তহবিলে রেখে বণ্টন করে। জনগণের মধ্যে এইসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্যের তরফে প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সব প্রচেষ্টার ফলে কিছু কিছু উপকার দেখা গেলেও সমস্যাটির চরিত্র এমন ছিল যে তার জন্য কংগ্রেসের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৮৮৭ সালে প্রেসিডেণ্ট ক্লিভল্যাণ্ড আন্তরাজ্য বাণিজ্য আইনে স্বাক্ষর দান করেন। এই আইনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সাধারণ ভাণ্ডার (পুল), ভাড়া প্রত্যর্পণ এবং হার (ভাড়া) বৈষম্য ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন লংঘনের বিরুদ্ধে তদারকী করার জন্য এবং রেল পথের ভাড়া ও রীতিনীতি তদারক করার জন্য একটি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশন গঠন করা হয়।

প্রথমে যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে প্রবর্তিত উচ্চ শুল্ক হার প্রতিহত করার ব্যাপারেও ক্লিভল্যাণ্ড সক্রিয় ছিলেন। কারণ এই ব্যবস্থাটি স্থায়ী জাতীয় নীতি হিসেবেই গৃহীত হতে যাচ্ছিল। এইটিকে (উচ্চ শুল্ক

হার) জীবন যাত্রা ব্যয়ের বোঝা বৃদ্ধি এবং ট্রাস্টের দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী বলে ক্লিভল্যাণ্ড মনে করেছিলেন। অনেক বছর ধরে উচ্চ শুল্ক হার একটি রাজনৈতিক বিষয় ছিল না। তারপর ১৮৮০ সালে ডেমোক্রেটরা "শুধু রাজস্বের জন্য শুল্ক" এই দাবী উত্থাপন করে এবং সহসাই সংস্কারের দাবী জোরালো হয়ে উঠে। ১৮৮৭ সালে ক্লিভল্যাণ্ড তার বার্ষিক বার্তায় বিস্ফোরোন্মুখ বিষয় এড়িয়ে চলার সাবধান বাণী অমান্য করে জাতিকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দেন। কারণ এই বাণীতে তিনি আমেরিকার শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার নীতির ক্ষেত্রে যে চরম মনোভাব দেখানো হচ্ছিল তার নিন্দা করেন।

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রচারণায় শুল্ক হারের প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠে এবং শুল্ক প্রাচীরের সমর্থক রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বেঞ্জামিন হেরিসন এতে জয়ী হন। নির্বাচনী ওয়াদা পূরনের জন্য হ্যারিসন প্রশাসন ১৮৯০ সালে ম্যাককিনলে শুল্ক বিল পাশ করেন। এর লক্ষ্য ছিল শুধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে রক্ষা করা নয় বরং নবগঠিত বা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে লালন পালন করা ও নতুন শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিরোধক শুল্ক আরোপের ব্যবস্থাও করা হয়। নতুন শুল্ক হার সাধারণভাবে খুব বেশি হওয়ার ফলে অল্পকালের মধ্যেই জিনিষ পত্রের খুচরা মূল্য খুব বেড়ে যাওয়ার মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং সহসা ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।

এই সময় ট্রাস্টের প্রতি জনগণের বিরূপ মনোভাব বেড়ে যায় এবং ১৮৮০ এর দশকে হেনরী জর্জ ও এডোয়ার্ড বেলামীর মত সংস্কারকদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত বৃহদায়তন কর্পোরেশনগুলি উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়। একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙ্গার জন্য ১৮৯০ সালে গৃহীত শ্যারমেন এণ্টি ট্রাস্ট এ্যাকট্ এ আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য বিরোধী সকল শিল্প ব্যবসায়িক একত্রীকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এবং এই আইন কার্যকর করার জন্য কঠোর শাস্তি সহ অনেক পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয়। অস্পষ্ট সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার কারণে এই আইন চালু হওয়ার অব্যবহিত পর সামান্যই সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এক দশক পর থিওডোর রুজভেল্টে প্রশাসনের

আমলে এই আইনের কার্যকর প্রয়োগের ফলে "ট্রাস্ট বাস্টার" ডাকনামে প্রেসিডেন্ট খ্যাত হন।

এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রবণতা সত্ত্বেও এই সময়ের রাজনৈতিক চিত্র ছিল প্রধানতঃ নেতিবাচক। একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ "১৮৬৫ থেকে ১৮৯৭ এর মধ্যে ফেডারেল আইন পুস্তকগুলিতে দুইটি বা তিনটির বেশি আইন যুক্ত হয়নি যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দীর্ঘ দিন আটক করে রাখার প্রয়োজন ছিল। অবশ্য যে সব রাজনৈতিক শক্তি মানবিক সম্পর্কের জরুরী পুনর্বিন্যাস ঘটায় সেসবের বহিঃপ্রকাশ এতে ছিল।" পশ্চিমাঞ্চলের ইতিহাসের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের উদ্যোগ ভিন্নখাতে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে সীমান্তরেখা সাধারণভাবে মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী রাজ্যগুলি পশ্চিম সীমা অনুসরণ করে কানসাস ও নেব্রাস্কার পূর্বাংশ পর্যন্ত স্ফীত হয়েছিল। অগ্রবর্তী খামারগুলির এই ক্ষীর্ণ প্রান্ত রেখার পেছনে তখনও অনেক অ-দলখলকৃত জমি ছিল এবং তারও পরে ছিল বিস্তৃত প্রাচীরহীন তৃণক্ষেত্র যা শেষ পর্যন্ত পার্বত্যভূমির পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত গুল্ম সমতলের সাথে মিশে গেছে। তারপর প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার দূরে বিরাট পর্বতমালা যার অনেকগুলি ছিল পর্যাপ্ত রূপা, সোনা ও অন্যান্য ধাতুতে পরিপূর্ণ। দূরবর্তী অংশে তখনো পর্যন্ত মানুষের স্পর্শহীন সমতলভূমি ও মরুভূমি যা বনাবৃত উপকূলীয় অঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কালিফোর্নিয়ার বসতি স্থাপিত জেলাগুলি ও বিক্ষিপ্ত ফাঁড়িগুলি ছাড়া ব্যাপক দ্বীপাঞ্চলে শুধু রেড ইণ্ডিয়ানরাই বাস করতেন।

পশ্চিমে উন্মুক্ত সুযোগ

মাত্র ২৫ বছর পর প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দেশ বিভিন্ন রাজ্য ও ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৮৬২ সালের বাস্তুভিটা আইনের সাহায্যে বসতি স্থাপন তরান্বিত হয়। কারন এই আইনে যে সব নাগরিক ভূমির দখল নিয়ে তার উন্নতি সাধন করবে তাদেরকে ৬৪ হেক্টর আয়তনের খামার বিনামূল্যে দেয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৮০ সালের মধ্যে এই আইনের সাহায্যে প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ হেক্টর জমি বেসরকারী খাতে দেয়া হয়। রেডইণ্ডিয়ান-দের সাথে সংঘাত থেমে যায়। খনির মালিকরা দেশের গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে অবাধে বিচরন করে, ভূ-গর্ভে সুড়ঙ্গ তৈরি করে, নেভাডা, মন্টানা ও কলোরাডোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপক তৃনভূমির সুবিধা গ্রহণ করে গবাদি পশুপালনকারীরা টেকসাস থেকে মিসৌরী নদীর উচ্চভাগ পর্যন্ত প্রসারিত বিরাট ভূ-খণ্ডের উপর দাবী প্রতিষ্ঠা করে। মেষপালনকারীরাও উপত্যকা এবং পর্বত মালার ঢালু অংশে নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয়। খামার মালিকরা সমতল ভূমি ও উপত্যকায় ভীড় জমান এবং পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেন। ১৮৯০ সালের মধ্যে সীমান্তরেখা অবলুপ্ত হয়। মাত্র দুই দশক পূর্বে যেখানে মোষ ঘুরে বেড়াত সেখানে এখন ৫০ বা ৬০ লক্ষ নারী পুরুষ খামার গড়ে তুলেছে।

রেলপথগুলি বসতি স্থাপন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। ১৮৬২ সালে কংগ্রেস ইউনিয়ন পেসিফিক রেলপথকে প্রদত্ত একটি সনদে ভোটদান করে। এই রেলপথ আইওয়ার কাউন্সিল ব্লাফস থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। একই সময়ে সেন্ট্রাল পেসিফিক রেলপথ কালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্টো থেকে পূর্বদিকে পথ নির্মাণ করে। দুইটি রেলপথ যেহেতু অবিচলভাবে পরস্প-রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে কারনে সমগ্র দেশ আলোড়িত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৯ সালের ১০ই মে দুইটি লাইন উতার প্রোমোনটোরিতে মিলিত হয়। এতদিন পর্যন্ত দুইটি মহাসাগরের মধ্যকার যে দূরত্ব অতিক্রম করতে মাসের পর মাস ধরে কঠোর আয়াসসাধ্য ভ্রমণের প্রয়োজন হত তা এখন পূর্বের সময়ের একটি ভগ্নাংশে নেমে আসে। মহাদেশীয় রেল পথের জাল অবিচলভাবে বিস্তারিত হয় এবং ১৮৮৪ সালের মধ্যে চারটি বড় রেলপথ মধ্য মিসিসিপি এলাকাকে প্রাশান্ত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করে।

সুদুর পশ্চিমে সর্ব প্রথম বিরাট সংখ্যক লোকের ভিড় দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে। এইসব অঞ্চলের মধ্যে কালিফোর্নিয়ায় সোনা পাওয়া যায় ১৮৪৮ সালে, কলোরাডো ও নাভাডায় পাওয়া যায় ১০ বছর পর, মন্টনা

ইওমিং এ পাওয়া যায় ১৮৬০ এর দশকে, এবং ডাকোটার কালো পাহাড় গুলিতে পাওয়া যায় ১৮৭০ এর দশকে। খনির মালিকরা এই অঞ্চলের দ্বার খুলে দেন, বহু সমাজ বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অধিকতর স্থায়ী বসতির জন্য ভিত্তি স্থাপন করেন। তথাপি পাহাড়গুলি খোঁড়ার সময় (সোনার জন্য) কোন কোন বসতি স্থাপনকারী এই অঞ্চলের কৃষি ও পশু পালনের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত অল্প কিছুসংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রায় এককভাবে শুধুমাত্র খনিতেই আত্মনিয়োগ করেছিল। তবু মন্টানা, কলোরাডো; ইওমিং, আইডাহো ও ক্যালিফোর্নিয়ার প্রকৃত সম্পদ ছিল ঘাস ও মাটিতে।

দীর্ঘ দিন ধরে টেকসাসের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল গবাদিপশু-পালন। যুদ্ধের পর এই শিল্প আরো অধিকতর বিকাশ লাভ করে। এই সময় উদ্যমশীল ব্যক্তিরা তাদের লম্বা শিংওয়ালা পশুগুলিকে উত্তরে খোলা সর্বসাধারণের জমিতে নিয়ে যায়। ঘাস খেয়ে অগ্রসর হতে হতে গবাদি পশুগুলি যখন কানসাসে রেলপথের রপ্তানী কেন্দ্রে পৌছে তখন যাত্রাকালের তুলনায় তারা অনেক বড় হৃষ্ট পুষ্ট। এই "দীর্ঘ যাত্রা" শ্রীঘ্রই একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং শত শত কিলোমিটার দীর্ঘ পথটি গবাদি পশু পালের উত্তরমুখী চলার দাগে চিহ্নিত হয়ে উ'ঠ। গবাদি পশুপালন মিসৌরী অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে এবং বিপুল সংখ্যক পশু খামার কলোরাডো, ইওমিং, কানসাস, নেব্রাসকা ও ডাকোটা অঞ্চলে দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলি পশু জবাই ও তৈরি করা মাংস বিক্রয়ের বর্ধিষ্ণু কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আকর্ষনীয় কেন্দ্রীয় চরিত্র রাখাল বালক (কাউবয়) সহ পশু খামার একটি বর্নাঢ্য ব্যবস্থা হিসাবে প্রবর্তিত হয়। ডাকোটায় নিজের অভিজ্ঞতা স্মরন করে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ তম প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্ট লিখেছিলেন, "আমরা ঘোড়া ও রাইফেল নিয়ে একটি মুক্ত এবং নির্ভীক জীবন যাপন করেছিলাম। আমরা মধ্য গ্রীষ্মের এমন খররোদে কাজ করেছি যখন প্রশস্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি উত্তাপে ঝিকমিক করে উঠতো ও কাপতে থাকত। ঘোড়ার পিঠে চড়ে গবাদি পশুর চারপাশে নৈশ প্রহরী হিসেবে কাজ করার সময়

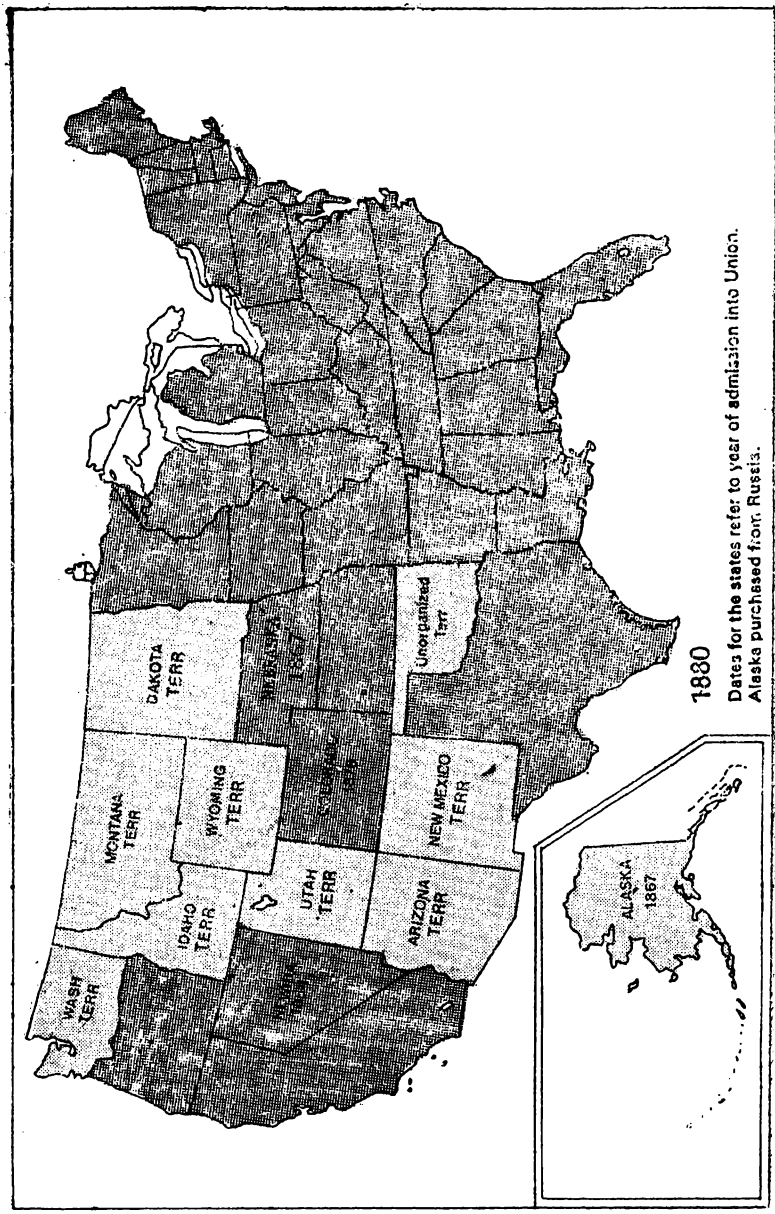

১৮৮০ লিখিত তারিখ হলো সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার বছর। আলাসকা রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা হয়। উৎস যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরীপ।

শেষ রাতের পাহাড়াদারীতে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাবার দুর্বিসহ যাতনা যে কি তা আমরা জানি...। কিন্তু আমাদের শিরা উপশিরায় আমরা নির্ভীক জীবনের স্পন্দন এবং কাজের গৌরব ও বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করেছি।"

১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ৬০ লক্ষ গবাদি পশু টেকসাস থেকে শীত প্রধান কলোরাডো, ইওমিং ও মণ্টানার উচ্চ সমতল ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৮৫ সালের দিকে গবাদি পশুর বাজারের তেজীভাব সর্বোচ্চপর্যায়ে পৌঁছে। এই সময় গবাদি পশুর দীর্ঘ যাত্রার সহায়ক হিসাবে ঐ অঞ্চলটি খুব বেশীভাবে পশুচারণে ভরে উঠেছিল এবং এখানে রেলপথের জাল বিস্তারিত হতে শুরু করে। খামারের অদূরে তৃণক্ষেত্র প্রকম্পিত করে অসংখ্য জাহাজ ভর্তি হয়ে খামার মালিকদের পরিবার পরিজন, চাষের ঘোরা, গরু ও শূকর আনা হচ্ছিল। বাস্তুভিটা আইনের সুযোগ নিয়ে তারা তাদের দাবীর সীমায় খুঁটি পুঁতেন এবং সেগুলোকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এইসব জায়গায় তখন যাযাবরের মত যেসব লোকেরা ছিল তাদেরকে জমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। কারণ তারা কোন বৈধ অধিকার ছাড়া সেখানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছিল। অচিরেই আবেগ প্রবন "দুরন্ত পশ্চিমের" বিলুপ্তি ঘটে।

যন্ত্র এবং বিজ্ঞান কৃষকদের সাহায্যে আসে

শিল্পখাতে বিরাট অংকের মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও কৃষি দেশের মৌলিক পেশা হিসাবে অব্যাহত থাকে। যুদ্ধের পর শিল্পের সমতালে কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হবার ফলে দৈহিক শ্রমের বদলে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও নিজেদের খাদ্যের জন্য উৎপাদনের বদলে বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হয়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি খামারের সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে ২০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষে উন্নীত হয় এবং খামারের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে ১৬ কোটি হেক্টর থেকে ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টরে এসে দাঁড়ায়।

১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে গম, অন্যান্য শস্য ও তুলা ইত্যাদির মত মৌলিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিপূর্বেকার সব উৎপাদন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একই সময়ের মধ্যে যখন দেশের জনসংখ্যা বাড়ে দ্বিগুণেরও বেশি এবং সবচেয়ে বেশি বেড়ে উঠে শহরগুলিতে। কিন্তু আমেরিকার খামার মালিকরা বিপুল পরিমাণে যে সব খাদ্য শস্য, তুলা, গরু এবং শূয়োরের মাংস ও উল উৎপাদন করেছিল সে সব শুধু যে আমেরিকার মেহনতী মানুষ এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্যই যথেষ্ট ছিল তা নয় বরং তারা ক্রমশঃ বেশি পরিমাণে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করতে থাকেন।

এই অসাধারন সাফল্যের জন্য অনেক উপাদানই দায়ী ছিল। এইরূপ একটি উপাদান হলো পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ। অন্য আরেকটি হলো কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ, ১৮০০ সালে একজন কৃষক হাত কাস্তে ব্যবহার করে দিনে এক পঞ্চমাংশ হেক্টর জমির গম কাটতে পারতো। ৩০ বছর পর একধরনের গতিশীল ছুরি ব্যবহার করে সে ১০ ভাগের ৮ ভাগ হেক্টর জমির গম একদিনে কাটতে পারতো। দশবছর ধরে চেষ্টা চালাবার পর সাইরাস ম্যাককরমিক ১৮৪০ সালে যে কৌতুকপ্রদ যন্ত্র বিকষিত করেন, তার সাহায্যে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই হেক্টর জমির গম কেটে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। এই যন্ত্রের চাহিদা সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরে তিনি পশ্চিমের তৃণভূমি সংলগ্ন নতুন শহর শিকাগোতে গিয়ে শস্য কাটার যন্ত্র তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৬০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ যন্ত্র (শস্য কাটার) বিক্রি করেন।

এর পর একের পর এক অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়। এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বয়ংক্রিয় রজজু বন্ধনী, মাড়াই যন্ত্র, শস্য কাটা যন্ত্র। যান্ত্রিক শস্য বুনন, কর্তন ছাটাই এবং খোসা ছাড়াবার যন্ত্র ইত্যাদি আবিভূর্ত হওয়ার পাশাপাশি মাখন তোলা, সার ছিটানো, আলু রোপন করা, খড় শুকানো, ডিম ফুটানো এবং শত শত অন্যান্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির চেয়ে বিজ্ঞান মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৮৬২ সালে মরিসল্যাণ্ড গ্রাণ্ট কলেজ এ্যাকট এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠি-

রাজ্যে কৃষি ও শিল্প কলেজ স্থাপনের জন্য সরকারী জমি বরাদ্দ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের ক্ষেত্রে গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। পরবর্তীতে কংগ্রেস সারা দেশে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করার জন্য তহবিল বরাদ্দ করে এবং গবেষণার জন্য কৃষি বিভাগকেও সরাসরি অর্থ মঞ্জুর করেন। নতুন শতাব্দী শুরু হওয়ার পর সারাদেশের বিজ্ঞানীরা ব্যাপক ধরনের কৃষি প্রকল্প সমূহে কাজ করছিলেন।

এই বৈজ্ঞানিকদের একজন মার্ক কার্লটন কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে রাশিয়া সফর করেছিলেন। সেখানে তিনি রৌদ্র ও খরা প্রতিরোধক শীত-কালীন গম দেখতে পান এবং তা নিজ দেশে চালান দেন। এই গম এখন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত গম ফসলের অর্ধেকেরও বেশি। অন্য একজন বৈজ্ঞানিক ম্যারিয়ন ডরসেট শুকরের ভয়াবহ কলেরা নির্মূল করেন এবং আরেকজন বিজ্ঞানী জর্জ মহেলার তাদের (শুকর) খুড়া ও মুখের রোগ নির্মূলে সহয়তা করেছিলেন। একজন গবেষক উত্তর আফ্রিকা থেকে সোরগাম শস্য এনে-ছিলেন এবং আরেকজন তুর্কীস্থান থেকে আমদানী করেছিলেন হলুদ ফুল ওয়ালা আলফাফা। ক্যালিফোর্নিয়ার লুথার বুরব্যাংক অসংখ্য ধরনের নতুন ফল ও সব্জী উৎপাদন করেন। উইসকনসীনের ষ্টীফেন ব্যবকক দুধের মধ্যে মাখন চর্বির পরিমাণ নির্ধারণের এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। আলাবামার তাসকেগী ইনষ্টিটিউটের মহান কৃষ্ণাঙ্গ বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াশিংটন কারভার পিনাট (এক ধরনের বাদাম), মিষ্টি আলু ও সয়াবিনের শত রকমের নতুন ব্যবহার প্রদর্শন করেন।

কৃষকদের দুর্দশা

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্বেও আমেরিকার কৃষক বা খামার মালিকরা ১৯ শতকে পৌনঃপুনিক দুঃসময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এর সাথে ভূমির ক্ষয়, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা, প্রধান শস্যগুলির অতি উৎপাদন, আত্ম-নির্ভরতার অবনতি এবং পর্যাপ্ত আইনগত সংরক্ষণ ও সহায়তার অভাব ইত্যাদি

মৌলিক উপাদান জড়িত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের জমি দীর্ঘকাল ধরে তামাক ও তুলাচাষের ফলে উর্বরতা শক্তি ক্ষয় পেয়েছিল। অন্য দিকে পশ্চিমে এবং এমন কি সমতল ভূমিতেও কৃষকরা ভূমি ক্ষয়, বায়ু, ঝড় এবং পোকার আক্রমণের ফলে বিরাট ক্ষতির শিকার হয়।

মিসিসিপির পশ্চিম দিকে কৃষির দ্রুত যান্ত্রিকীকরণ একটি মিস্র আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হয়। এই যান্ত্রিকীকরণ অনেক খামার মালিককে তাদের জমির পরিমাণ বিবেচনাহীনভাবে বাড়িয়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। প্রধান শস্যগুলি উৎপাদনের উপর জোর দিতেও এটা প্রেরণা যোগায়। ক্ষুদ্র কৃষকদের উপর বড় খামার মালিকদেরকে এই প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট সুবিধা দান করে। এবং এর ফলে দ্রুত রায়তি ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। ভূমি সংরক্ষণের আধুনিক কলাকৌশল ব্যাপকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই সব সমস্যা অনেক বছর ধরে প্রধানত অমীমাংসিত থেকে যায়।

এমন কি মূল্যের সমস্যাটি ছিল আরও জটিল কিন্তু দ্রুত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতেন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে। কিন্তু তাকে তার সরবরাহ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং গৃহস্থালী সামগ্রী কিনতে হতো প্রতিযোগীতাহীন সংরক্ষিত এক বাজার থেকে। তার উৎপাদিত গম, তুলা ও গোমাংসের জন্য যে দাম লাভ করতেন তা নির্ধারিত হত বিদেশে। শস্য তোলার যন্ত্র, সার এবং কাঁটাতার ইত্যাদির জন্য তাকে যে মূল্য দিতে হত সে দাম নির্ধারণ করত সংরক্ষণ মূলক শুল্কের সুবিধা ভোগী ট্রাস্টগুলি। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত বেশির ভাগ কৃষি পণ্যের দাম অনিয়মিতভাবে হ্রাস পায় এবং আমেরিকার কৃষি পণ্যের দাম বাড়ে মাত্র ৫০ কোটি ডলার। একই সময়ে অবশ্য শিল্প পণ্যের দাম বাড়ে ৬,০০০ কোটি ডলার।

এই অর্থনৈতিক ভারসাম্য হীনতার কারণে সাধারণ অভাব অভিযোগ বিবেচনা করা ও প্রতিকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করার জন্য অনেকগুলি কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। এইসব সংগঠনের বেশির ভাগই ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রেঞ্জ নামক সমিতির অনুসরণে গঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে গ্রেঞ্জ গঠিত হয় এবং তাদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা

দাঁড়ায় সাড়ে সাত লাখের উপর। কৃষকদের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের অন্বেষায় প্রধানত ঃ সামাজিক গ্রুপ হিসাবে শুরু হওয়া এই সংগঠন ব্যবসা ও রাজনীতি আলোচনার সংগঠনে রূপান্তরিত হয় এবং অনেক গ্রেঞ্জ শীঘ্রই তাদের নিজেদের বাজারজাত করণ ব্যবস্থা ও বিক্রয় কেন্দ্র, প্রক্রিয়াকরন প্রকল্প ও কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। মধ্য পশ্চিমের অনেকগুলি রাজ্যে তারা আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত করেন এবং তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

এত সত্বেও অনেক ব্যবসায়ীক উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং ১৮৭০ এর দশকের শেষের দিকে পুনরায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হওয়ার ফলে তাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। ১৮৮০ দশকের শেষের দিকে এবং ১৮৯০ দশকের প্রথম দিকে তৃণ ভূমিতে খরা নেমে আসার পর গম ও তুলার মূল্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলে এই আন্দোলন আবার শুরু হয়।

কৃষকদের মৈত্রী নামে নতুন সংগঠন গড়ে উঠে এবং ১৮৯০ সালের দিকে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ লক্ষ। এই গ্রুপগুলি তাদের ব্যাপক শিক্ষামূলক কর্মসূচী বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য জোড়ালো দাবী উত্থাপন করে। পুরানো ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে উপরোক্ত মৈত্রীর সদস্যরা সহসা 'পপুলিষ্ট' নামে একটি যুদ্ধংদেহী রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে।

সহজলভ্য অর্থ ব্যবস্থার পক্ষপাতী পপুলিষ্ট

যে পপুলিষ্ট উন্মাদনা তৃণভূমি ও তুলা চাষের ভূ-খণ্ডগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে ছিল সেরূপ অবস্থা আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। সারাদিন মাঠে কঠোর পরিশ্রমের পর কৃষকরা বগী গাড়ি জুড়ে তাদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে সংগে নিয়ে সভাগৃহে ভীড় জমাতেন এবং তাদের নেতাদের আবেগময় বক্তৃতা শুনে হাততালি দিতেন। ১৮৯০ সালের নির্বাচনে এই নতুন রাজনৈতিক দল দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় এক ডজন রাজ্যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে এবং সিনেটর

ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে অসংখ্য লোককে নির্বাচিত করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পপুলিস্টরা একটি প্রগতিশীল মঞ্চ তৈরি করে। এই মঞ্চের তরফে যে ব্যাপক সংস্কারের দাবী করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ক্রমবর্ধমানহারে আয়কর, কৃষকদের ঋণদানের জন্য একটি জাতীয় পদ্ধতি, রেলপথের সরকারী মালিকানা, শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টা কর্ম-সময় নির্ধারণ এবং অবাধ ও বিপুল রৌপ্যমুদ্রা তৈরীর মাধ্যমে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১৮৯২ সালের নির্বাচনে পপুলিস্টরা পশ্চিমে ও দক্ষিণাঞ্চলে চমকপ্রদ শক্তি প্রদর্শন করেছিল এবং যদিও তাদের প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী ১০ লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন তবু এই নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড নির্বাচিত হন। চার বছর পর গতিশীল পপুলিস্টরা প্রায় সবজায়গাতেই ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে মিশে গিয়ে ডেমোক্রেটিক নেতাদেরকে মুদ্রার প্রশ্নটিকে প্রধান রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করতে সম্মত করান।

শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত মুদ্রা মান (সোনা এবং রূপা) প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ যে সব সোনা ও রূপা টাকশালে আনা হতো সেগুলো সবই ডলার মুদ্রায় পরিণত করে দিতে সরকার প্রস্তুত ছিল। ১৮৭৩ সালে কংগ্রেস মুদ্রা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত করেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে রৌপ্য মুদ্রা (ডলার) মানকে আভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি মুদ্রা তালিকা থেকে বাদ দেয়। সেই সময় এই ব্যবস্থা বিশেষ কোন উদ্বেগ বা সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কারণ রৌপ্য ধাতু তখন ছিল দুষ্প্রাপ্য। প্রকৃতপক্ষে ৪০ বছর ধরে কোন রৌপ্য মুদ্রাই চালু ছিলনা। কিন্তু পশ্চিমের পার্বত্য রাজ্য সমূহে নতুন রূপার খনি আবিষ্কৃত হবার পর এবং অনেক ইউরোপীয় মুদ্রা মান থেকে রূপাকে বাদ দেয়ার ফলে এই ধাতুর সরবরাহ ব্যপক বেড়ে যাওয়ায় অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে।

দেশে একদিকে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল অন্যদিকে পশ্চিম ও দক্ষিণের কৃষক শ্রেণীর মুখপাত্ররা পূর্বাঞ্চলীয় শিল্প কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন শ্রমিক গ্রুপের সমর্থন পুষ্ট হয়ে রূপাকে অবাধে মুদ্রায় পরিণত করার পূর্বতন ব্যবস্থায়

ফিরে যাবার দাবী জানাচ্ছিল। প্রচলিত মুদ্রার ঘাটতির জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই গ্রুপগুলি যুক্তি দেখান যে, ব্যবহৃত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ালে তা গৌণভাবে কৃষিপণ্যের দাম এবং শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বাড়বে ও তার ফলে ঋণ পরিশোধিত হবে। অন্যদিকে অধিকতর রক্ষণশীল গ্রুপগুলি বিশ্বাস করতেন যে এইরূপ নীতির ফল হবে আর্থিক ভাবে সর্বনাশা। এবং তারা দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, মুদ্রাস্ফীতি একবার শুরু হলে তা বন্ধ করা যাবেনা এবং সরকার নিজেই বাধ্য হয়ে দেউলিয়াপনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা বলে একমাত্র স্বর্ণ মানই স্থিতিশীলতা দিতে পারে।

রৌপ্য মুদ্রামান পন্থীরা অর্থাৎ ডেমোক্রেট ও পপুলিস্টরা একত্রে নেব্রাস্কার উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের মধ্যে এক নেতৃত্বের সন্ধান পায়। ইনি ছিলেন ১৮৯৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী। কিন্তু তার পার্টি ছিল দুর্বল ও তার প্রতিপক্ষরা ছিল শক্তিশালী। উইলিয়াম ম্যাককিনলে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। সে যাই হোক, ব্রায়ানের নির্বাচনী প্রচারণা প্রায় উপাখ্যানে দাঁড়িয়ে যায়। কেবল মুদ্রা নীতি সংক্রান্ত বিষয়টি ছাড়া পপুলিস্ট ও কৃষি তন্ত্রী ডেমোক্রেটিকদের বেশির ভাগ দাবীই পরবর্তীকালে আইন হিসাবে গৃহীত হয়। অন্য দিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে গৃহযুদ্ধের পর থেকে ইউনিয়ন কিরূপ সংহতি অর্জন করেছে এই প্রচারণা ছিল তারই লক্ষণীয় পরিচয়। যদিও কৃষকদের অভাব অভিযোগ, দাস মালিকদের অভিযোগের তুলনায় কোন অংশে কম বাস্তব ছিলনা তবুও ইউনিয়ন বাতিল করার বা সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার মত কথাবার্তা কেউ বলেনি।

স্পেন যুদ্ধে হারল, উপনিবেশগুলিও হারাল

১৮৯৮ সালে স্পেনের সাথে যুদ্ধের প্রাক্কালে জাতীয় ঐক্য আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। ফ্লোরিডা উপদ্বীপের দক্ষিনস্থ কিউবা দ্বীপ দীর্ঘকাল ধরে স্পেনের শাসনাধীন ছিল। অথচ এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য

সক্রিয়ভাবে প্রসার লাভ করছিল। ১৮৯৫ সালে শাসক দেশের নিপীড়ন-মূলক শাসনের বিরুদ্ধে কিউবার বিক্ষোভ স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে এই অভ্যুত্থানের গতিধারা লক্ষ্য করে। বেশির ভাগ আমেরিকানই ছিলেন কিউবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ক্লিভল্যাণ্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যাপারে ছিলেন স্থির সংকল্প। তিন বছর পর ম্যাককিনলের প্রশাসনের আমলে বন্দরে নোঙ্গর করা যুক্ত-রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ মেইন ধ্বংশ হওয়া ও ২৬০ জন নাবিক মারা যাবার পর এক ব্যাপক বিক্ষোভের ঢেউ জেগে উঠে। কিছু সময়ের জন্য ম্যককিনলে যদিও শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, তবুও কয়েক মাসের মধ্যে আর কোন বিলম্ব করা অর্থহীন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেন।

স্পেনের সাথে যুদ্ধ ছিল খুব দ্রুতগামী ও চূড়ান্ত প্রকৃতির। যে চারমাস এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল সে সময়ের মধ্যে একবারও আমেরিকার পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় ঘটেনি। যুদ্ধ ঘোষণা করার এক সপ্তাহ পর তখন হংকং এ অবস্থানরত কমোডর জর্জ ডিউয়ি তার নৌ বহরের ছয়টি স্কোয়াড্রন নিয়ে ফিলিপাইনে অগ্রসর হন। তার উপর নির্দেশ ছিল স্পেনিশ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে আমেরিকান জলভাগে তৎপরতা চালানো থেকে প্রতিহত করা। তিনি আমেরিকার একটি জীবনও না হারিয়ে স্পেনের সমগ্র রন-বহর ধ্বংশ করার পথে এগিয়ে যান। ইত্যবসরে কিউবায় সান্তিয়াগোর কাছে সৈন্যবাহিনী অবতরণ করে এবং সেখানে একের পর এক বেশ কিছু বিজয় অর্জনের পর তারা বন্দরের উপর গোলাবর্ষন করে। স্পেনের চারটি গোলান্দাজ যুদ্ধ জাহাজ সান্তিয়াগো উপসাগরে বেরিয়ে আসে। এবং কয়েক ঘন্টা পর এগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত খোলে রূপান্তরিত হয়।

যখন খবর আসে সান্তিয়াগোর পতন ঘটেছে, তখন বোস্টন থেকে সান ফ্রান্সিস্‌কো পর্যন্ত বাঁশি বাজছিল এবং পতাকা উড়ছিল। সংবাদ পত্র-গুলি কিউবা এবং ফিলিপাইনে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরন করে এবং তারা জাতীয় নতুন বীরদের সুনাম ও সুখ্যাতি প্রচার করে। এই নতুন বীরদের

প্রধান ছিলেন ম্যানিলা খ্যাত জর্জ ডিউয়ি এবং "রাফ রাইডারস" এর নেতা থিওডর রুজভেল্ট। এই রাফরাইডারস দল ছিল একটি স্বেচ্ছাসেবা মূলক অশ্বারোহী বাহিনী যা তিনি কিউবায় তৎপরতা চালাবার জন্য গঠন করেছিলেন। স্পেন অনতিবিলম্বে শান্তি প্রার্থনা করে এবং ১৮৯৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এই দ্বীপের স্বাধীনতার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে কিউবাকে সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে হস্তান্তর করে। এছাড়া স্পেন যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পোর্টোরিকা এবং গুয়াম যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে দেয় এবং দুই কোটি ডলারের বিনিময়ে ফিলিপাইনকেও বিক্রি করে দেয় তার কাছে।

ফিলিপাইনে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে বিপুল বাণিজ্য করতে পারার উচ্চ আশা পোষন করছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালে জাপানের হাতে পরাজয়ের পর থেকে অবশ্য অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র এখানে (চীন) নৌঘাঁটি স্থাপন করে এবং কিছু কিছু অংশ ইজারা নিয়ে সেখানে নিজেদের প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠা করে। তারা শুধু একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারই লাভ করেছিল তা নয় বরং পাশাপাশি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ ও খনি উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগ করার বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল।

আমেরিকার সরকার প্রাচ্যের সাথে তার কুটনৈতিক সম্পর্কের প্রথম যুগে সর্বদাই সকল রাষ্ট্রের জন্য সমান বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন এবং এখন এই নীতিকে রক্ষা করতে হলে সাহসিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পররাষ্ট্র সচিব জন হে সংশ্লিষ্ট সকল শক্তির কাছে একটি সার্কুলার নোট পাঠান যার পর কথিত শক্তিগুলি চীনে তার সকল রাষ্ট্রের জন্য খোলা দরজা নীতি বা মতবাদ মেনে নেন। অর্থাৎ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিতে (শুল্ক হার, বন্দর শুল্ক ও রেল ভাড়া সহ) সমান বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকার মেনে নিলেন।

১৯০০ সালে অবশ্য চীন বিদেশীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানে। জুন মাসে বিদ্রোহীরা পিকিং অধিকার করেন এবং বৈদেশিক কুটনৈতিক অফিসগুলো দখল করেন। জন হে সংশ্লিষ্ট সকল শক্তির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন

যে, চীনের ভৌগলিক ও প্রশাসনিক অধিকারের মধ্যে বা খোলা দরজা নীতির ক্ষেত্রে যে কোন গোলযোগের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধীতা করবে। বিদ্রোহ শান্ত হবার পর আমেরিকার কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়া এবং ভয়াবহ ক্ষতি পূরণের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার ব্যপারে তার (হে) সব দক্ষতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে গ্রেট বৃটেন ও জার্মানী আরেক-বার খোলা দরজা নীতি ও চীনের স্বাধীনতা সংরক্ষনের ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রও সহসা তাদেরকে অনুসরন করে।

ইতিমধ্যে ১৯০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ম্যাককিনলে প্রসাশন সম্পর্কে বিশেষত: তাঁর পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষন বা রায় দানের জন্য আমেরিকানদেরকে সুযোগ এনে দেয়। ফিলাডেলফিয়াতে এক সভায় সমবেত হয়ে রিপাবলিকানরা স্পেনের সাথে যুদ্ধে সাফল্যজনক পরি-ণতি, অর্থনৈতিক উন্নতির পুনরুদ্ধার এবং খোলা দরজা নীতির মাধ্যমে নতুন বাজার লাভের প্রচেষ্টার কারণে উৎফুল্ল মনোভাব প্রকাশ করেন। সহযোগী হিসাবে (ভাইস প্রেসিডেন্ট) থিওডোর রুজভেল্ট সহ ম্যাককিনলের নির্বাচিত হওয়া ছিল অবধারিত। কিন্তু তাঁর বিজয় উপভোগ করার জন্য প্রেসিডেণ্ট বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন নিউইয়র্কের বাফেলোতে একটি প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন তখন এক আততায়ীর হাতে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ম্যাককিনলের মৃত্যুর ফলে থিওডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন।

ব্যাপক সামাজিক সমালোচনা

রুজভেল্ট যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন কি আভ্যন্তরীন কি বৈদে-শিক উভয় ক্ষেত্রেই আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে এক নয়াযুগের সুচনা ঘটেছে। মহাদেশটি জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠেছে এবং সীমান্ত রেখাও হয়েছে বিলুপ্ত। একটি ক্ষুদ্রসংগ্রামী প্রজাতন্ত্র বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ভিত্তি বৈদেশিক ও গৃহযুদ্ধে নানা প্রতিকুলতা এবং অর্থ-নৈতিক উন্নতি ও মন্দার উত্থান-পতন সহ্য করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে অসীম অগ্রগতি সাধিত হয়। অবাধ গণশিক্ষার যথেষ্ট

অগ্রগতি ঘটে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার আদর্শ পোষন করা হয়। এতদসত্বেও চিন্তাশীল আমেরিকানরা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারন বৃহদায়তন ব্যবসা তখন পূর্বের সব সময়ের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় ভাবে সুরক্ষিত। স্থানীয় ও মিউনিসিপ্যাল সরকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক টাউটদের হাতে এবং সমাজের প্রতিটি অংশ এক বস্তুবাদী চেতনায় সংক্রমিত হয়েছিল।

এইসব অশুভের বিরুদ্ধে এক উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ জেগে উঠে। এই প্রতিবাদ মোটামুটি ১৮৯০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকান রাজনীতি ও চিন্তাধারায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে। তবে এটা একেবারে নতুন বৈশিষ্ট্য ছিলনা। শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগ থেকেই কৃষকেরা শহরগুলির এবং উঠতি বড় বড় শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে আসছিলেন। বেশ পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫০ এর দশক থেকেই সংস্কারকরা যে পৃষ্ঠপোষকতা পদ্ধতির মাধ্যমে সফল রাজনীতিবিদরা তাদের সমর্থকদের মধ্যে সরকারী সুযোগ-সুবিধা বন্টন করতেন সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা শুরু করেছিলেন। তিরাশি বছর সংগ্রামের পর সংস্কারকরা ১৮৮৩ সালে প্যাণ্ডলটন সিভিল সার্ভিস বিলের মাধ্যমে একটি সুবিধা লাভ করে। এই আইনের সাহায্যে সরকারী চাকরিতে যোগ্যতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কারের সূত্রপাত সূচিত হয়।

শিল্প শ্রমিকরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য যে নাইটস অব লেবার শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮০০ এর দশকের মাঝামাঝিতে তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত লাখ। সেই সময়ের পর এই সংগঠনের অবক্ষয় ঘটেছিল। কিন্তু অতি শ্রীঘ্রই আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার পূর্বোক্ত সংগঠনের স্থান দখল করে। এটি ছিল দক্ষ শ্রমিকদের শক্তিশালী সংগঠন ১৯০০ সালের দিকে শ্রমিকেরা এক প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

এই সময়ের রাজনীতি দর্শন, পাণ্ডিত্য অথবা সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তিই সংস্কার আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগাযোগ

সম্পর্কের কারনে নিজের সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই সময়ের প্রায় সকল নায়করাই ছিলেন সংস্কারক ১৮ শতকের গ্রামীন প্রজাতন্ত্রের যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যে সব রীতি নীতি বিশ শতকের শহুরে রাষ্ট্রের জন্য অনুপযুক্ত বা অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয়েছিল, সে সব রীতি নীতির বিরুদ্ধে তারা জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সময়টিকে সবচেয়ে বেশি সংস্কার মূলক তৎপরতার কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর কয়েক বছর পূর্বে ১৮৭৩ সালে মার্ক টোয়েন, "গিল্ডেড এজ"-এ আমেরিকান সমাজকে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনাবৃত বা উন্মুক্ত করেন। এখন দৈনিক সংবাদপত্র এবং ম্যাকক্লিয়রস, এভরিবডি'স ও কোলিয়ার্সের ন্যায় জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে ট্রাস্ট, (একচেটিয়া ব্যবসা) অতি উচ্চ স্তরের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার, ভেজাল বা অবিশুদ্ধ খাদ্যও নিন্দিত রেলপথ ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে গল্প উপন্যাসকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে আপটন সিনক্লেয়ার তার 'দ্য জাঙ্গল, নামক পুস্তক শিকাগোর বিরাট মাংস প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রকাশ করেন এবং জাতীয় মাংস সরবরাহ ব্যবস্থায় গো মাংস ট্রাস্টের সুগভীর প্রভাব তুলে ধরেন। থিওডর ড্রেইসার তাঁর 'দ্য ফাইনানসিয়ার এণ্ড দ্য টাইটান' নামক পুস্তকে বড় ব্যবসায়ীদের কুটকৌশল যাতে সাধারণ মানুষরাও বুঝতে পারে সেভাবে সহজ বোধ্য করে তোলেন। ফ্রাঙ্ক নরিসের 'দ্য পীট' নামক পুস্তকটিতে কৃষকদের প্রতিবাদের অনেকখানি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। লিংকন স্টিভেন্সের 'দ্য শেম অব দ্য সিটিজ' পুস্তকে রাজনৈতিক দূর্নিতি নগ্নভাবে তুলে ধরা হয়। জনগণকে সক্রিয়তার পথে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এই উন্মোচন মূলক সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আপোষহীন লেখকদের প্রচণ্ড প্রভাব ও ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বুদ্ধ জনগন রাজনৈতিক নেতাদেরকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। জনগণ যে অবস্থায় জীবনধারণ ও কাজ করছিলেন তা উন্নত করার জন্য অনেক রাজ্য আইন প্রনয়ণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শিশু শ্রম আইনগুলি জোরদার করা হয় ও নতুন কিছু কিছু আইন প্রনয়ন করা হয়।

এগুলোর মাধ্যমে শিশুদের কাজের বয়ঃসীমা বাড়ানো, শ্রম ঘণ্টা কমানো, নৈশ কাজ নিয়ন্ত্রণ করা ও বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক করা হয়।

সংস্কার সাধারণ লোকের সহায়ক

এই সময়ের মধ্যে বেশির ভাগ বড় বড় শহর এবং অর্ধেকেরও বেশি রাজ্যে ব্যাপক গণভিত্তিক কাজে দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনটি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই আইনে শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের কাজ চলাকালে কোন রকম শারীরিক ক্ষতি বা অঙ্গহানির শিকার হলে নিয়োগ কর্তাদের ক্ষতিপূরণ দানে আইনগতভাবে বাধ্য করা হয়। নতুন কিছু রাজস্ব আইনও পাশ করা হয়। এই সব আইনে উত্তরাধিকার, আয়কর, এবং শিল্প ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদ ও আয়ের উপর কর ইত্যাদি আরোপের মাধ্যমে সরকারের ব্যয়ের বোঝা তাদের উপর চাপানোর চেষ্টা করা হয় যারা এই বোঝা বহনে সক্ষম।

অনেকের কাছে বিশেষত প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টের কাছে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যে সমস্ত সমস্যার ব্যাপারে সংস্কারকেরা উদ্বিগ্ন ছিলেন তার অধিকাংশেরই কেবলমাত্র জাতীয় ভিত্তিতে মোকাবেলা করলেই সমাধান হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সংস্কারের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং জনগণকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাদানের স্থির সংকল্প নিয়ে ট্রাস্ট বিরোধী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের পক্ষে বর্ধিত সরকারী তদারকী নীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে রেল পথের ক্ষেত্রে সরকারী তদারকী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দুইটি প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী আইন পাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই আইনগুলির একটি ছিল ১৯০৩ সালের এলকিনস এ্যাকট। এতে মুদ্রিত মাসুল হারকে আইনগত মান বলে স্বীকার করা হয় এবং জাহাজ মালিকদেরকে রিবেট (প্রত্যর্পণ) দানের ব্যাপারে রেলপথের সাথে সমভাবে দায়ী করা হয়। এবং যে সব কোম্পানী এই রিবেট দানে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে সফলভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়।

রুজভেল্টের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ট্রাস্ট বিরোধী তৎপরতা সাধারণ মানুষের কল্পনা শক্তিকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলির প্রতি সমর্থন দলীয় রাজনীতির গণ্ডী অতিক্রম করে। তাছাড়া এই সময় দেশের পর্যাপ্ত উন্নতির ফলে জনগণ ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, ফলে ১৯০৪ সালের নির্বাচনে তাঁর (রুজভেল্ট) বিজয় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

বিপুলভাবে নির্বাচনী বিজয়লাভে উৎসাহিত হয়ে রুজভেল্ট সংস্কারের ব্যাপারে আরো স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর প্রথম বার্ষিক বাণীতে তিনি রেলপথের ব্যাপারে আরো কঠোর নিয়ন্ত্রণের আহবান জানান এবং ১৯০৬ সালের জুন মাসে হেপবার্ণ এ্যাক্ট পাশ করা হয়। ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই আইন আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশনকে প্রকৃত কর্তৃত্ব দান করে, কমিশনের কাজের একতিয়ার প্রসারিত করে এবং রেল পথগুলিকে জাহাজ ও কয়লা কোম্পানী সমূহের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক স্বার্থের গাঁটছড়া ছিন্ন করতে বাধ্য করেন।

কংগ্রেসে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি আরো এগিয়ে নেয়া হয়। ১৯০৬ সালের খাঁটি খাদ্য আইনে ঔষধ ও খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য, রাসায়নিক কিংবা সংরক্ষণমূলক উপাদান ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। সহসা অন্য একটি আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হয়। এই আইনে যে সব প্রতিষ্ঠান আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে মাংস বিক্রয় করতো তাদের উপর কেন্দ্রীয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস একটি নতুন বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তর সৃষ্টি করেন। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রী সভায় এই দপ্তরকে সদস্যপদ দেয়া হয়। বিরাট ব্যবসায়িক একত্রীকরনের ব্যাপারে অনুসন্ধানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি নতুন বিভাগীয় ব্যুরো ১৯০৭ সালে আবিষ্কার করে যে আমেরিকান চিনি পরিশোধন কোম্পানী সরকারকে বিরাট অংকের আমদানী শুল্ক থেকে প্রতারিত করেছে। এর ফলে যে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয় তার সাহায্যে ৪০ লক্ষ ডলার পুনরুদ্ধার করা হয় এবং কোম্পানীর অনেক পদস্থ কর্মকর্তাকে সাজা

দান করা হয়। শিকাগো এবং আলটন রেলপথে মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে গোপন রিবেট সুবিধা গ্রহণের জন্য ইণ্ডিয়নার স্ক্যাণ্ডর্ড অয়েল কোম্পানী নিন্দিত হয়। ১৪৬২ টি আলাদা আলাদা চুক্তিতে মোট ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার জরিমানা আরোপিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের চেতনা প্রকাশ পায়।

সম্পদ রক্ষায় রুজভেল্টের তৎপরতা

জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কাঁচামালের অপচয়মূলক ব্যবহার বন্ধ করা এবং ব্যাপক বিস্তৃত অবহেলিত পতিত জমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ছিল রুজভেল্ট যুগের প্রধান প্রধান সাফল্যগুলির অন্যতম। অনেক আগে ১৯০১ সালে কংগ্রেসের প্রতি তার বার্ষিক বানীতে রুজভেল্ট সংরক্ষণ পুনরুদ্ধার ও সেচের ব্যাপারে দূরদর্শীতাপূর্ণ ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা যেখানে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ হেক্টর কাঠের আবাদযোগ্য ভূমি আলাদা করে রেখেছিলেন সেখানে তিনি এই এলাকা ৫ কোটি ৯২ লক্ষ হেক্টরে বর্ধিত করেন, এবং বনভূমিতে অগ্নিসংযোগ নিবারণ ও খোলা প্রান্তরে পুনঃ বৃক্ষায়নের ব্যবস্থা করেন।

১৯০৭ সালে নদী ও বনভূমির সম্পর্ক নির্ণয় এবং জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন ও জলপথে পরিবহণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য রুজভেল্ট একটি আভ্যন্তরীণ জলপথ কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের সুপারিশ মালা থেকে একটি জাতীয় সংরক্ষণ সম্মেলনের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। যার সাহায্যে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জাতীয় মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়।

কমিশনের ঘোষিত নীতিমালায় বনভূমি, পানি ও খনিজ সম্পদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ভূমিক্ষয় ও সেচের সমস্যাদির দিকে এই কমিশন দৃষ্টিদান করে। এই কমিশনের সুপারিশ সমূহের মধ্যে বেসরকারী জমির গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ, নাব্য নদী উন্নয়ন এবং দুই নদীর মধ্যবর্তীর স্থান সংরক্ষণ ইত্যাদি যুক্ত ছিল। এর ফলে অনেক রাজ্য সংরক্ষণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৯০৯ সালে একটি জাতীয় সংরক্ষণ

এসোসিয়েশন গঠন করা হয় জনগণকে এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। ১৯০২ সালে পুনরুদ্ধার আইন বা রিক্লেমেশন এ্যাক্ট পাশ হয়। এতে বিরাট সংখ্যক বাঁধ ও জলাধার সৃষ্টির ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯০৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণা এগিয়ে আসার সময় রুজভেল্টের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু যে ঐতিহ্য অনুযায়ী কোনো প্রেসিডেন্টই দুই বারের বেশি মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেননি, তিনি সেই ঐতিহ্য ভাঙতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এর বদলে তাই তিনি উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফ্‌টকে সমর্থন দান করেন। ট্যাফ্‌ট্ নির্বাচিত হন এবং রুজভেল্টের অনুসরিত কর্মসূচী তিনি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেন। ট্যাফ্‌ট্ কিছু অগ্রবর্তী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ট্রাস্টের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা চালিয়ে যান, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশনকে আরও শক্তিশালী করেন, একটি ডাক সঞ্চয় ব্যাংক ও পার্সেল ডাক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, বেসামরিক চাকরির ব্যবস্থা প্রসারিত করেন এবং জাতীয় সংবিধানে দুইটি সংশোধনী আইন পাশ করাবার উদ্যোগ নেন।

ষষ্ঠদশ সংশোধনীতে একটি ফেডারেল আয়করের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৩ সালের অনুমোদিত সপ্তদশ সংশোধনীতে জনগণের সরাসরি ভোটে সিনেটরদের নির্বাচিত করার বদলে রাজ্য আইন সভা কর্তৃক তাদেরকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তথাপি এই সব সাফল্যের বিপরীতে একটি সংরক্ষণমূলক উচ্চ শুল্কহার ট্যাফ্‌ট্ মেনে নেয়ার ফলে উদার মনোভাবাপন্ন জনমত বিক্ষুব্ধ বা আহত হয়। তাছাড়া ঐ রাজ্যের উদারনৈতিক সংবিধানের কারণে আরিজোনাকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করাতে তার বিরোধিতা এবং পার্টির অতিরঞ্জনশীল অংশের উপর তা ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণেও উপরোক্ত জনমত আহত হয়।

১৯১০ সালের দিকে ট্যাফ্‌ট্-এর পার্টি বিভক্ত হয় এবং বিপুল ভোটাধিক্যে ডেমোক্রেটিক পার্টি আবার কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। দুই বছর পর নিউ জার্সী রাজ্যের গভর্নর উড্রো উইলসন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্যাফ্‌ট্ এবং রিপাবলিকান কনভেনশন কর্তৃক প্রার্থী হিসাবে প্রত্যাখাত হয়ে প্রোগ্রেসিভ পার্টি নামে একটি তৃতীয় পার্টি গঠনকারী রুজভেল্ট-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান।

উইলসন একটি তেজোদ্দীপ্ত প্রচারণার মাধ্যমে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেন। তাঁর নেতৃত্বে নয়া কংগ্রেস আমেরিকার ইতিহাসে একটি সবচেয়ে স্মরনীয় আইনসভাগত কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়। এর প্রথম কাজ ছিল শুল্কহার সংশোধন বা পুণর্বিন্যাস করা। উইলসন বলেছিলেন, শুল্ক তফসীল অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ সুবিধার চিহ্ন বহনকারী প্রতিটি জিনিস আমাদেরকে বিলোপ করতে হবে। ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবর স্বাক্ষরিত আণ্ডারউড শুল্ক তপশীলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী সূতী ও উলের সামগ্রী, লোহা ও ইস্পাত ইত্যাদির উপর শুল্ক উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয় এবং অন্যান্য আরো একশতেরও বেশি জিনিসের উপর থেকে শুল্ক বাতিল করা হয়। তবুও এই আইনে অনেক সংরক্ষণমূলক বৈশিষ্ট থাকলেও জীবনযাত্রা ব্যয় কমানোর ব্যাপারে এটা ছিল একটি সত্যিকার আন্তরিক প্রয়াস।

ডেমোক্রেটদের কর্মসূচীতে দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল অনমনীয় ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ পুণর্গঠন যা করার প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই। কারণ এই ব্যবস্থা কোনোরকমে কাজ চালানোর উপযোগী পরিষদীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে চালুকৃত জরুরী মুদ্রানীতির সাহায্যে খুঁড়িয়ে চলছিল। উইলসন বলেছিলেন, "এই নিয়ন্ত্রণ হতে হবে সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত নয়। এই নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব থাকতে হবে সরকারের হাতে যাতে ব্যাংকগুলো হয়ে উঠতে পারে ব্যবসায়িক তৎপরতা, ব্যক্তিগত শিল্প ব্যবসা ও উদ্যোগের হাতিয়ার, প্রভু নয়।"

১৯১৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত ফেডারেল রিজার্ভ এ্যাক্ট উইলসনের চাহিদা পূরণ করে। এই এ্যাক্ট বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর উপর একটি নতুন সংগঠন চাপিয়ে দেয়। এর সাহায্যে গোটা দেশকে ১২টি জেলায় ভাগ করে প্রত্যেকটিতে একটি করে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলির উপর তদারকির দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় একটি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের উপর। যে সব ব্যাংক এই পদ্ধতিতে যোগদান করেছিল উপরোক্ত ফেডারেল ব্যাংকগুলি তাদের নগদ মজুদের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করতো। মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়িক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ফেডারেল রিজার্ভ নোট চালু করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

এর পরবর্তী করণীয় ছিলো ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, রেলপথের উপর আন্ত-রাজ্য বাণিজ্য কমিশনের অনুরূপ একটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োজন। আন্ত-রাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের তরফে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা পদ্ধতি নিষিদ্ধ করার জন্য একটি ফেডারেল ট্রেড কমিশনকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়। সংগৃহিত পরিচালনা ব্যবস্থা বা পরিচালকবৃন্দ, ক্রেতাদের মধ্যে মূল্য বৈষম্য ও একই ধরনের শুল্ক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত শেয়ার মালিকানা ইত্যাদি যে সব প্রক্রিয়া এ যাবৎ সুনির্দিষ্ট নিন্দাবাদ বা আইনানুগ ব্যবস্থা এড়িয়ে চলেছিল ক্লেটন এণ্টি ট্রাস্ট এ্যাক্ট নামক দ্বিতীয় আইনে সে সব প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

কৃষক এবং শ্রমিকদেরকেও ভুলে থাকা হয় নি। একটি ফেডারেল কৃষি-ঋণ আইনের মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্প হার সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্লেটন এ্যাক্ট এর একটি ধারায় শ্রম বিরোধের ক্ষেত্রে ইনজাংশন-জারী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯১৫ সালের সী ম্যানস এ্যাকট এ সমুদ্র-গামী জাহাজ হ্রদ ও নদীতে চলাচলকারী জলযানে কর্মরত লোকদের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৬ সালের ফেডারেল কর্মজীবি ক্ষতিপূরণ আইনে বেসামরিক কর্মচারীরা কর্মরত অবস্থায় কোনো শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হলে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ বা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। একই বছর গৃহীত অ্যাডামসন আইনে রেলপথ শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রম সময় নির্ধারণ করা হয়।

এই সব সাফল্যের নজির যদিও সরাসরি প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নেতৃত্ব থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল তবুও ইতিহাসে উইলসনের স্থান সামাজিক সংস্কারের প্রতি তাঁর অনুরাগের কারণে তেমন নয় বরং যুদ্ধকালীন প্রেসিডেণ্টের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যে এক অসাধারণ লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্বে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অস্বস্তিকর শান্তির ভিত্তি রচনা করেছিলেন, সেই হিসাবেই তাঁর এই স্থান রচিত হয়।

সপ্তম

অধ্যায়

বিদেশে সংঘাত, স্বদেশে সামাজিক পরিবর্তন

"আমাদেরকে অবশ্যই গণতন্ত্রের মহান অস্ত্রাগার হয়ে উঠতে হবে।"
ফ্র্যাংকলিন ডি রুজভেল্ট, কংগ্রেসের প্রতি বাণী, জানুয়ারি ৬, ১৯৪১।

১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবার খবর আমেরিকার জনগণের কাছে ছিল আকস্মিক। প্রথমে মনে হয়েছিল এই সংঘাত ছিল অনেক সুদূরে। কিন্তু সহসাই এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অনুভূত হতে থাকে। আমেরিকার যে সব শিল্প কারখানা মৃদুভাবে মন্দায় আক্রান্ত হয়েছিল ১৯১৫ সালের দিকে তারা পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের অর্ডার পেয়ে পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আমেরিকান জনগণের ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার জন্য দুই পক্ষই প্রচারণার হাতিয়ার ব্যবহার করছিল, অন্য দিকে বৃটেন এবং জার্মানী উভয়ই মহসাগরের বুকে আমেরিকান জাহাজের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছিল যার বিরুদ্ধে উইলসন প্রশাসন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আমেরিকা ও জার্মানীর মধ্যকার বিরোধ ক্রমেই অধিকতরভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানীর সামরিক নেতারা ঘোষণা করেন যে তারা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারপাশের জলভাগে সকল বাণিজ্য পোত ধ্বংস করবে। প্রেসিডেন্ট উইলসন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, মহাসাগরের জলভাগে বাণিজ্য করার ঐতিহ্যগত অধিকার যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেবে না এবং ঘোষণা করেন যে আমেরিকান কোনো জাহাজ বা জীবনহানির জন্য এই জাতি জার্মানীকে কঠোরভাবে দায়ী করবে। এর অল্প দিন পর ১৯১৫ সালের বসন্ত কালে যখন প্রায় ১২০০ লোক সহ, যার মধ্য ১২৮ জন

ছিলেন আমেরিকান, লুচিতানিয়া নামক বৃটিশ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়, তখন ক্রুদ্ধ জাতির উত্তেজনা চরমে উঠে।

প্রেসিডেন্ট উইলসনের নীতিসমূহের অসংগতির জন্য যুদ্ধকালীন চাপ সৃষ্টি হয়। যদিও ইতিপূর্বেকার কোনো প্রেসিডেন্ট তার চেয়ে বেশি শান্তির প্রতি সমর্পিত প্রাণ ছিলেন না তবুও জার্মানীর বিশেষ করে সাবমেরিন যুদ্ধের ক্ষেত্রে জার্মানীর নিষ্ঠুরতা পর্যবেক্ষণ করে তিনি স্থির বিশ্বাসে উপনীত হন যে এই যুদ্ধে জার্মানী বিজয় লাভ করলে, ইউরোপে সমরবাদের আধিপত্য আসবে এবং তাতে আমেরিকার নিরাপত্তা হবে বিপদের সম্মুখীন।

১৯১৬ সালের ৪ঠা মে জার্মান সরকার ওয়াদা দেন যে, আমেরিকার দাবী মোতাবেক সাবমেরিন যুদ্ধকে সীমিত রাখা হবে। এর ফলে মনে হয় যে সমস্যার সমাধান হয়েছে। অংশতঃ তার পার্টির শ্লোগানের জোরে উইলসন এ বছর পুনরায় নির্বাচিত হতে সমর্থ হন। এই শ্লোগান ছিল, তিনি আমাদেরকে যুদ্ধের বাইরে রেখেছেন। ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিনেটের কাছে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি "বিজয় বিহীন শান্তির" আবেদন জানান। তিনি বলেন একমাত্র এই ধরনের শান্তিই স্থায়ী হতে পারে।

আমেরিকার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে প্রবেশ

৯ দিন পর জার্মান সরকার জানিয়ে দেন যে, নিয়ন্ত্রণহীন (অবাধ) সাবমেরিন যুদ্ধ পুনরায় শুরু করা হবে। ১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিল ৫টি আমেরিকান জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার পর উইলসন কংগ্রেসকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য আবেদন জানায়। আমেরিকান সরকার যথাশীঘ্র তার সামরিক সম্পদ এবং শিল্প, শ্রম ও কৃষির সমাবেশ ঘটাতে শুরু করেন। ১৯১৮ সালের অক্টোবরের দিকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্যের একটি আমেরিকান বাহিনী ফ্রান্সে ছিল।

বৃটিশের তরফে সাবমেরিন অবরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে আমেরিকান নৌবাহিনী চূড়ান্তভাবে সাহায্য করেছিল। এবং ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানীর দীর্ঘ প্রতিক্ষিত আক্রমণের প্রাক্কালে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী স্থলভাগের

উপর এক সুনিশ্চিত ভূমিকা পালন করে। এই বছর নভেম্বর মাসে বিশাল মিউজ আরগান রণক্ষেত্র আক্রমণ পরিচালনায় এবং বহু আড়ম্বরের হাইণ্ডেন বার্গ লাইন চূর্ণবিচূর্ণ করায় সেখানে দশ লক্ষেরও বেশি আমেরিকান সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মিত্র শক্তি সমূহের যুদ্ধের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে এবং তাদের সংগ্রাম যে জার্মান জনগণের বিরুদ্ধে নয় বরং সেখানকার স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একথা দৃঢ়তার সাথে প্রচার করে উইলসন এই যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ন্যায়সংগত শান্তির ভিত্তি হিসাবে তিনি তার যে বিখ্যাত ১৪ দফা সিনেটের কাছে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে তিনি গোপন আন্তর্জাতিক সব বোঝাপোড়া বাতিল, সাগরের বুকে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, জাতি সমূহের মধ্যেকার অর্থনৈতিক প্রতিবন্দকতা দূরীকরণ, জাতীয় অস্ত্রসজ্জা হ্রাস এবং সংশিষ্ট অধিবাসীদের স্বার্থের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দান সহ ঔপনিবেশিক দাবী সমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আরও ছিল ইউরোপীয় জাতি সমূহের জন্য স্ব-শাসিত ব্যবস্থা এবং অপ্রতিহত অর্থনৈতিক বিকাশের নিশ্চয়তা। উইলসনের শান্তিস্তম্ভের প্রধান ভিত্তি ১৪ দফায় ছিল। পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ভৌগলিক অখণ্ডতা ছোট বড় সব রাষ্ট্রের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতি সমূহের একটি সমিতি বা সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান বাহিনী মার খেয়ে যখন পশ্চাদপসরন করছিল তখন জার্মান সরকার ১৪ দফার ভিত্তিতে আলোচনার জন্য উইল-সনের প্রতি আবেদন জানান। এই আবেদন সামরিক চক্রের বদলে সেখান-কার জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে আসছে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট (উইলসন) মিত্রদের সাথে পরামর্শ করেন। এবং মিত্ররা জার্মানীর প্রস্তাবে সম্মত হন। এই ভিত্তিতে নভেম্বরের ১১ তারিখে একটি যুদ্ধ বির-তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

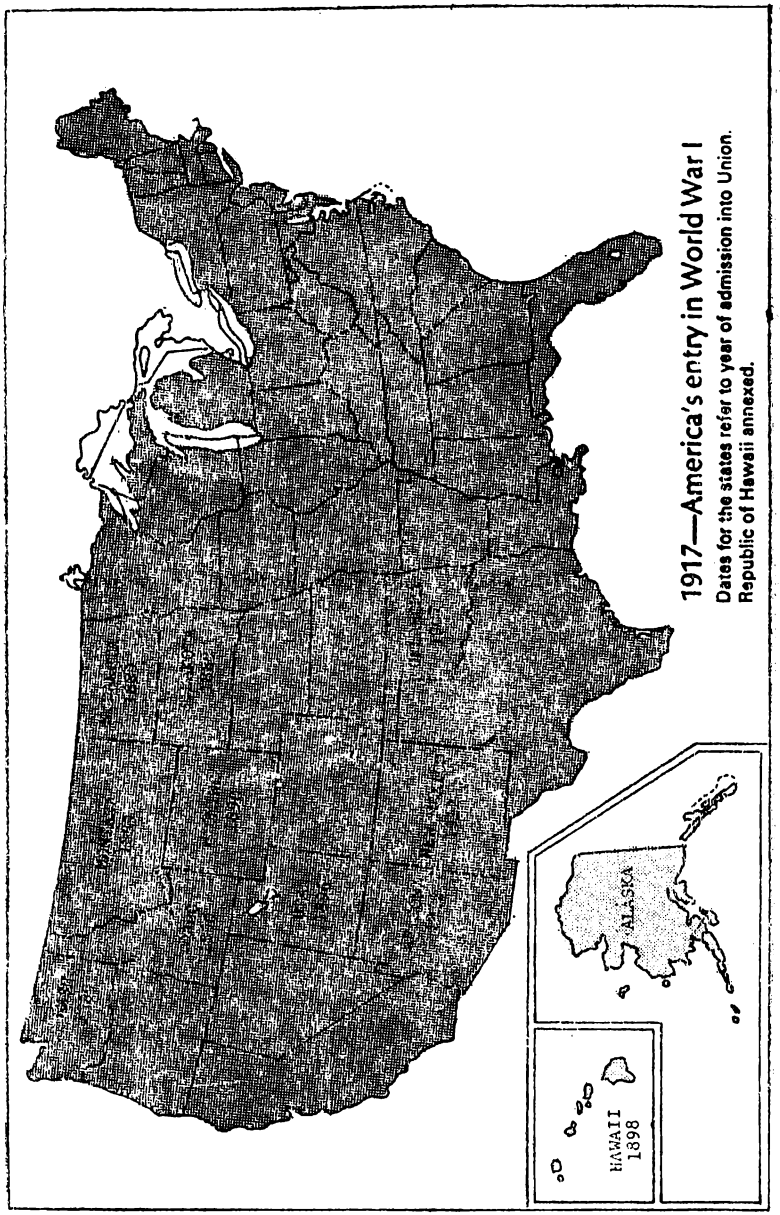

১৯১৭—বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশ। মানচিত্রে উল্লিখিত তারিখগুলি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির সময়।

শান্তির পরে বিচ্ছিন্নতাবাদ

উইলসন আশা করেছিলেন যে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত চুক্তিতে শান্তির বৈশিষ্ট থাকবে। কিন্তু তিনি এও আশঙ্কা করেছিলেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে যে ভাবাবেগ জাগরিত হয়েছিল তার মিত্রশক্তিগুলি অনেক কঠোর দাবী উপস্থিত করবে। এই দিক থেকে তাঁর ধারণা সঠিক ছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বিশ্বশান্তির ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে মহান আশা লীগ অব নেশানস কখনও বাস্তবায়িত হবে না যদি মিত্রদেরকে কিছু সুবিধা বা ছাড় দেয়া না যায়। আর তাই, প্যারিসের শান্তি আলোচনায় তিনি তাঁর মূল প্রস্তাবের অনেকগুলো শর্ত একের পর এক ছেড়ে দিতে লাগলেন। তবে কিছু কিছু নেতিবাচক বিষয়ও তিনি সম্পাদন করেন যেমন ঃ ইতালীর কাছে ফিউম হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন, জার্মানী থেকে সমগ্র রাইনল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে ক্লিমেনচিউর দাবীও তিনি প্রতিহত করেন, সার বেসিন দখল করা থেকে ফ্রান্সকে বিরত করেন এবং যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ের বোঝা জার্মানীর উপর চাপানোর প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য লীগ (লীগ অব নেশান) ছাড়া একটি উদার ও স্থায়ী শান্তির জন্য তাঁর সুস্পষ্ট প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অতি সামান্যই টিকেছিল এবং তার নিজের দেশের তরফে সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করার মত চূড়ান্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতিও উইলসনকে সহ্য করতে হয়েছিল। সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর নিজের ক্ষীন ধারণা এইরূপ পরিণতির জন্য অংশত দায়ী ছিল, প্যারিসে তার শান্তি মিশনে বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি'র একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার মত রাজনৈতিক ভুল তিনি করেছিলেন। এবং তিনি ফিরে এসে যখন লীগের প্রতি আমেরিকান সম্মতির জন্য আবেদন জানান তখন রিপাবলিকান অধ্যুষিত সিনেটের কাছ থেকে অনুমোদন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাটুকু লাভেও তিনি ব্যর্থ হন।

ওয়াশিংটনে হেরে গিয়ে উইলসন গোটাদেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর প্রস্তাব জনগণের কাছে নিয়ে যান। শান্তিস্থাপন প্রয়াসের কঠোর শ্রমে শারীরিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে এবং যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজের চাপের ফলে ১৯১৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলোরডোর পিয়ব্লোতে তিনি আকস্মিক

রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মত স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, যে রোগ থেকে তিনি আর কখনও আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে এক চূড়ান্ত ভোটাভুটিতে সিনেট ভার্সাই চুক্তি এবং লীগের সম্মতি পত্র উভয়কেই প্রত্যাখান করেন। এই সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ অধিকতর পরিমাণে নিরপেক্ষতাবাদের অবস্থান গ্রহণ করে। আদর্শবাদের ধারণা উইলসনের সাথে সাথেই বিদায় নেয়। এবং তদস্থলে একটি উদাসীন্য-বাদের যুগ শুরু হয়।

১৯২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইলসনের নিজের পার্টি এমন এক লোককে মনোনয়ন দান করেন যিনি উইলসন প্রশাসনের সাথে উল্লেখযোগ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি হলেন ওহিওর জেমস্ এম কক্স্। রিপাবলিকান পার্টির মনোনীত প্রার্থী ওয়ারেন জি. হার্ডিং এর বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয় ছিল উইলসনবাদকে সাধারণভাবে বর্জনের সুস্পষ্ট প্রমাণ। নির্বাচনী প্রচারণা চালাবার সময় হার্ডিং যদিও লীগ সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতি দানে অস্বীকৃতি জানান তবু তাঁর পররাষ্ট্র নীতি ও তাঁর রিপাবলিকান পার্টির উত্তরাধিকারীরা সাধারণভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী পথ অনুসরণ করেন।

এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন যখন সারাদেশের মহিলারা একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জন্য ভোট দিয়েছিলেন। মহিলাদেরকে ভোটাধিকার দানের জন্য যুদ্ধের সময় উইলসন একটি ফেডারেল সংশোধনীতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কারণ যুদ্ধ তৎপরতায় বিরাট অবদানের মাধ্যমে তাদের নাগরিক ক্ষমতাও ভোটদানের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯১৯ সালে কংগ্রেস রাজ্যগুলোর কাছে ১৯তম সংশোধনী পেশ করে এবং যথা-সময়ে তা অনুমোদিত হয়ে পরের বছর থেকে মহিলাদেরকে ভোটাধিকার দেয়া হয়।

রক্ষণশীল নীতির প্রভাব

অন্তত দেশের শহরাঞ্চলের দৃশ্যমান উন্নতির সাথে সংগতি রেখে ১৯২০ এর দশকে আমেরিকান সরকারের নীতি প্রধানত ছিল রক্ষণশীল। একটি বিশ্বাসের উপর এই নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বাসটি এই যে

সরকার যদি ব্যক্তিগত ব্যবসাকে পরিপুষ্টি দানের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তবে সাধারণ মানুষের স্তরেও এই উন্নতি কিছু চুইয়ে পড়বে।

এই ভিত্তিতে রিপাবলিকান পার্টির কর্ম নীতির উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকান শিল্পের জন্য অত্যন্ত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা। ১৯২২ ও ১৯৩০ সালের শুল্ক তফশিল আইনের মাধ্যমে শুল্ক প্রাচীর নতুনভাবে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয় এবং এর সাহায্যে আমেরিকান শিল্প কারখানাগুলিকে একের পর একটি ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা দান করা হয়। এই সব শুল্ক তফসিল আইনের দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের স্মুট-হলে আইনে শুল্ক হার এত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যে এক হাজারেরও বেশি আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এই আইনের উপর ভেটো দান করার জন্য প্রেসিডেন্ট হুবারের নিকট আবেদন জানান। এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তাদের ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ অন্যান্য দেশ এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। একই সময় ফেডারেল সরকার কর হ্রাস করার একটি কর্মসূচী শুরু করেছিল। এই কর্মসূচীর মধ্যে ট্রেজারী সেক্রেটারী অ্যাণ্ড্রু ম্যালনের এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছিল যে, উচ্চ আয়কর নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের ব্যাপারে ধনীদেরকে নিরুৎসাহী করে। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত বেশ কিছু সংখ্যক আইনে কংগ্রেস তাঁর (অ্যাণ্ড্রু) প্রস্তাবসমূহের প্রতি অনুকূল সাড়া দিয়ে যুদ্ধের সময় আরোপিত আয়কর, বর্ধিত মুনাফা কর, এবং প্রতিষ্ঠানিক কর ইত্যাদি হয় সরাসরি বিলোপ করেছিল, কিংবা ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছিল।

১৯২০ এর দশকে নির্মাণ ঋণ, লাভজনক ডাক পরিবহণ চুক্তি ও অন্যান্য গৌণ ভর্তুকিসহ ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য প্রেরণা লাভ করে। ১৯২০ সালে পরিবহণ আইনের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় যে জাতীয় রেলপথ ব্যবস্থাকে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছিল, তাকে আবার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যে সামুদ্রিক জাহাজ ব্যবসা সরকারের

মালিকানা ও পরিচালনায় ছিল তা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়।

কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী শাখা নিজেদেরকে এক অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে দেখতে পায়। যুদ্ধের সময় মাসেল শোলস এর পাদদেশে টেনেসী নদীতে ৫৯ কিলোমিটার ব্যাপী ছোট ছোট কয়েকটি জলপ্রপাত এলাকায় সরকার কর্তৃক দুইটি নাইট্রেট প্রকল্প নির্মিত হয়েছিল এবং বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য নদীপথে বেশ কিছু সংখ্যক পানির প্রবাহ প্রতিরোধক বাঁধ দেয়া হয়েছিল। ১৯২৮ সালে বেসরকারীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রির ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল কংগ্রেসের উভয় পরিষদে পাশ হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হুবার কঠোর ভেটো দানের মাধ্যমে বিলটি ফেরত পাঠান। পরবর্তীকালে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজ-ভেল্ট প্রেসিডেন্ট থাকাকালে মাসেলস শোলস প্রকল্প থেকে পরীক্ষামূলক একটি আদর্শ টি, ভি, এ (টেনেসী উপত্যকা কর্তৃপক্ষ) সৃষ্টি করা হয়।

ইতিমধ্যে কৃষিক্ষেত্রে রিপাবলিকান পার্টির নীতি ক্রমবর্ধমান সমালো-চনার সম্মুখীন হচ্ছিল। কারণ ১৯২০ দশকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অতি সামান্য অংশই কৃষকরা পাচ্ছিল। আমেরিকান কৃষি পণ্যের অকল্পনীয় যুদ্ধকালীন চাহিদার কারণে ১৯০০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কালে কৃষির সাধারণ সমৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। এর ফলে কৃষি উৎপাদন জোরালো উদ্দীপনা লাভ করেছিল। যে সব জমি দীর্ঘকাল অনাবাদী পড়েছিল অথবা যে জমি পূর্বে কখনো চাষ করা হয় নি সে সব অনুর্বর জমিও কৃষকরা চাষের আওতায় নিয়ে এসেছিল। আমেরিকান খামারগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর অর্থমূল্য পূর্বের দ্বিগুণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনগুণ হওয়ার ফলে কৃষকরা যে সব সামগ্রী বা যন্ত্রপাতি পূর্বে কখনো ক্রয় করতে সমর্থ হয় নি সেগুলোও কিনতে শুরু করেন। কিন্তু ১৯২০ সালের শেষের দিকে যুদ্ধকালীন চাহিদা হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে প্রধান শস্যগুলির বাণিজ্যিক চাষ প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায়। ১৯৩০-এর দশকে যখন সাধারণ মন্দা দেখা দেয় তখন ইতিমধ্যে যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার আরও অবনতি ঘটে।

১৯২০ এর দশকের আমেরিকা :

আমেরিকান কৃষিতে মন্দা নামার জন্য অনেক কিছুই দায়ী ছিল। কিন্তু এসবের মধ্যে বৈদেশিক বাজার হারানোটাই ছিল প্রধান ব্যাপার। যে সব এলাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজে কোনো পণ্য ক্রয় করা ছিল না আমেরিকান খামার মালিকদের পক্ষে সেখানে তাদের পণ্য বিক্রি করা সহজ ছিল না। আমেরিকার নিজেরই আরোপিত উচ্চ আমদানী শুল্ক হার-এর জন্য দায়ী। ফলে বিশ্ব বাজারের দরজা তাদের জন্য ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

১৯২০ এর দশকে বহিরাগতদের অভিবাসন বা আগমনের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আমেরিকার নীতি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৫ বছর সময়কালে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি বহিরাগত যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করে। কিছু দিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত বহিরাগমনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আবেগ ক্রয়েই বেড়ে চলছিল। যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে আর বহিরাগতদের বসতিস্থাপনের উপযোগী বিরাট এক আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্য হিসাবে ভাবতে পারছিল না, এবং বিপুল সংখ্যক বহিরাগতদেরকে আর গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। একের পর এক গৃহীত ব্যবস্থাবলী শেষে ১৯২৪ সালের বহিরাগত নির্ধারণ আইন ও ১৯২৯ সালের একটি আইনের মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা সর্বোচ পর্যায়ে উন্নতি হয়েছিল সেই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে উপরোক্ত আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব আইনের সাহায্যে বার্ষিক বহিরাগত গ্রহণের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারে সীমিত করা হয়। ১৯২০ সালে যেসব বহিরাগতরা যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস করছিল, তাদের জাতিসত্তার আনুপাতিক হারে নবাগতদের কোটা নির্ধারিত করা হত। যেহেতু বহিরাগতদের স্রোত এখন উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বদলে আসছিলো প্রধানত দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তাই বহিরাগমন হয়ে উঠেছিল মনোনয়ন বা বাছাই ভিত্তিক। এই সংখ্যা কঠোরভাবে সীমিতকরণের ফলে কথিত ব্যবস্থার সাহয্যে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিরাট মনুষ্য সঞ্চালন প্রক্রিয়ার গতি পথ হয়ে যায়। যদিও এই প্রক্রিয়াটি ছিল তিন শতাব্দীর প্রাচীন।

বাইরে থেকে আগমনকারীর সংখ্যা যখন প্রায় মন্থর হতে হতে একেবারে নিম্নতর পর্যায়ে নেমে আসে তখন অতি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক আমেরিকান ইউরোপে চলে যাচ্ছিল। আমেরিকা ত্যাগী এইসব লোক ছিলেন প্রধানত লেখক ও বুদ্ধিজীবি। শিল্প এবং চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র হিসাবে আমেরিকার উপর সন্তুষ্ট হতে না পেরে তারা প্রধানত চলে যাচ্ছিলেন প্যারিসে।

দেশী ও বিদেশী সমালোচকদের চোখে আমেরিকান সংস্কৃতি ছিল একাধারে বস্তুবাদী ও ধর্মীয় শুদ্ধাচারী ধরনের। সুরা-পানীয় উৎপাদন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এই সময়ের শুদ্ধাচারী মনোভাবের পরিচয় মেলে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে অন্দোলনের পর শাসনতন্ত্রের অষ্টাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯১৯ সালে এই নিষিদ্ধকরণ বিধি চূড়ান্তভাবে আরোপ করা হয়। আমেরিকা থেকে পানাগার ও মাতালদেরকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই ছিল এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য। কিন্তু তার বদলে এই আইন হাজার হাজার অবৈধ পানশালা সৃষ্টি করে এবং কর ফাঁকিদানকারী লাভজনক অপরাধমূলক পেশা শুরু করার দ্বার খুলে দেয়। ব্যাপকভাবে লংঘিত এই নিষিদ্ধকরণ বিধান ছিল নৈতিক দিক থেকে ভণ্ডামীপূর্ণ এবং অনেক আমেরিকানের কাছে এটা হার্ডিং প্রসাশন যুগের ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে তুলনীয় ছিল।

নির্দয় সমালোচনা ছিল আমেরিকান সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান জীবনের লজ্জা ও ব্যভিচারের নিন্দায় অত্যন্ত পঞ্চমুখ এইচ. এল. ম্যানকেন নামক একজন সাংবাদিক ও সমালোচক ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। সিনক্লেয়ার লুইস-এর চেয়ে বেশি পাঠক সম্ভবতঃ আর কোনো উপন্যাসিক পান নি। আমেরিকান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের উপর তাঁর বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস "মেইন স্টীট", ও "বেবিট" জাতীয় চেতনার নির্দেশক হয়ে উঠেছিল। পরিহাস বা বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, জাতি যখন সাধারণভাবে উচ্চতর সমৃদ্ধি লাভের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল তখনই আমেরিকানদের দ্বারা আমেরিকার এই সমালোচনাগুলি হচ্ছিল।

১৯২০ এর দশকে মনে হচ্ছিল তখনকার উন্নয়ন ধারা যেন চিরকাল ধরে চলবে। এমনকি ১৯২৯ সালের মন্দার শুরুতে শেয়ার বাজারে বিপর্যয়কর

অবস্থা দেখা দেয়ার পরও অনেক উচ্চপর্যায় থেকে আশাবাদী ভবিষ্যৎ বাণী অব্যাহতভাবে আসতে থাকে। কিন্তু মন্দা তীব্রতর হয়ে উঠে, লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী তাদের জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে ফেলে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-গুলি তাদের দরজা বন্ধ করে দেয়, কারখানার চাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকগুলি দেউলিয়া হয় এবং লক্ষ লক্ষ বেকার আশাহীন কর্ম সংস্থানের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। আমেরিকানদের জীবনে বহু-কাল আগে ভুলে যাওয়া ১৮৭০-এর দশকের মন্দা ছাড়া এই পরিস্থিতির সাথে তুলনা করার আর কিছু ছিল না।

মন্দার বিরুদ্ধে রুজভেল্টের যুদ্ধ

প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে জনগণ যখন পুনরায় সম্মিলিত হয়ে এই পরি-স্থিতির ব্যাখ্যা খুঁজতে শুরু করে তখন তারা লক্ষ্য করে যে, ১৯২০ দশকের উন্নতির বাহ্যিক চাকচিক্যের নীচে একটি অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা লুকিয়ে ছিল যা তারা লক্ষ্য করে নি। দেশের অসীম উৎপাদিকা ক্ষমতা এবং তা ভোগ করার ব্যাপারে আমেরিকান জনগণের সামর্থের মধ্যকার অপরিমেয় বৈষম্যের মধ্যেই নিহিত ছিল সমস্যার বীজ। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধের পরে উৎপাদন কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অভিনভত্বের ফলে আমেরিকান শিল্পের উৎ-পাদন এদেশের কৃষক ও চাকরিজীবিদের ক্রয় ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির সঞ্চয়ের পরিমাণ অর্থপূর্ণ বিনিয়োগ সম্ভাব-নার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে এই সঞ্চিত পুঁজি শেয়ার বাজার অথবা ভূসম্পত্তির উন্মুক্ত ফটকাবাজির দিকে ছুটে যায়। শেয়ার বাজারের প্রাণ চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে যায় এবং এটাই ছিল অনেকগুলি চিহ্নিত উপাদানের প্রথম উপাদান যার সাহায্যে ফটকাবাজারের দুর্বল কাঠামো মাটির সাথে মিশে যায়।

১৯৩২ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রচারণা মূলত নিবদ্ধ ছিল ভয়াবহ মন্দার কারণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকারের বিতর্কের মধ্যে শেয়ার বাজারে বিপর্যয় দেখা দেয়ায় মাত্র আট মাস পূর্বে ; দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ

করেছিলেন সেই প্রেসিডেণ্ট হারবার্ট হুবার শিল্পের চাকাগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেন। কিন্তু ফেডারেল সরকারের তরফে যথার্থ ভূমিকা পালনের ঐতিহ্যগত ধারণায় অবরুদ্ধ হয়ে তিনি কোনো কঠোর বা মৌলিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন নি। ডেমোক্রাটিক দলীয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট সংকট ঘনীভূত হওয়ার প্রাক্কালে নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্ণর হিসেবে তখনই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, আমেরিকান অর্থনীতির অন্তর্নিহিত ত্রুটি থেকেই এই মন্দার জন্ম এবং রিপাবলিকান পার্টির ১৯২০ দশকের যুগের নীতির কারণে এই সংকট তীব্রতর হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট হুবার উত্তর দেন যে, আমেরিকার অর্থ-নীতির বুনিয়াদ মূলতঃ সুদৃঢ়। কিন্তু বিশ্বজোড়া মন্দার প্রতিক্রিয়ায় এর ভিত কেঁপে উঠেছে এবং এর কারণসমূহ বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে খুঁজতে হবে। এই সব তর্ক-বিতর্কের একটি সুস্পষ্ট মর্মার্থ ছিল হুবার প্রধানতঃ নির্ভর করতে চেয়েছিলেন সংকট মুক্তির বা সহজাত প্রক্রিয়ার উপর। কিন্তু রুজভেল্ট ফেডারেল সরকারী কর্তৃত্বের তরফ থেকে সাহসিক পরীক্ষামূলক প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে রুজভেল্টের বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। রুজভেল্ট পেয়ে ছিলেন ২ কোটি ২৮ লাখ ভোট আর হুবার পেয়েছিলেন ১ কোটি ৪৭ লাখ ভোট।

সামাজিক সংস্কার আনলো নিউডিল

নতুন প্রেসিডেণ্ট এমন এক উৎফুল্ল আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করেন যে, অতি শীঘ্রই জনগণ তাঁর পতাকাতলে সমবেত হন। অবিলম্বে নিউডিল নামে পরিচিত তার সংস্কার প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে যায়। এক হিসেবে বলা যায়, যে ধরনের সংস্কারের সাথে ইংরেজ, জার্মান এবং স্কেণ্ডিনেভিয়াবাসীরা এক পুরুষেরও অধিককাল ধরে পরিচিত ছিল সেই সংস্কারগুলিই শুধুমাত্র নিউডিলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়া অবাধ (বাণিজ্য) নীতিরহিতকরণ, ১৮৮০ দশকের রেলপথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং থিওডর রুজভেল্ট ও উইলসন যুগে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্কার-

মূলক অসংখ্য আইন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী যে প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল নিউডিল ছিল সেই প্রবণতারই প্রতিনিধিত্বমূলক পরিণতি মাত্র।

নিউডিলের গোটা যুগ ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করণে তার দ্রুততা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে গণসমালোচনা ও আলোচনা কখনো বাধাগ্রস্ত বা বন্ধ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি নাগরিকের তরফে নিলডিল সরকারের ব্যাপারে পুনরায় তাদের তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

রুজভেল্ট যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তখন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল অনেকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে ব্যাংকগুলি পুনরায় খোলা হয় এবং পণ্য মূল্যের উর্ধ্বযাত্রা শুরু ও ঋণ গ্রহীতাদেরকে কিছু সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে মাঝারী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নীতি গ্রহণ করা হয়। নতুন সরকারী সংস্থাগুলি শিল্প ও কৃষির জন্য উদার ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে। সঞ্চয়ী ব্যাংকের পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত নগদ জমা ইন্সিউ-রেন্সের আওতায় আনা হয় এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-এর শেয়ার বা সিকিউরিটি বিক্রির উপর অনেক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

কৃষিতে সুদূর প্রসারী সংস্কার সাধন করা হয়। পাশ হওয়ার তিন বছর পর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক কৃষি সমঝোতা আইন রহিত করা হয়। কংগ্রেস আরও কার্যকর খামার সহায়ক আইন পাশ করেন। এতে ব্যবস্থা করা হয়, যেসব কৃষক মাটি সংরক্ষণকারী শস্য বা অন্যভাবে দীর্ঘমেয়াদী কৃষি লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়তা করবেন তাদেরকে সরকার অর্থ যোগান দেবে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ লাখ কৃষক এই কর্মসূচীর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি লাভ করেন। অনুরূপভাবে নতুন আইন উদ্বৃত্ত শস্যের উপর ঋণ, গমের জন্য ইনসুরেন্স এবং দেশে সর্ব সময়ের জন্য স্থায়ী শস্য ভাণ্ডার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত গুদামে শস্য সঞ্চয় পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতি শীঘ্র কৃষি পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং কৃষক-দের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

নিউডিলের আরেকটি লক্ষ্য ছিল রায়তি খামারগুলির জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা। সুবিধাজনক শর্তে ভাড়া ভিত্তিক খামার ক্রয় করার ব্যাপারে ভর্তুকি দানের জন্য ফেডারেল সরকার খামার নিরাপত্তা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা

করেন। এই ব্যবস্থা কৃষি ঋণের জন্য পুনরায় অর্থের যোগান দেয় এবং এর ফলে খামার বন্ধক দাতাদের সুবিধা হয়। এই সঙ্গে উচ্চতর শুল্ক হারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ভাঙ্গার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল পারস্পরিক সুবিধাজনক চুক্তির সাহায্যে কিছু কিছু বৈদেশিক বাজার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে গৃহীত বাণিজ্য চুক্তি আইনের আওতায় সেক্রেটারী হাল কানাডা, কিউবা, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আরও অন্যান্য বিশটি দেশের সাথে শর্তহীন অত্যন্ত সুবিধাজনক চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে আমেরিকান বাণিজ্য বৈসয়িকভাবে উন্নতি লাভ করে এবং ১৯৩৯ সালের দিকে কৃষির আয় সাত বছর পূর্বেকার আয় অপেক্ষা দিগুনেরও বেশি বেড়ে যায়।

রুজভেল্ট প্রশাসনের প্রথম কর্মসূচী পরীক্ষামূলক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছিল। ১৯৩৩ সালে জাতীয় পুনরুদ্ধার প্রশাসন (ন্যাশনাল রিকভারী এড-মিনেস্ট্রেশন) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পেছনে অপরিহার্য ধারণা ছিল এই যে, উৎপাদন সীমিতকরণ ও উচ্চহারে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব। কিন্তু ১৯৩৫ সালের মে মাসে বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য অনেক নীতি অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সহায়তা করছিল। এবং প্রশাসন সহসা একটি অবস্থান গ্রহণ করেন যে, ব্যবসার কোনে কোনো ক্ষেত্রে আরোপিত মূল্য (প্রশাসনের তরফে) জাতীয় অর্থনীতির উপর একটি গুরুতর অবক্ষয়কারী ও অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির পরিপন্থী।

পুনরুত্থানের কর্মসূচী যখন এগিয়ে চলছিল তখন ফেডারেল সরকার বেকারদের সহায়তা দান, জনকল্যাণমূলক কাজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছিলেন। অর্থনীতিতে শক্তি সঞ্চারী এই অর্থ ব্যয় দেশীয় শিল্পজাত পণ্যের জন্য দেশের অভ্যন্তরে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করেছিল।

নিউডিলের সময় সংঘটিত শ্রমিকরা আমেরিকার ইতিহাসে যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি লাভবান হয়েছিল। ন্যাশনাল রিকভারী

এডমিনেস্ট্রেশন এ্যাক্ট এর (ক) ধারায় শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে বাতিলকৃত উপরোক্ত আইনের শ্রমধারার স্থলে অন্য ধারা যোগ করার জন্য কংগ্রেস জাতীয় শ্রম সম্পর্ক আইন পাশ করেন। এ আইনে যৌথ দর কষাকষি তদারকীকরণ. নির্বাচন পরিচালনা করা ও নিয়োগ কর্তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য যে কোন সংগঠন মনোনীত করার অধিকারের নিশ্চয়তা শ্রমিকদেরকে দেয়া হয়েছিল।

শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। নিপুণতা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নবাদের নীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল। এই মন্থরতা লক্ষ্য করে কিছু সংখ্যক অসন্তুষ্ট ইউনিয়ন এই ফেডারেশন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে শ্রম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কংগ্রেস (কংগ্রেস অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল অর্গানাইজেশন) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সি, আই, ও র তরফ থেকে সাফল্যজনক সাংগঠনিক অভিযান বিশেষতঃ যানবাহন ও ইস্পাতের মতো মৌলিক শিল্পগুলিতে এই অভিযানের ফলে এ, এফ, এল-এর প্রতিযোগিতামূলক তৎরপতা বেড়ে যায়। ১৯২৯ সালে যেখানে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ. ১৯৩৯ সালে তা দাঁড়ায় এক কোটি দশ লাখ এবং ১৯৪৮ সালে দাঁড়ায় ১ কোটি ৬০ লাখ।

শ্রমিক সংগঠন ক্রমবর্ধমানভাবে সাধারণ রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। এবং শ্রমিকদের শক্তি শুধু শিল্প ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেড়ে উঠে। শ্রমিকদের এই ক্ষমতা মূলতঃ দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। ডেমোক্রেটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির তুলনায় যদিও সাধারণভাবে বেশি ইউনিয়নের সমর্থন লাভ করছিল তবু এককভাবে কোন শ্রমিক পার্টির জন্ম হয় নি।

সামাজিক নিরাপত্তা আইন

বৃদ্ধকালীন বেকারত্ব এবং অন্যের উপর নির্ভরতার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে জনগণের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়েছিল। এর ফলে ১৯৩৫ সালে

সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাশ হয়। এই আইনে অনেক ধরনের কর্মচারীর জন্য পয়ষট্টি বছর বয়সে মোটামুটি পরিমিত পরিমাণ অবসর ভাতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। একই উদ্দেশ্যে কর্মচারী এবং নিয়োগকারীর দেয় অর্থের সাহায্যে একটি বীমা তহবিল গড়ে তোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্যতামূলক উপার্জন কর থেকে প্রদত্ত তহবিলের সাহায্যে রাজ্যগুলি সকল বয়সের সক্রিয় কর্মচারীদের সাময়িক বেকারত্বের জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যই কোন না কোন ধরণের বেকারত্ব বীমা ছিল।

১৯৩০ এর দশকে পৌনঃপুনিক খরার কারণে এক বহুমুখী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করা হয়েছিল। এই বিলে বেশ কিছু সংখ্যক বড় জলাধার ও শক্তি উৎপাদনের বাঁধ এবং হাজার হাজার ছোট বাধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভূমিক্ষয় বিশেষতঃ দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের কারণে মধ্য পশ্চিম সমতল ভূমির ক্ষয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপন সহ সংরক্ষণের এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্যান্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল নদীর দূষণ দূর করা, মাছ, খেলা-ধুলা পাখির জন্য নিরাপদ স্থান গড়ে তোলা, কয়লা, পেট্রোল, পাথরের পাহাড় গ্যাস, সোডিয়াম, হিলিয়াম ইত্যাদির মজুদ সংরক্ষণ করা, কিছু চারন ভূমিতে বাস্তুভিটা তৈরি বন্ধ করে দেয়া এবং জাতীয় বনাঞ্চল ব্যাপক বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি।

এই সবগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ গুরুত্বের দিক থেকে সবচেয়ে মূল্যবানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল টেনেসী উপত্যাকা কর্তৃপক্ষ বা টেনেসী ভেলী অথরিটি। এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিশাল পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছিল। টেনেসী নদীর তীর বরাবর তিনটি রাজ্যের প্রধান বাঁধগুলি ছাড়াও অনেক শাখা বাঁধও নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বাঁধগুলো শুধু নৌ চলাচলের উন্নতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নাট্রেট উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত ছিল না বরং বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছিল। সরকার ৮ হাজার কিলোমিটার বিতরন লাইন তৈরি করেন। এবং বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য কাছাকাছি বসতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট

কম মূল্যে তা বিক্রি করেন। টি, ভি, এর একটি সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণের জন্য অর্থের যোগান দেয়। টি, ভি, এ চাষের আওতা থেকে প্রান্তিক জমিগুলিকেও প্রত্যাহার করে নতুন খামার জমি লাভ করতে কৃষক-দেরকে সহায়তা দান করে। কৃষির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় (বিশে-ষতঃ ফসফেট সার ব্যবহার করার ব্যাপারে) এবং জনস্বাস্থ্য ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা উন্নত করে।

নিউডিলের অন্যান্য কর্মসূচী

প্রয়াশগুলি শুধু মাত্র নিউডিলের আওতাধীন কঠোর সমালোচনা রিপাব-লিকান পার্টির নয়, বরং ডেমোক্রেটিক পার্টির আভ্যন্তরিণ সমালোচনাও উপেক্ষা করে পরিচালিত হচ্ছিল। এত সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের রুজভেল্ট তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর (এবার ছিলেন কানসাসের গভর্ণর আলফ্রেড ই ল্যাণ্ডন) বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালের চাইতেও অনেক বেশি ভোটে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন।

জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নিউডিল নীতিসমূহের অর্থ কি তা নিয়ে ১৯৩২-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ব্যাপক গণ বিতর্ক চলতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমেরিকানদের সরকার সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা পরিবর্তিত হচ্ছে, জনকল্যাণের লক্ষে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ সরকারী দায় দায়িত্বের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর সমর্থন দেখা যাচ্ছিল। নিউ ডিলের কোন কোন সমালোচক যুক্তি দেখাচ্ছিলেন যে, সরকারী ক্রিয়াকাণ্ডের অনির্দিষ্ট সম্প্রসারণের ফলে শেষ পর্যন্ত জনগণের সব স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দৃঢ়তার সাথে বলেন যে অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা-বলী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে জোরদার করবে।

১৯৩৮ সালে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকার জন-গণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, অন্যান্য অনেক বড় বড় জাতির জীবন থেকে গণতন্ত্র অদৃশ্য হয়েছে। তার কারণ এই নয় যে, সেখানকার জনগণ গণ-তন্ত্রকে পছন্দ করেন নি। বরং বেকারত্ব ও নিরাপত্তাহীনতায় তারা ক্লান্ত

হয়ে পড়েছিলেন, তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ক্ষুধার্ত দেখেও নেতৃত্বহীন সরকারের বিভ্রান্তি ও দুর্বলতার মধ্যে তারা অসহায়ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চরম নিরাশার মধ্যে কিছু খেতে পাবার আশায় তারা স্বাধীনতা বিসর্জন দানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমেরিকায় আমরা জানি যে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা এবং তাকে দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব। কিন্তু এগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রমাণ করা প্রয়োজন যে গণতান্ত্রিক সরকারের বাস্তব তৎপরতা জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার কর্তব্যের সমতুল্য। আমেরিকার জনগণ যে কোন মূল্যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রস্তুত এবং প্রতিরক্ষার প্রথম ব্যূহ রেখা হচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুরক্ষা।

রুজভেল্টের দ্বিতীয় দফা কার্যকাল ভালভাবে শুরু হওয়ার পূর্বেই একটি নতুন বিপদের কারণ তার আভ্যন্তরীণ কর্মসূচী ম্লান বা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সাধারণ আমেরিকানরা এই বিপদ তেমন উপলব্ধি করতে না পারলেও জাপান ইতালী ও জার্মানীতে এক নায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার তরফে সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা এই বিপদ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩০ এর দশকের প্রথম দিকে এই তিন রাষ্ট্রের প্রথমটি আঘাত হানে। ১৯৩৯ সালে জাপান মানচুরিয়া আক্রমণ করে এবং চীনদের প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এক বছর পর সে (জাপান) মানচুকিউতে এক পুতুল সরকার বসায়। ফ্যাসিবাদের কাছে আত্মসমর্পন করার পর ইতালী লিবিয়ায় তার সীমানা সম্প্রসারিত করে এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে ইথিওপিয়াকে অধীন রাজ্যের পর্যায়ে নিয়ে আসে। জার্মানীতে এডলফ হিটলার ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি সংগঠিত করেন এবং সরকারী ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাইনল্যাণ্ড পূর্ণদখল করেন এবং ব্যাপক অস্ত্র সজ্জা শুরু করেন।

এক নায়কত্ববাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা

এক নায়কত্ববাদের চরিত্র যখন পরিষ্কার হয়ে উঠছিল এবং জার্মানী, ইতালী ও জাপান তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল তখন আমেরিকানদের

আশংকা ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাইখ-এর অন্তর্ভুক্ত করার পর চেকোশ্লাভাকিয়ার সুডেটানল্যাণ্ডের উপর তার দাবী ইউরোপে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধের আশংকা বাড়িয়ে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে মোহযুক্ত আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধরত কোন পক্ষ কোন অবস্থাতেই আমেরিকার সাহায্য পাবে না। ১৯৩৫-১৯৩৭ সালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে যে নিরপেক্ষতা বিল পাশ হয়েছিল তাতে যুদ্ধরত কোন দেশের সাথে বাণিজ্য কিংবা তাকে ঋণদান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল যে কোন মূল্যে আমেরিকা বহির্ভূত কোন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ার আশংকা প্রতিহত করা।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং পররাষ্ট্র সচিব হাল উভয়েই শুরু থেকেই এই ধরনের বিলের বিরোধীতা করেছিলেন। আমেরিকান নৌ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন এবং তিনি মানচুকুর পুতুল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পশ্চিম গোলার্ধের জাতি সমূহের মধ্যে সুপ্রতিবেশী সুলভ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি (প্রেসিডেন্ট) ও হাল উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। হালের পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৩৫ সালে যখন পুনরমোদিত হয় তখন যুক্তরাষ্ট্র ছয়টি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে। এতে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূখণ্ডগত কোন পরিবর্তনকে মেনে না নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

হিটলার যখন পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে যান তখন আমেরিকার মনোভাব কঠোরতর হয়ে উঠে। যদিও আমেরিকানদের প্রথম চিন্তা ছিল ইউরোপীয় সংঘাত থেকে দূরে সরে থাকা তবুও বাস্তব ঘটনা প্রবাহ শেষ পর্যন্ত তাদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, সব শক্তি ইউরোপের নিরাপত্তাকে বিঘ্নত করে তুলেছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও হুমকির কারণ।

ফ্রান্সের পতনের মাধ্যমে নাজিবাদী সামরিক ব্যবস্থায় শক্তি প্রকাশিত হওয়ার ফলে উপরোক্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম-

কালে বৃটেনের উপর এমনি আক্রমণ শুরু হবার পর সামান্য সংখ্যক আমেরিকানই তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে আর নিরপেক্ষ ছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সাথে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা বোর্ডে যোগ দেয় এবং পশ্চিম গোলার্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের অধিকৃত অঞ্চল সমূহকে যৌথভাবে রক্ষা করার জন্য ল্যাটিন আমেরিকান প্রজাতন্ত্র সমূহের সাথে জোটবদ্ধ হয়। ক্রমবর্ধমান সংকটের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস অস্ত্র সজ্জার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন এবং ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিল পাশ করেন যা আর কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে নি।

১৯৪০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারনায় ব্যাপকতর আমেরিকান ঐক্য প্রকাশ পায়। রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েনডেল উইলকী প্রচারনার বিশেষ কোন বিষয় পান নি। কারণ তিনি প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করেছিলেন এবং তার আভ্যন্তরীণ নীতির সাথেও অনেকাংশে ছিলেন একমত। কিন্তু নভেম্বর-এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আরেকবার সংখ্যাধিক্য ভোট লাভ করেন। আমেরিকান ইতিহাসে এই প্রথমবার একজন প্রেসিডেন্ট তৃতীয় দফা মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন।

বেশির ভাগ আমেরিকান যখন উদ্বেগের সাথে ইউরোপীয় যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন এশিয়ায় তখন উত্তেজনা বেড়েই চলছিল। তার রণনৈতিক অবস্থান উন্নত করার একটি সুযোগ নিয়ে জাপান "নিউ অর্ডার" নামে একটি সাহসী ঘোষণায় বলে যে, সে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সব দেশের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিরোধে অক্ষম বৃটেন পশ্চাদপসরণ করে সাংহাই থেকে সরে আসে। এবং অস্থায়ীভাবে বার্মা সড়ক বন্ধ করে দেয়। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে জাপান দুর্বল ভিকি সরকারের কাছ থেকে ফরাসী ইন্দোচীনের বিমান ঘাঁটি সমূহ ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। সেপ্টেম্বর মাসে জাপান রোম বার্লিন অক্ষ জোটে যোগদান করার পর পালটা ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র জাপানে অকেজো লোহালক্কর রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৯৪০ সালের দিকে মনে হয় যে জাপান দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বৃটিশ অধিকৃত মালয় ও নেদারল্যাণ্ড অধিকৃত ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের তেল, টিন ও রবারের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ভিকি সরকার যখন ইন্দোচীনের অবশিষ্ট অংশ দখলের জন্য জাপানকে অনুমতি দান করে তখন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সব সম্পত্তি আটক করে। নভেম্বরের ১৯ তারিখ জেনারেল তজোর সরকার জাপানের ক্ষমতায় বসার পর সাবুরু কারুসু নামক বিশেষ দূত যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে ঘোষণা করেন যে তিনি শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার প্রত্যাশী। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপান সম্রাটের কাছে শান্তির জন্য ব্যক্তিগত আবেদন জানানোর মাধ্যমে সাড়া দেন। আমেরিকান রণবহর এবং পার্ল হাববারের প্রতিরক্ষা স্থাপনের উপর বোমা বর্ষণের মাধ্যমে ৭ই ডিসেম্বর জাপানের জবাব পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যাকে উস্কানীহীন ও বর্বর কাপুরুষোচিত আক্রমণ বলে অভিহিত করেছিলেন, হাওয়াই, মিডওয়ে, ওয়েক এবং গুয়াম-এর উপর জাপানের সেই আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আমেরিকান রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকার পর এখানকার জনগণের সংশয় ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বরের ৮ তারিখ কংগ্রেস জাপানের সাথে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করেন। তিন দিন পর জার্মানী ও ইতালী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

৯ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর যুদ্ধের ভাষণে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, "আমরা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চাই তা কুৎসিৎ যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক উপরে ও দূরে। যখন আমরা শক্তি প্রয়োগ করি, যেমন এখন আমাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে তখন আমাদের স্থির সংকল্প এই যে, এই শক্তি অবশ্যই চূড়ান্ত মঙ্গলের জন্য এবং আশু অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে। আমরা আমেরিকানরা ধ্বংসকারী নই.....আমরা নির্মাতা।"

গোটা জনশক্তির সমাবেশ ঘটাবার জন্য এবং সমগ্র শিল্পের শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য জাতি দ্রুত নিজেকে সজ্জিত করছিল। ১৯৪২ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক দ্বিধাগ্রস্ত উৎপাদন লক্ষ্য ঘোষণা

করেন। এই লক্ষ্য ছিল সেই বছর ৬০ হাজার বিমান, ৪৫ হাজার ট্যাংক, ২০ হাজার বিমান বিধ্বংস্বী কামান এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন বাণিজ্য জাহাজ সরবরাহ করা। কৃষি, কারখানা উৎপাদন, খনি, বাণিজ্য, শ্রম,-বিনিয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থ্যা এমনকি শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি সেই জাতীয় সব রকম কর্মতৎপড়তা এক ধরনের নয়া ও বর্ধিত নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়, অসংখ্য নতুন শিল্প গড়ে তোলা হয়। আকর্ষণীয় নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়, (যা ব্যাপক জাহাজ ও বিমান নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল) এবং জনগণের ব্যাপক স্থানান্তর ঘটে। বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের কয়েকটি আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী মোট সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লক্ষতে উন্নিত করা হয়। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে সামরিক বাহিনীর পোষাক পরিহিত কিংবা যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত নারী পুরুষের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেয়ার অব্যবহিত পর পশ্চিমা মিত্র দেশগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অত্যাবশ্যকীয় সামরিক তৎপরতা অবশ্যই ইউরোপে কেন্দ্রীভূত হবে। কারণ এখানেই শত্রু শক্তির প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত। আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় মঞ্চ হচ্ছে গৌণ। এত সত্বেও ১৯৪২ সালে আমেরিকান নৌবাহিনীর বিমানবাহী জাহাজের অবস্থান স্থল প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সর্ব প্রথম কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়।

১৯৪২ সালের মে মাসে কোরাল (প্রবাল) সমুদ্রের যুদ্ধে জাপানের ভয়ানক ক্ষতিসাধিত হওয়ার ফলে জাপান নৌবাহিনী অষ্ট্রেলিয়াকে আঘাত করার ধারণা বর্জন করতে বাধ্য হয়। এবং জুন মাসে বিমানবাহি জাহাজের বিমানগুলি মিডওয়ে দ্বীপের অদূরে জাপানী রণপোত বহরের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। আগষ্ট মাসে পদাতিক ও নৌবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মাধ্যমে আমেরিকা গোয়াদলক্যানেল এ অবতরণে সমর্থ হল ; এবং বিসমার্ক সমুদ্রের যুদ্ধে আরেকটি নৌ সাফল্য অর্জন করে। নৌবাহিনীর প্রায় অবিশ্বাস্য বৃদ্ধির যা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের নিবিড় উৎপাদনের ফলে সম্ভব হয়েছিল আরও অধিকতর বিজয়ের আশা সঞ্চার করে।

মিত্র শক্তি অক্ষ শক্তিকে পরাজিত করে

ইতিমধ্যে সামরিক সরবরাহ ইউরোপীয় মঞ্চে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ১৯৪২ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মিসরমুখী জার্মান অভিযান ভেঙ্গে দিতে বৃটিশ বাহিনী সমর্থ হয় এবং জার্মান জেনারেল আরউইন রোমেলকে পুনরায় ত্রিপলীতে হটিয়ে দিয়ে সুয়েজের উপর সৃষ্ট হুমকি দূর করে।

১৯৪২ সালের ৭ই নভেম্বর আমেরিকান সৈন্য বাহিনী ফরাসী দখলীকৃত উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করে এবং ভয়াবহ যুদ্ধের পর ইতালীয়ান এবং জার্মান সৈন্যবাহিনীকে গুরুতরভাবে পরাজিত করে। ৩ লাখ ৪৯ হাজার সৈন্যকে বন্দী করা হয় এবং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ তীর ফ্যাসীবাদী বাহিনী মুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি মার্শাল বাডোগ্লিয়োর নেতৃত্বাধীন নতুন ইতালীয় সরকার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং অক্টোবর মাসে ইতালী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতালীতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই মিত্র বাহিনী জার্মানীর রেলপথ, কারখানা এবং অস্ত্র শস্ত্র স্থাপনাগুলির উপর ভয়ানক বিমান হামলা চালায়। মহাদেশের অনেক অভ্যন্তরে রুমানিয়ার প্লোয়েসটিতে জার্মান তেল সরবরাহ কেন্দ্রেও আঘাত হানা হয়।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে রণনীতি বিষয়ক যথেষ্ট বিতর্কের পর মিত্র শক্তি পশ্চিমে একটি রণাঙ্গন খোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর যত সৈন্য ইতালীতে নিয়োজিত থাকতে পারতো তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্য যেন সে (জার্মানী) রাশিয়ার রণাঙ্গন থেকে ভিন্নমুখী করতে বাধ্য হয়। এই রণাঙ্গনের সুপ্রিম কমাণ্ডার নিয়োজিত হয়েছিলেন জেনারেল ডুইট ডি আইজেন-হাওয়ার। সোভিয়েত যখন একটি পাল্টা আক্রমণের পথে তখন পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পর ৬ই জুন আমেরিকান ও বৃটিশ আক্রমণকারী বাহিনীর প্রথম দলটি অত্যন্ত উচ্চমানের বিমান শক্তির ছত্রছায়ায় নরম্যানডি উপকূলে অবতরণ করে। শত্রু অধ্যুষিত উপকূল দখল করা হয়, আরও অধিকতর সৈন্য আনা হয় এবং জার্মান প্রতিরোধ বাহিনীর অনেক সৈন্য দলকে দ্বিমুখী অভিযানের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে ধরা হয়। এরপর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতি-রক্ষা ভেদ করে মিত্র বাহিনী ফ্রান্স এবং জার্মানীতে অগ্রসর হতে শুরু করেন।

২৫শে আগস্ট প্যারিস পুনরুদ্ধার করা হয়। জার্মানীর তোরণদ্বারগুলিতে প্রবল প্রতিরোধের মুখে মিত্র শক্তির অগ্রগতি বিলম্বিত হয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে পশ্চিম দিক থেকে সৈন্যবাহিনী জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে এবং পূর্বদিকে রাশিয়ানদের সম্মুখে জার্মান সৈন্যবাহিনী ক্রমেই হটে আসছিল। ৮ই মে তৃতীয় রাইথ এর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর যা অবশিষ্ট ছিল তারা সকলেই আত্মসমর্পন করে।

ইত্যবসরে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিরাট অগ্রগতি সাধন করে। সলোমনস, নিউ বৃটেন, নিউ গিনি ও বোগানভেলী ইত্যাদি দ্বীপমালার পথ ধরে আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য বাহিনী যখন উত্তরমুখী পথ করে নিচ্ছিল তখন নৌ-বাহিনী জাপানের সরবরাহ লাইন চূর্ণ করে দেয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ফিলিপাইন সমুদ্রের নৌ-যুদ্ধে এক বিজয় অর্জিত হয়। আইওয়া জিমা ও ওকিনাওয়াতে আরো অভিযানের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে শেষ পর্যন্ত জাপানী অবস্থানের অসহায়ত্ব সত্বেও জাপান দীর্ঘ প্রতিরোধে সক্ষম। আগস্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এটমবোমা নিক্ষেপ করার পর যুদ্ধের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করে।

মিত্র শক্তির সামরিক তৎপরতার পাশাপাশি যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে একের পর এক অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকগুলির প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী উনসটন চার্চিল এর মধ্যে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসের এমন এক সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে এই সংঘর্ষে (যুদ্ধে) জড়িয়ে পড়ে নি এবং বৃটেন ও রাশিয়ার সামরিক অবস্থা অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছিল।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড এর নিকট এক যুদ্ধ জাহাজে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে রুজভেল্ট ও চার্চিল তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি বিবৃতি দান করেন এটাই ছিল আটলান্টিক চার্টার—এতে নিম্নোক্তি লক্ষ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ কোন

ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ চলবে না ; সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মতি ছাড়া কোন ভূখণ্ডের পরিবর্তন করা যাবে না। নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করার অধিকার সব জনগণকে দিতে হবে ; যে সব লোককে স্ব-শাসিত সরকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, যুদ্ধ, ভয়ভীতি ও অভাব-অনটন থেকে সকল জনগণের মুক্তি ; সমুদ্রে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক নীতির হাতিয়ার হিসেবে শক্তি প্রয়োগ বর্জন করা ইত্যাদি।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে ক্যাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত এঙ্গলো-আমেরিকান এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয় যে অক্ষশক্তি কিংবা বলকান অঞ্চলে তার কোন অধস্তন রাজ্যের সাথে শর্তহীন আত্মসমর্পন ছাড়া কোন শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা হবে না। রুজভেল্টের চাপের ফলে এই শর্তে যুদ্ধরত সকল দেশের জনগণকে এই নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে ফ্যাসিবাদ ও নাজীবাদ-এর প্রতিনিধিদের সাথে কোন শান্তি আলোচনা চালানো হবে না। এই সব শক্তির কোন অবশেষ বজায় রাখার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কোন রকমের দর কষাকষি চালানো হবে না, জার্মানী, ইটালী ও জাপানের জনগণের উপর চূড়ান্ত শান্তির শর্তাবলী চাপিয়ে দেয়ার পূর্বে তাদের সামরিক কর্তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে নিজেদের সম্পূর্ণ ও চরম পরাজয় মেনে নিতে হবে।

১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে কিউবেক এ অনুষ্ঠিত এক এ্যাংলো-আমেরিকান সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সামরিক ও কুটনৈতিক কৌশলের অন্যান্য দিক আলোচিত হয়। দুই মাস পর বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পনের নীতি পুনব্যক্ত করেন। তারা ইটালীয় ফ্যাসিবাদের অবসান ও অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানান এবং শান্তির স্বার্থে মিত্র শক্তি সমূহের মধ্যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরবর্তী সহযোগিতার নীতি অনুমোদন করেন।

অতীত আক্রমণের মাধ্যমে জাপান যা অর্জন করেছিল সেগুলো পরিত্যাগ করা সহ জাপানের জন্য প্রণীত শর্তগুলি সম্পর্কে একমত হওয়ার উদ্দেশ্যে

১৯৪৩ সালের ২২শে নভেম্বর কায়রোতে রুজভেল্ট ও চার্চিল চিয়াং কাইশেক এর সাথে মিলিত হন। ২৮শে নভেম্বর তেহরানে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিন মস্কো সম্মেলনের চুক্তিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জাতি-সংঘ সংস্থার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির ডাক দেন। প্রায় দুবছর পর ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিজয় যখন মোটামুটি নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান তখন তারা (রুজভেল্ট, চার্চিল, স্ট্যালিন) আবার ইয়েলটায় বৈঠকে বসেন ও আরো কিছু চুক্তি সম্পাদন করেন। জার্মানীর আত্মসমর্পনের অনতিকাল পরে রাশিয়া গোপনে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি হয়েছিল। পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমান্ত মোটামুটিভাবে ১৯১৯ সালের কার্জন লাইন বরাবর নির্ধারিত হয়। জার্মানীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির যে দাবী স্ট্যালিন উত্থাপন করেছিলেন এবং রুজভেল্ট ও চার্চিল তার বিরোধিতা করেছিলেন সেটা নিয়ে কিছু আলোচনার পর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। জার্মানীতে মিত্র শক্তিসমূহের দখলদারী এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সাজা সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাদি গ্রহীত হয়। এবং মুক্ত এ এলাকাগুলির জনগণের ব্যাপারে আটলান্টিক চার্টারের নীতি সমূহ পুনরনুমোদন করেন।

ইয়েলটা বৈঠকেও একমত হওয়া গিয়েছিল যে বৃহৎ শক্তিগুলি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নিজেদের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভেটো দানের অধিকার থাকবে। যে সবক্ষেত্রে রুজভেল্ট স্ট্যালিন ও চার্চিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন সে সব ব্যাপারে অনেক মতভেদের পর একমত হওয়া যায় যে ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়ার বিরাট জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সকল শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের দুইটি অতিরিক্ত ভোটের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাবে।

ইয়েলটা থেকে ফিরে আসার দু'মাস পর জর্জিয়ায় ছুটি কাটাবার সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যান। আমেরিকার ইতিহাসে অতি সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির জন্য এত গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। কিছু সময়ের জন্য আমেরিকার জনগণ যেন অবশ হয়ে যাওয়ার মতো অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইত্যবসরে ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নিয়ে কার্যকর নেতৃত্বদানের একটি

যুগের সূচনা করেন। এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে নিউ ডিলের অপরিহার্য লক্ষ্য সমূহের জন্য কাজ করতে থাকেন।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। জুলাই মাসে বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দখলকারী নীতি প্রণয়ন ও জার্মানীর ব্যাপারে ভবিষ্যত নীতি স্থির করার জন্য পটসডামে মিলিত হন। এতে মেনে নেয়া হয় যে শান্তিকালীন অর্থনীতি বজায় রাখার জন্য জার্মানীর হাতে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প ক্ষমতা রাখতে হবে। তবে যুদ্ধ যন্ত্রকে পুনরায় গড়ে তোলার জন্য কোন উদ্বৃত্ত লাভের সুযোগ জার্মানীকে দেয়া যাবে না। পরিচিত নাজি নেতাদেরকে বিচার করতে হবে এবং বিচারে যদি প্রমাণিত হয় যে তারা নাজি পরিকল্পিত হত্যা অপরাধে অংশ নিয়েছিল তবে তাদেরকে মৃত্যু দণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

জার্মানদের যে অংশটি নাজিবাদের আওতায় বেড়ে উঠেছে তাদেরকে পুনঃশিক্ষাদানে সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সম্মেলন একমত হয়। এই দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবন চালু করার প্রয়োনীয় মূল-নীতিগুলি নির্ধারণ করতে সম্মেলন এক মত হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা হয়। রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি অপ-সারণের ব্যবস্থা এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকেও অতিরিক্ত সম্পদ অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে ইয়েলটাতেও উত্থাপিত রাশিয়ার তরফে মোট ১ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবীটি বির্তকিত বিষয় হিসেবে থেকে যায়।

যে অপরাধের বিচারের কথা পটসডামে স্থির করা হয়েছিল সে বিচার ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে নুরেমবার্গে শুরু হয়েছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত একগ্রুপ জুরির সম্মুখে জার্মানীর নেতারা শুধু আগ্রাসী যুদ্ধের চক্রান্ত করার ও চালিয়ে যাওয়ার অপরাধেই দোষী সাব্যস্ত হন নি বরং যুদ্ধ এবং মানবতার আইন লঙ্ঘনের জন্যও অপরাধী সাব্যস্ত হন। এর বিচার ২০ মাসেরও বেশিকাল ধরে চলেছিল এবং তিনজন বিবাদী ছাড়া আর সকলকে সাজা দেয়া হয়েছিল।

অষ্টম
অধ্যায়

আধুনিক আমেরিকা

"...আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে কোন অস্ত্রাগার অথবা পৃথিবীর অস্ত্র ভাণ্ডার সমূহের কোন অস্ত্রই স্বাধীন নারী পুরুষের ইচ্ছা ও নৈতিক সাহসের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী নয়।"—রোনাল্ড রেগ্যান, উদ্বোধনী ভাষণ, জানুয়ারী ২০, ১৯৮১।

ইউরোপের যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে উপনীত তখন ২৫শে এপ্রিল ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের কাঠামো তৈরি করার উদ্দেশ্যে সানফ্রানসিসকোতে মিলিত হন। তাঁরা যে গঠনতন্ত্রের খসরা প্রণয়ন করেন তাতে এমন একটি বিশ্ব সংস্থার রূপরেখা দাঁড় করান যাতে আন্তর্জাতিক মতামত পার্থক্যগুলি শান্তিপূর্ণভাবে আলোচিত হতে পারে এবং ক্ষুধা, ব্যাধির বিরুদ্ধে সাধারণ স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম মহা যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট লীগ অব নেশানস-এ এই দেশের সদস্য পদ নাকোচ করেছিল। কিন্তু পাল্টাভাবে এখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ৮৯-২ ভোটে অতি দ্রুত জাতিসংঘের সনদ অনুমোদন করে। এরদ্বারা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রবণতা মুখী প্রধান ধারাটির সুনিশ্চিত অবসান ঘোষিত হয় এবং পৃথিবীকে আভাস দেয়া হয় যে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর আমেরিকার জনগণ আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির দিকে অধিকতর মনযোগ দান করে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম যে কাজটিতে তাঁরা হাত দেয় তাহলো যে সব লক্ষ লক্ষ সামরিক বাহিনী থেকে ফিরে এসেছেন তাঁদেরকে বে-সামরিক নাগরিক জীবনে পুনর্বাসন বা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। দুই বছরের মধ্যে সমগ্র বাহিনী সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ থেকে ১৫ লাখে নেমে আসে। ১৯৪৪

সালের সার্ভিসমেন'স রিএডজাস্টমেন্ট এ্যাকট যাকে জনপ্রিয়ভাবে বলা হতো "জি আই, বিল অব রাইটস" এর মাধ্যমে সামরিক জীবন থেকে বে-সামরিক জীবনে রূপান্তর সহজতর হয়ে উঠেছিল। কারণ এই আইনে প্রাক্তন সৈনিকদেরকে বাড়ী কেনা, ব্যবসা ও খামার পরিচালনা, এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য সরকারী ঋণ দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই আইনে ২০ লক্ষেরও বেশি অবসর প্রাপ্ত সৈনিককে কলেজ শিক্ষা গ্রহণের জন্যও অর্থ যোগান দেয়া হয়েছিল।

আমেরিকান অর্থনীতি গুরুতর কোন বেকারত্ব ছাড়াই যুদ্ধ থেকে শান্তিকালীন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সম্ভব করে তুলল। যুদ্ধকালীন দুষ্প্রাপ্যতা, উচ্চ মজুরী এবং সঞ্চিত পুঁজি বর্ধিত জনসংখ্যার সাথে মিলে অধিকতর ভোগ্য পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করায় শিল্পের সম্প্রসারণ উৎসাহিত হয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৬ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশি দাঁড়ায় এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও মজুরীও একইভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়।

অর্থনৈতিক উন্নতি নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। গৃহ নির্মাতারা চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ী ঘর তৈরী করতে পারছিল না এবং গাড়ী প্রস্তুত কারীরাও নতুন অর্ডারের (চাহিদার) সাথে সংগতি রক্ষা করতে পারছিল না। দ্রুত ধাবমান মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক সৃষ্টি করে মূল্যমান তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের দিকে যখন পণ্যের সরবরাহ চাহিদার আরো কাছাকাছি এসে যায় তখন অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে আসে।

মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি উচ্চতর মুজুরী দাবী করে এবং তাদের দাবী পূরণ না হওয়ার ফলে ১৯৪৬ সালে ৪৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। শ্রমিকদের তরফে এই শক্তি প্রদর্শনের ফলে জন সাধারণের এক বিরাট অংশ শংকিত হয়ে ওঠে এবং এর ফলে পরের বছর রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস ট্যাফ্‌ট্‌ হার্টলে এ্যাকট পাশ করে। শ্রমিক নেতাদের তরফ থেকে এই আইনে কোন চুক্তি করার জন্য ইউনিয়ন বা

নিয়োগ কর্তার তরফে ৬০ দিনের নোটিশ দান বাধ্যতামূলক করা হয়। এতে মালিক পক্ষকে চুক্তি ভংগ করার জন্য ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বিদ্যমান চুক্তি সমূহের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সুযোগ সুবিধাও কিছু খর্ব করা হয়। শ্রমিকেরা যদিও অবসর-কালীন ভাতা ও মালিকদের অর্থে পরিচালিত স্বাস্থ্য বীমার ইত্যাদির মাধ্যমে অধিকতর নিরাপত্তা সহ উচ্চতর মজুরী অব্যাহতভাবে পাচ্ছিলেন তবুওতারা মনে করেছিলেন যে "ট্যাফ্‌ট্‌ হার্টলে এ্যাকট" এর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলি শিল্প মালিকদের সাথে তাদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা হরনের সচেতন প্রয়াস মাত্র। ১৯৪৮ সালের নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি এই আইন বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দেন।

রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী টমাস ই ডিউয়ি-এর বিরুদ্ধে ট্রুম্যানের অভা-বিতপূর্ব কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে তিনি (ট্রুম্যান) "ফেয়ারডিল" সংস্কার-গুলি চালিয়ে নিতে উৎসাহিত হন। কংগ্রেস যদিও ট্যাফ্‌ট্‌ হার্টলে এ্যাকট এর অংশবিশেষ বাতিলের প্রচেষ্টা সহ এই কর্মসূচি অংশত প্রত্যাখান করে, তবু এর অনেক খানিই আইনে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ করে এর অধীনে অতিরিক্ত আরো ১ কোটি লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং যে সব শিল্পের উৎপাদন রাষ্ট্রীয় নির্ধা-রিত সীমারেখা অতিক্রম করেছিল সে সব শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ঘন্টায় ৪০ সেন্ট থেকে ৭৫ সেন্ট বাড়িয়ে দেন। ১৯৪৯ সালে কংগ্রেস বস্তি পরিষ্কার করার এবং অল্প ভাড়ার ঘর তুলে দেয়ার এক ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কৃষকরা বন্যা, খরা ও নিম্ন মূল্যের মতো দুর্যোগের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা লাভ করে।

আণবিক যুগ

সবচেয়ে বেশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল আনবিক শক্তির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস এই দায়িত্ব ৫ জন বেসর-কারী ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন আণবিক শক্তি কমিশনের উপর অর্পণ করে।

এই কমিশনের তদারকীতে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বা কৃষি, শিল্প ও ঔষধের ক্ষেত্রে আণবিক জ্ঞানের বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং তা অন্যান্য জাতির কাছে অর্পণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বেশির ভাগ আমেরিকান ধারণা করেছিলেন যে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব তৈরির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধকালীন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এশিয়া আফ্রিকা, ও ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও দুর্গতি লাঘবের কাজে নিয়োজিত জাতিসংঘের অনেক সংস্থা গড়ে তোলা ও তাদেরকে অর্থের যোগানদানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এই সংস্থাগুলির মধ্যে যে দুইটি সবচেয়ে বেশি খ্যাত লাভ করে সেগুলি হলো জাতিসংঘের সাহায্য ও পুনর্বাসন প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। আমেরিকান সাহায্যের একটি বিরাট অংশ কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট দেশের নিঃস্ব বা বঞ্চিত লোকদের জন্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার আধিপত্য ও অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সমূহের তরফে পরিচালিত আন্দোলন এবং সেই সংগে সারা বিশ্ব জুড়ে একটি ভূমিকা পালনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সুদৃঢ় সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমধর্মান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এদিকে আনবিক অস্ত্রের বিস্তার মানব জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে একথা বুঝতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা নিয়ন্ত্রণের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হয়। জার্মানরা এই ধরণের (এটম) বোমা তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সে সত্য বৈজ্ঞানিকরা প্রতিষ্ঠা করার পর যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র উদ্ভাবন করে। জাপানের আত্মসমর্পন তরান্বিত করার জন্য জাপানী দ্বীপগুলির উপর ব্যাপক আক্রমণের বিকল্প হিসাবে ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টিকারী এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যাপক আক্রমণের পথে গেলে দুই পক্ষের উভয় দিকেই ১০ লক্ষেরও বেশি জীবন হানির আশঙ্কা ছিল।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বার্নাড বারুচ আণবিক অস্ত্র বেআইনী ঘোষণা করা ও সকল আনবিক পদার্থের উপর

আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের আহবান জানিয়ে এই সংস্থার (জাতিসংঘ) আনবিক শক্তি কমিশনের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেই সময় আণবিক বোমার একমাত্র অধিকারী দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র তার মজুত আণবিক বোমার সবগুলি ধ্বংস করার এবং সব আণবিক গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। বারুচ পরিকল্প নামে পরিচিত এই প্রস্তাবে একটি শর্ত ছিল এই যে আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে পরিদর্শন ও চুক্তি বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে তাঁর উপর কোন একটি জাতি ভেটো দিতে পারবে না।

কমিশনের ভোটদানকারী ১০ সদস্যের মধ্যে নয় সদস্যই যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব নীতিগতভাবে সমর্থন করলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে ভেটো দান করে। সোভিয়েটের বিকল্প প্রস্তাবে সকল জাতির প্রতি আণবিক অস্ত্রকে নিন্দা করার আবেদন জানানো হলেও এই চুক্তি লঙ্ঘনের ব্যাপারে আবিষ্কার করার জন্য কোন পরিদর্শন পদ্ধতি এবং চুক্তি লঙ্ঘনকারীকে সাজা দেয়ার জন্য কোন বলবৎকরণ পদ্ধতির প্রস্তাব এতে ছিল না। তদন্ত এবং ভেটোর প্রশ্নে অনুরূপ মত পার্থক্যের কারণে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের পরবর্তী সম্মেলনগুলিতেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে উভয়দেশ অধিকতর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

অকমিউনিষ্ট গ্রুপগুলিকে ধ্বংস করা বা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সোভিয়েটপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠায় পূর্ব ইউরোপে সংখ্যালঘু কমিউনিষ্ট পার্টি গুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়তে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন সরকারসমূহ পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও সোভিয়েট অধিকৃত জার্মানীতে কর্তৃত্ব লাভ করে।

অনেক আমেরিকান ১৯৪৭ সালের বসন্তকালে আরো কমিউনিষ্ট সম্প্রসারণের বিপদ আশঙ্কা করেন। গ্রীসে কমিউনিষ্ট গ্যারিলাদের প্রতি সোভিয়েট সমর্থক এবং তুরস্কের নিয়ন্ত্রিত দার্দানেলেস এর বিরুদ্ধে সোভিয়েট হুমকির ফলে এ আশঙ্কা নাটকীয় রূপ লাভ করে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসের সামনে হাজির হয়ে ঘোষণা করেন যে "যে সব স্বাধীন মানুষ সশস্ত্র

সংখ্যা লঘুদের তরফে তাদেরকে পরাভূত করার চেষ্টা কিংবা বাইরের চাপ প্রতিহত করছে তাদেরকে সমর্থন করা যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য নীতি"। কংগ্রেস তাঁর নীতি সমর্থন করে এবং এই নীতি 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে খ্যাত হয়। এই নীতির আওতায় গ্রীস ও তুরস্কে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪০ কোটি ডলার অনুমোদন করা হয়। দুই বছরের মধ্যেই গ্রীসে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং তুরস্ক তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

পৃথিবীর অনেক এলাকাতেই যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশ কর্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধিতা করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার এক বছর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ফিলিপাইনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর পরের বছর কংগ্রেস পুয়ের্টো রিকো বাসীদেরকে তাদের নিজেদের গভর্ণর নির্বাচনের কর্তৃত্ব দান করে, যার ফলে তাঁরা ১৯৫২ সালে স্ব-শাসিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ নাগরিক তার ভিত্তিতে পুয়ের্টো রিকো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগী হয়।

ভারত, পাকিস্তান ও বর্মাকে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমেরিকার নেতারা গ্রেট বৃটেনকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ওলন্দাজ শাসন থেকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা তরান্বিত করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে পৃথিবীর নতুন উন্নয়নগামী অঞ্চল-গুলিকে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দানের কর্মসূচী দ্রুততর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর 'চার দফা' কার্যক্রম ঘোষণা করেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আমেরিকার কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গৃহায়ন ও অন্যান্য নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা সহায়তা ও উপদেশ দান করেন।

এই সব দেশে অসংখ্য স্বাধীন জাতির বিকাশ ঘটার ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপ গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৯৪৭ সালের জুন

মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় পররাষ্ট্র সচিব জর্জ, সি, মার্শাল ইউরোপীয় দেশসমূহের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক ব্যাপক কর্মসূচীর রূপরেখা দান করেন। মার্শাল প্ল্যান নামে পরিচিত এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণেচ্ছু ইউরোপের দেশগুলোকে আমেরিকার অর্থ, অন্যান্য সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি দানের প্রস্তাব করা হয়। যদিও সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত ছিল তবু সোভিয়েট প্রভাবাধীন দেশগুলি এতে যোগ দেয়নি।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া আমেরিকান সাহায্যের এই বিশাল কর্মসূচীতে ১২০০ কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রী ও সেবা দান করা হয়েছিল এবং এর সাহায্যে আইসল্যাণ্ড থেকে তুরস্ক পর্যন্ত ১৬টি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সহায়তা করা হয়। তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শিল্প উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব সীমা থেকে শতকরা ২৫ ভাগ এবং কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

এমনকি মার্শাল প্ল্যানের কর্মসূচী চলাকালে বার্লিনে একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স, বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও বার্লিনে (সোভিয়েট অধিকৃত জার্মান এলাকার ১৭৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে) তাদের দখলকৃত এলাকাগুলিকে একত্রীভূত করে। মিত্রশক্তিগুলি যখন তাদের তিন অঞ্চলের অর্থনীতিকে সংহত করার লক্ষ্যে মুদ্রা সংস্কারের কথা ঘোষণা করে এবং এই মিলিত অর্থনীতিকে পশ্চিম ইউরোপের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত করার কথা বলেন, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন বার্লিনের সাথে পশ্চিম জার্মানীর সড়ক ও রেলপথ প্রথমে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর বন্ধ করে দিয়ে এর পাল্টা জবাব দেয়।

এই সোভিয়েত তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ ও আমেরিকানদের করনীয় ছিল বার্লিনের সাথে বিমানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে প্রায় এক বছর ধরে চালু এই ব্যবস্থাধীনে বৃটেন ও আমেরিকার বিমানগুলি ২০ লক্ষ টনের বেশি খাদ্য, জ্বালানী, ঔষধপত্র এবং পশ্চিম বার্লিনের জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী পরিবহণ করে। ১৯৪৯সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবরোধ প্রত্যাহার করে।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের প্রভাব সম্প্রসারণ এবং গ্রীস ও তুরস্কের বিরুদ্ধে তার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বার্লিন সঙ্কট গোটা পশ্চিম ইউরোপে ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে সদস্য দেশ সমূহের সামরিক প্রতিরক্ষা সমন্বিত করার জন্য বারোটি জাতি মিলে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো)গঠন করে। এই বারোটি দেশ হলো : বেলজিয়াম· কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স গ্রেটবৃটেন, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, লুকেসমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল এবং যুক্তরাষ্ট্র। গ্রীস, তুরস্ক এবং জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র পরে এই চুক্তিতে যোগদান করেছিল। চুক্তিভুক্ত দেশগুলি এই ব্যাপারে একমত হয় যে তাদের যে কোন একটির বিরুদ্ধে আক্রমণ সকলের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল ডোয়াইট ডি, আইজেনহাওয়ার ন্যাটোর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন।

ট্রুম্যান প্রশাসনের আমলে আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট হওয়া ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২১টি ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হয়ে আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা (ও এ এস) গঠন করে। এই সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে, আন্তঃ-আমেরিকান মত পার্থক্যগুলির শান্তিঃপূর্ন সমাধানের নিয়শ্চয়তা দান, ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করা এবং সাধারণ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৯৪৮ সালের মে মাসে মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের পর এই নতুন দেশটি যখন আরব প্রতিবেশিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন এখানে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর সকল প্রচেষ্টাগুলির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দান করে। এই শান্তি বা যুদ্ধ বিরতির টিমের প্রধান হিসাবে ভূতপূর্ব এক আমেরিকান ক্রীতদাসের পৌত্র ডঃ রাল্‌ফ বান্সে ১৯৫০ সালে তার অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কার্যকালের শেষ বছরগুলিতে এশিয়ার ঘটনা প্রবাহ আমেরিকার আন্তর্জাতিক উদ্বেগের ক্ষেত্রে প্রধান্য বিস্তার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়ার অছি কর্তৃত্ব লাভ করে। ৩৮ অক্ষাংশের মাধ্যমে উত্তরের সোভিয়েত এলাকা এবং দক্ষিণ আমেরিকান এলাকার মধ্যে বিভক্তির রেখা টানা হয়। ১৯৪৮ সালে উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েতের আদর্শানুযায়ী একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে জাতিসংঘের তদারকীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত কোরিয়ান প্রজাতন্ত্রের সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে বেশির ভাগ সৈন্য প্রত্যাহার করে। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী ৩৮ অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর আক্রমণ চালায়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরী সভায় এই আক্রমণ শান্তিভঙ্গ করেছে বলে ঘোষণা করা হয় এবং উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে অতি সত্বর তার সৈন্য প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়। তদুপরি জাতিসংঘের সব সদস্যের প্রতি দক্ষিণ কোরিয়াকে যথাসম্ভব সব রকম সহায়তা দানের জন্য আবেদন জানানো হয়। আক্রমণ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করার কারণে যুক্তরাষ্ট্র যথা সত্বর সেখানে বিমান ও স্থলবাহিনী প্রেরণ করে। একটি জাতিসংঘ বাহিনী নিয়োজিত করা হয় এবং ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত একটি বাহিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাস্তবিক পক্ষে এই বাহিনীর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ সৈন্য ছিল আমেরিকা বা দক্ষিণ কোরিয়ার। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি কিছু সময়ের জন্য এই সংস্থার বৈঠক বর্জন করার ফলে জাতিংঘের এই তৎপরতা চালানো সম্ভব হয়েছিল। কারণ সভায় উপস্থিত না থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি।

কোরিয়া যুদ্ধের গতিধারা ছিল তিক্ত, রক্তাক্ত ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার-এর নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ

বাহিনী ক্রমান্বয়ে আক্রমনাত্বক অবস্থান গ্রহণ করে এবং আক্রমণকারী-দেরকে পিছু হাটিয়ে দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার সেনা বাহিনীকে জাতিসংঘ বাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাবার জন্য নিয়োজিত করার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে বলে মনে হয়েছিল। এই হস্তক্ষেপের ফলে সংঘর্ষ কোরিয়ার সীমারেখা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। জাতি-সংঘ কমাণ্ড অবশ্য আরো বৃহত্তর সংঘাতের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। সেজন্য "সীমিত লক্ষ্যের জন্য সীমিত যুদ্ধ" এ নীতি গ্রহণ করা হয়। উত্তর কোরিয়াকে অবশ্য মোটামুটিভাবে ৩৮ অক্ষাংশের কাছাকাছি হটিয়ে দেয়া হয়েছিল।

দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যুদ্ধের শেষ অব্দি যুক্তরাষ্ট্র প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে ছিল এবং যুক্তিহীন আগ্রাসনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তিরিশ হাজারেরও বেশি সৈন্যকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

ম্যাকার্থী যুগ

বিদেশে কমুনিজম সম্পর্কে এই ভীতির একটি আভ্যন্তরিণ অনুসিদ্ধান্তও ছিল। ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে যখন প্রকাশ পায় যে. কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক লোক উচ্চ সরকারী পদে আসীন হয়েছে তখন আমেরিকান জনগণ শংকিত হয়ে পড়ে। এর ফলে ব্যাপক আশঙ্কা দেখা দেয় যে. আভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপদগ্রস্থ করতে পারে। আমেরিকান সরকারের মধ্যে আসল কমিউনিষ্ট অনুসন্ধ্যানের নেতৃত্বদান (ও অবস্থার সুযোগ গ্রহণ) করেছিলেন অবিবেচক এবং এতকাল পর্যন্ত অখ্যাত উইসকনসিন থেকে নির্বাচিত সিনেটর জো ম্যাকার্থী সাধারণত তার নির্ভর-যোগ্য প্রমাণহীন ও উৎকট অভিযোগগুলির দ্বারা অনেক বিখ্যাত আমেরিকানের জীবন ধ্বংস না হলেও বিপর্যস্থ হয়ে ছিল। অনুরূপ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা চলচ্চিত্র ব্যবসা সহ আমেরিকান সমা-

জের আরো অনেক শাখায় শুরু করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাকার্থী তার সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন এবং খ্যাতির উচ্চাসন থেকে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে তিনি তিন বছর সময়ের এক বিরাট অংশ জুড়ে প্রায় বিনা বাধায় যে ভাবে তাঁর তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে এমনকি আমেরিকার মতো যে সব দেশ স্বাধীনতার অস্তিত্বের জন্য গর্ববোধ করে সেখানেও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা যে কতখানি দুর্বল বা ক্ষীণবল হতে পারে তারই ভীতজনক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আইজেন হাওয়ারের যুগ

১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকার জনগণ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। এর ফলে প্রেসিডেন্টের আসনে ডেমোক্রেটিক পার্টির এক টানা বিশ বছরের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। বিজয়ী প্রার্থী জেনারেল ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার বিপুল ভোটের ব্যবধানে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী এডলাই স্টীভেনসনকে পরাজিত করেন। চার বছর পরেও তিনি পুনরায় বিজয়ী হয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসে ক্ষমতায় রিপাবলিকান পার্টি অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আইজেনহাওয়ারের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যকালের ৮ বছরের মধ্যে ৬ বছরই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আইজেনহাওয়ার প্রশাসন যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাকে বলা হত "আধুনিক রিপাবলিকানবাদ। তথাপি এই প্রশাসন নিউডিল ও ফেয়ার ডিলের যুগে গড়ে ওঠা যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান অব্যাহত বা বজায় রাখে। বাস্তবিক পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার সহায়তা, গণগৃহায়ন, বস্তি পরিচ্ছন্ন এবং গণস্বাস্থ্যের মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচীগুলি আরো সম্প্রসারণ করে।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারী সংগঠনগুলিকে মন্ত্রী পর্যায়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগ হিসাবে

রূপান্তর অনুমোদন করেন। ৭৫ সেন্ট থেকে ন্যূনতম মজুরী ঘন্টায় এক ডলার করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও তিনি সমর্থন করেন।

১৯৫৫ সালে আমেরিকার দুই সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এবং কংগ্রেস অব ইনডাসট্রিয়াল অরগানাইজেশস) একত্রীকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার বৈরীতার অবসান ঘটে। নবগঠিত এ এফ এল-সি আই ও-এর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সদস্য ছিল। কোন কোন ইউনিয়নে দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা চালু থাকার প্রমাণ ছিল-বলে নব গঠিত সংগঠন কঠোর নৈতিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ইউনিয়নের আর্থিক বিশেষতঃ অবসরকালীন ভাতা ও কল্যান তহ-বিল সম্পর্কিত বিষয়গুলি জনগণের কাছে পরিপূর্ণভাবে বাধ্যতামূলক প্রকাশের জন্য আইন পাশ করে এবং ইউনিয়ন সদস্যদেরকে গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান অপেক্ষাকৃত কম সহজ সাধ্য বলে বিবেচিত হয়। কৃষি প্রযুক্তির নয়া অগ্রতির ফলে জাতীয় চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি কৃষি উৎপাদন সমস্যা নিবীড় আকার ধারণ করে। যে সব শস্যের উৎপাদন উদ্বৃত্ত নয়, সে সব শস্য উৎপাদনে খামার মালিক-দেরকে উৎসাহিত করার জন্য আইজেনহাওয়ার প্রশাসন কৃষকদেরকে নির্দিষ্ট মূল্যদানের নিশ্চয়তামূলক প্রচলিত নীতির বদলে পরিবর্তনশীল বা নমনীয় মূল্যহার চালু করেন। তাছাড়া একটি "সয়েলব্যাংক" (ভূমিব্যাংক) কর্মসূচীর আওতায় জমি পতিত রাখা, বৃক্ষরোপন করা কিংবা সংরক্ষণ-মূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষকদেরকে অর্থদান করা হয়।

আইজেনহাওয়ারের শাসনকালে অব্যাহত অথচ ধীরগতিতে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক বৈধ অধিকারের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। এই সময়ে জাতি একটি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয় যে, গৃহযুদ্ধের পর কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সমান-সুযোগ সুবিধা দানের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে কথা প্রকৃতপক্ষে স্মরণ ছিল না। যদিও আমেরিকার বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘুদের অবস্থার উন্নতির জন্য ছিটে ফোঁটা কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তবু উত্তরাঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গরা শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্ম সংস্থা-

নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আর দক্ষিণাঞ্চলে তাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতা অস্বীকার করা হয়েছিল, তাদের জমি ভাড়া করা বা মালিকানা লাভের সামর্থের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে বাস করতে হয়েছিল এমন এক পৃথক সমাজে যেগুলোর মধ্যে সড়ক, গাড়ী, পার্ক, হোটেল, বিদ্যালয়, হাসপাতাল এমনকি গোরস্তান পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৩০ এর দশকের আগে পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এক ধরণের সমান সুযোগদানের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এই সময়ে কিছু সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ সরকারী পদলাভ করেছিলেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বিনোদন কেন্দ্র, বিদ্যালয় ও হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক নেতা এ, ফিলিপ র‍্যানডলফ এর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন যুদ্ধের কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানের আদেশ দিয়েছিলেন তখন এই নয়া প্রবণতা জোরদার হয়েছিল। যুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান একটি নাগরিক অধিকার কমিশন নিয়োগ করেন, সামরিক বাহিনীর চাকরীতে পৃথকিকরণ-রদ করার আদেশ দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীতে অধিকতর সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ নিয়োগ করেন। দুই প্রধান পেশাদার বেসবল লীগ ও প্রধান পেশাদার বাস্কেটবল লীগ ইতিমধ্যে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়োগ করতে শুরু করেছিল।

১৯৫০ দশকের সময় কৃষ্ণাঙ্গরা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সংখ্যায় কলেজে ভর্তি হয়, নির্বাচনে ভোট দান করে, নিজস্ব বাড়ী ও যানবাহনের মালিক হয়, পেশাদারী কিংবা পরিদর্শনমূলক কাজে যোগ দেয় এবং সরকারী উচ্চপদ দখল করে। যদিও এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যায় তাদের শতকরা হারের চেয়ে অনেক কম। ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রায় দিয়েছিল যে, রাজ্য বা স্থানীয় যে সব আইনে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতকায় শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সংবিধান বিরোধী। এই সিদ্ধান্ত ছিল এই সময়ে নাগরিক অধিকার

বিকাশের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেহেতু বেশিরভাগ রাজ্যে সাধারণ বিদ্যালয়গুলি আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা (কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য) ছিল না সেজন্য উপরোক্ত রায় প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রযুক্ত হয়েছিল। সেখানে বর্ণবাদী পৃথকীকরণ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এই ধরণের অঞ্চলগুলিতে সুপ্রীম কোর্ট ফেডারেল জেল আদালত সমূহকে নির্দেশ দেয় যে তারা যেন স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত রায় পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ শুরু করে এবং যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায় তা দেখেন।

স্কুলে পৃথকীকরণ বিলোপ করার ব্যবস্থা ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্য সমূহে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে তা প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই ক্ষেত্রে হিংসাত্মক ঘটনা শুরু হওয়ার পর ১৯৫৭ সালে লিটল রক ও আরকানসাসে ফেডারেল সৈন্য বাহিনী পাঠানো হয়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে স্কুল পৃথকীকরণ বিলোপের জন্য আদালতের আদেশ বলবৎ করতে সরকার সচেষ্ট ছিলেন। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন বর্ণের জনসংখ্যা অধ্যুষিত আলাস্কা এবং বিশেষ করে হাইওয়াইকে পরিপূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দানের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অগ্রগতির আরো নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে আমেরিকানদের জীবনযাত্রার মান সাধারণভাবে উন্নীত হয়। তবে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির হার ছিল মানুষের আশা আকাঙ্খার তুলনায় মন্থরতর। এছাড়াও জাতি ক্রমবর্ধমান হারে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি স্বল্প মাত্রায় হলেও দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের মন্দার পর বেকারত্ব আরো বাড়লেও মজুরী বাড়তে থাকে, ব্যবসা বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত হয়, এবং আশাবাদ দেখা দেয়। জাতীয় মোট উৎপাদন অর্থাৎ জাতীয় জীবনে সব বস্তু ও সেবামূলক কাজের মোট মূল্য ১৯৫০ সালের ২৮৫০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ১৯৬০ সালে ৫০৪০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়।

এশিয়ার পরিস্থিতি

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের প্রথম প্রশাসন আশাবাদের মাধ্যমে শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে এক সামরিক অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে উত্তর কোরিয়া জাতিসংঘ কমাণ্ডের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে সে বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা সহ কোরিয়ার বিভক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেয়। ভারতীয় পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে প্রায় বিশ হাজার উত্তর কোরিয়া ও চীনা যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে না যাওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

কোরিয়া যুদ্ধ বিরতি এশিয়ায় অসুবিধা দূর করতে পারে নি। ১৯৫৪ সালের বসন্তকালের দিকে ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট ও জাতীয়তাবাদের একটি যুক্তফ্রণ্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের আট বছরব্যাপী যুদ্ধে এক সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করে। ফ্রান্স চেয়েছিল ইন্দোচীনের উপর তার উপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখতে। মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেটবৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বেশ কিছু সংখ্যক এশিয়ার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা জেনেভায় বৈঠকে মিলিত হয়ে যুদ্ধ অবসানের ব্যাপারে আলোচনা চালায়। এই সম্মেলন ফরাসী ইন্দোচীন বলে কথিত অঞ্চলটিকে তিনটি অর্থাৎ কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। ভিয়েতনামকে আবার অস্থায়ীভাবে সপ্তদশ অক্ষাংশ বরাবর ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে নির্ধারিত নির্বাচনের মাধ্যমে একত্রীভূত হওয়া সাপেক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রশাসনিক জেলায় ভাগ করা হয়। চূড়ান্ত ঘোষণায় সম্মেলন কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার স্বীকৃতি দান করে। জেনেভা সম্মেলনে যে নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল সে নির্বাচন কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। অংশতঃ এর কারণ এই যে, আশঙ্কা করা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ট নেতা হোচিমিন নির্বাচন প্রক্রিয়া সমর্থন না করায় নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবেন।

সংঘাতের এই পটভূমিতে ১৯৫৪ সালের সেপটেম্বর মাসে থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড-এর সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা গঠন করে। সিয়াটো নামে খ্যাত

পারস্পরিক এই সহযোগিতা জোটে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে কারিগরী সহায়তা এবং আক্রমণ বা নাশকতার বিরুদ্ধে যৌথ কর্মতৎপরতার ব্যবস্থা করা হয়। মৌলিক চুক্তির সাথে সংযুক্ত একটি ধারায় লাওস, কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রক্ষা করা ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব যুক্ত হয়।

এছাড়া এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র তার কারিগরী সহায়তার কর্মসূচী সম্প্রসারিত করে। ১৯৫৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়া তার যুদ্ধ পূর্বকালীন উৎপাদন ও ভোগের পর্যায় অতিক্রম করে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে ও গেরিলাদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে সমর্থন দানের জন্য দেয় বিপুল পরিমাণ সাহায্যেরও একই ধরনের সুফল দেখা যায়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সর্বমোট ৬০ টিরও বেশি রাষ্ট্রকে যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, ঋণ ও কারিগরী বা বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করে।

শান্তিপূর্ণ সহযোগিতামুখী প্রচেষ্টা

১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানে যা অবশিষ্ট ছিল তা সহ বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীকে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসনের আওতায় সমন্বিত করে। এর দুই বছর পর উন্নয়নগামী অঞ্চলগুলিকে যানবাহন, জ্বালানী, শিল্প, নদী উপত্যকার উন্নয়ন, সেচ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যান্য ভিত্তি স্থাপনের কাজে পুঁজি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থযোগানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ন ঋণ তহবিল গড়ে তোলে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪৯টি দেশে মোট প্রায় ১৮৩টি ঋণের মাধ্যমে ২০০০ কোটি ডলারের মতো ঋণ এই তহবিল থেকে দেয়া হয়। এছাড়া ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দরিদ্র দেশগুলিকে ১০০০ কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের খাদ্য বিতরণ করে। এই সাহায্যের প্রায় অর্ধেক দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষার জন্য সরাসরি খয়রাতি হিসাবে দেয়া হয়েছিল পাকিস্তান, নেপাল

জর্দান, হাইতি ও ঘানার মতো দেশগুলিতে। অবশিষ্ট অর্ধেক বিক্রয় করা হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে অর্থ খাদ্য আমদানীকারী দেশসমূহে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে স্বল্প বা বিনাসুদে ধার দেয়া যেত।

১৯৫৫ সালের জেনেভা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে শান্তি-পূর্ণ সহযোগিতার সম্ভাবনা বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্র প্রধানরা নিরস্ত্রীকরণ কিংবা জার্মানীর পুনর্বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। আমস্মিক আক্রমণের বিপদ হ্রাস এবং অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নয়ন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার প্রস্তাব দেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক সংস্থাপনাগুলির নীলনক্সা বিনিময় করুক এবং সামরিক অবস্থানগুলির পারস্পরিক বিমান পর্যবেক্ষণের অনুমতি দান করুক। জাতীয় সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ বলে উল্লেখ করে সোভিয়েত নেতারা এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তা সত্বেও জেনেভা বৈঠকে এই ঐক্য মতে পৌঁছা যায় যে, কারিগরী বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি এবং শিল্পীরা যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন এবং একইভাবে তাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষরাও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করবেন।

হাঙ্গেরী ও সুয়েজ সংকট

১৯৫৬ সালে ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি বিস্ফোরণমুখ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই বছরের প্রথম দিকে সোভিয়েত পার্টি নেতা নিকিতা ক্রুশ্চভ মৃত একনায়ক জোসেফ স্টালিনকে একজন নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক হিসাবে আকস্মিকভাবে নিন্দা করেন। এই নিন্দাবাদের ফলে পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত আধিপত্যাধীন দেশগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনার জন্য অধিকতর স্বাধীনতা দাবী করে।

পোলাণ্ডে স্ট্যালিনের অধীনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত ওয়াডিস্লো গমুলকা নামে একজন জাতীয়তাবাদী কমুনিষ্ট নেতা পোলিশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান নিযুক্ত হন এবং জনগণকে অধিকতর বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও ধর্মীয়

স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীর জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একটি উদার নৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের দেশ থেকে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রত্যাহার দাবী করে। কিন্তু প্রত্যাহার করার বদলে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরীর উপর আক্রমণ চালায় এবং বিদ্রোহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। আমেরিকান জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎপরতার বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া প্রতিবাদে যোগ দেয় এবং হাঙ্গেরী থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানায়।

হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের একই সাথে সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটি গুরুতর বিশ্ব সংকটের উদ্ভব হয়। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ ভূ-খণ্ডে এই খাল সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে প্রধানতঃ বৃটিশ ও ফ্রান্সের মালিকানাধীন একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানী এই খাল পরিচালনা করত। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের যখন এই খাল জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেন তখন পশ্চিমা শক্তিগুলি এই খালের নিয়মিত ব্যবহারকারী ১৮টি দেশের মধ্য একটি নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ক্রমবর্ধমাণ সীমান্ত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর মাসে ইসরাইল অভিযোগ করে যে মিশর তার বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে এবং সুয়েজের পথে সিনাই উপত্যকায় ইসরাইলী সৈন্য পাঠায়।

এই পরিস্থিতিকে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচলের বিরুদ্ধে হুমকি হিসাবে মনে করে বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্য বাহিনী খাল এলাকায় অবতরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র তার ন্যাটো মিত্রদের এই তৎপরতাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতির বরখেলাপ বলে গণ্য করে এবং এর বিরোধিতা করে। আশু যুদ্ধবিরতি ও আক্রমণকারী সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের অনুকূলে জাতিসংঘস্থ আমেরিকান প্রতিনিধি ভোটদান করেন। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইসরাইল এই সব শর্ত মেনে নেয়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ বাহিনীর তদারকীতে সুয়েজখালে যুদ্ধের ভগ্নাবশেষ অবসারণ করা হয় এবং তা জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়।

সুয়েজ সংকটের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশর শক্তি প্রয়োগের হুমকি-দানে উৎসাহিত হয়। এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধিকতরভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এই হুমকি প্রতিহত করা ও এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এবং স্বাধীনতায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র "আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন" নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার মধ্য প্রাচ্যের কোনো দেশের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি ব্যবহারের কর্তৃত্ব দানের জন্য প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি আবেদন জানান ও দ্বিতীয়তঃ মধ্য প্রাচ্যের যে সব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করবে তাদের জন্য ২০ কোটি ডলার পৃথকভাবে বরাদ্দ দাবী জানান।

দেড় বছর পর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার লেবাননের অনুরোধে সেখানে নৌসেনা পাঠান। লেবাননে বিদ্রোহ ঘটবার জন্য সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (সিরিয়া ও মিশরের একত্রীভূতরূপ) উস্কানি ও অস্ত্রশস্ত্র দান করছে বলে লেবানন অভিযোগ করার পর যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ পর লেবানন পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র তার সৈন্য প্রত্যাহার করে। কিন্তু ইরাক ও জর্দানের মাঝেও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তবে জর্দানের অনুরোধে সেখানে বৃটিশ সৈন্য পৌঁছলে পরিস্থিতি শান্ত শান্ত।

ফরমোজা ও বার্লিনে নতুন সংকট

১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্য অস্থিরতায় বিপর্যস্ত থাকলেও তখন দূরপ্রাচ্যে নতুন সংকট দেখা দেয়। গণ প্রজাতন্ত্রী চীন জাতীয়তাবাদী চীনের কিউময় ও মাৎসুদ্বীপে বোমা ফেলতে শুরু করে। স্পষ্টতই এটা ছিল তাইওয়ানের উপর আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উপরোক্ত দ্বীপ-গুলি দখলের প্রস্তুতি। পররাষ্ট্র সচিব জন ফষ্টার ডালেস ঘোষণা করেন যে, তাইওয়ানকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সময়োচিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কথিত দ্বীপগুলির উপর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দাবীর প্রতি

সোভিয়েত সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বোমা বর্ষণ হ্রাস পায় এবং সশস্ত্র আগ্রাসনের মুখে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চাদপসরণ করবে না বলে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের হুশিয়ারীর পর কার্যতঃ এই বোমা বর্ষণ থেমে যায়। চীন অবশ্য তাইওয়ান ও উপকূলবর্তী দ্বীপ সমূহের উপর তার সার্বভৌমত্ব সম্প্রাসারণের চূড়ান্ত ইচ্ছা অব্যাহতভাবে ঘোষণা করতে থাকে।

দূরপ্রাচ্যের সংকট কাটতে না কাটতেই ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ পশ্চিমা শক্তিগুলির নিকট বার্লিন থেকে তাদের আধিপত্য প্রত্যাহার করে এটাকে একটি স্বাধীন অসামরিক নগরীতে পরিণত করার ব্যাপারে সম্মত হওয়ার জন্য ছয় মাসের এক চরম পত্র প্রদান করেন। ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেন যে, ঐ সময় সীমা শেষ হবার পর পশ্চিম বার্লিনের সাথে যোগাযোগের সব পথের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানীর হাতে ন্যস্ত করবে। পশ্চিমা শক্তিসমূহকে তখন পূর্ব জার্মান সরকারের অনুমতির মাধ্যমে পশ্চিম বার্লিনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স এই চরম পত্রের জবাবে সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে তারা পশ্চিম বার্লিনে অবস্থান করবে এবং ঐ নগরের সাথে অবাধ যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে তাদের বৈধ অধিকার বজায় রাখতে দৃঢ় সংকল্প।

১৯৫৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার চরম পত্রের সময় সীমা প্রত্যাহার করে এবং তার বদলে পশ্চিমা শক্তিবর্গের সাথে এক বৃহৎ চতুর্শক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে মিলিত হয়। যদিও তিনমাস দীর্ঘ এই অধিবেসনে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তবুও এর ফলে আরও আলাপ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এই সফরের শেষে ক্রুশ্চভ এবং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যৌথভাবে উল্লেখ করেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ এবং বার্লিন সহ অমীমাংসিত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধান। এ সব সমাধান শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ আলোচনার পন্থায় হওয়া উচিত।

কিউবার ক্ষমতায় ক্যাস্ট্রোর আগমন

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূল থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী কিউবা দ্বীপে একটি রাজনৈতিক নাটক প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে অনেক বছরের সংগ্রামের পর ফিডেল ক্যাস্ট্রো কিউবার এক-নায়ক ফালজেনসিও বাতিস্তার সরকারকে উৎখাত করেন। বাতিস্তার নিপীড়নের নজীর স্মরন করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আমেরিকার জনগণ ক্যাস্ট্রোর ক্ষমতা আরোহনকে সাধারণভাবে স্বাগত জানায় যদিও যুক্তরাষ্ট্র বাতিস্তা সরকারকে সামরিক সাহায্য দান করেছিল।

অবশ্য ক্যাস্ট্রো যখন অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হন, সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন এবং তার রাজনৈতিক শত্রুকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন তখন আমেরিকার সহানুভূতি উবে যায়। কিউবার কারাগার-গুলি আবারও ক্যাস্ট্রোর অনেক প্রাক্তন কমরেড, কমিউনিষ্ট বিরোধী শ্রমিক নেতা এবং বাতিস্তা সরকারের অভিজ্ঞ অন্যান্য বিরোধী নেতা সহ রাজনৈতিক সমালোচকে ভরে যায়। বিদেশীদের মালিকানাধীন সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ক্যাস্ট্রো ক্রমবর্ধমান হারে যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দাবাদ শুরু করেন এবং কমি-উনিষ্ট শিবিরভুক্ত দেশগুলির সমর্থন চাইতে থাকেন। আইজেনহাওয়ার প্রশাসন প্রথমে সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার নীতি কঠোরতর হয়। কিউবার চিনি ক্রয়ের উপর যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার (ও, এ, এস) অন্তর্ভুক্ত একুশটি রাষ্ট্রকে কিউবার কার্যকলাপ নিন্দা করার আবেদন জানায়। এই উপলক্ষে ও, এ, এস ক্যাস্ট্রো সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে নিন্দা না করলেও ক্যাস্ট্রোর প্রতি সমর্থন দানের কারণে পশ্চিম গোলার্ধে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত আরেকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশে বিশ্ব পরিসরে দৃশ্যতঃ আশাবাদী ও শান্তিভঙ্গকারী উপাদানগুলি পর্যালোচনা করা হয়। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে

যে নতুন ১৭টি রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার মধ্যে একটি ছাড়া আর সবই ছিল আফ্রিকা মহাদেশ থেকে। প্রাক্তন উপনিবেশের জনগণ যুদ্ধোত্তর কালে কি দ্রুত গতিতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব লাভের পথে এগিয়ে যায় এই সদস্য পদ লাভের মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার উন্নয়নগামী অঞ্চলগুলিকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে নতুন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিকে বর্ধিত সাহায্য দানের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগ দেয়ার আহবান জানান। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে কার্যকর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত-ভাবে প্রয়াস চালাবে।

সাধারণ পরিষদের এই বৈঠকের আগে মানুষের মহাশূন্য বিজয়ের ফলে ক্রমবর্দ্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগীতার ব্যাপারে পৃথিবী জোড়া উদ্বেগ বেড়ে যায়। অথচ অধিকতর শান্তির সময়ে এই ঘটনা (মহাশূন্য বিজয়) শুধু প্রশংসা ও গর্বের উৎস হতে পারতো। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে সোভিয়েতের প্রথম মহাশূন্য উপগ্রহ উৎক্ষেপন এবং ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে উভয় দেশের হাতেই তখন এমন শক্তিশালী রকেট রয়েছে যার সাহায্যে আণবিক ও হাই-ড্রোজেন বোমা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী শত্রুদেশের প্রাণকেন্দ্রে নিক্ষেপ করা সম্ভব।

১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এমন এক বোতাম টেপা যুদ্ধ সম্ভব করে তোলে যার দ্বারা কয়েক মিনিটের মধ্যে কোটি কোটি জীবন ধ্বংস করা সম্ভব। দৈব বশতঃ বা অন্য যে কোনো কারণে এই ধরনের যুদ্ধ শুরু রহিত করার জন্য পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য অস্ত্র পরিদর্শন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চভ অবশ্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বলেন যে, একটি নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বিশ্বাস করে যে, পরিদর্শনহীন নিরস্ত্রীকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সোভিয়েত

ইউনিয়নের মতো একটি অবরুদ্ধ সমাজ, প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ছাড়াই তার নিরস্ত্রীকরণের ওয়াদা ভংগ করতে পারে। যদিও অধিকতর উন্মুক্ত সমাজগুলিতে এ ধরণের প্রতিশ্রুতি ভংগের ঘটনা জনসন্মুখে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

কেনেডী ও নয়া কর্মক্ষেত্র

বিশ্ব উত্তেজনার এই পটভূমিতে আমেরিকার জনগণ সিনেটর জন এফ. কেনেডীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। কেনেডী তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে স্বল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। দুই তরুণ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কয়েক দফা টেলিভিশন বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে তাদের প্রচারণা চালান। নিক্সন তার প্রচারণায় আইজেনহাওয়ার প্রশাসনের আমলে আট বছর ধরে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার উপর জোর দেন এবং রিপাবলিকানদের নেতৃত্বে যে শান্তি ও উন্নতি অর্জিত হয়েছে তার কথা ভোটারদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, অন্যদিকে কেনেডী নতুন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব এবং দেশের মানবিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে এ যাবৎ যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে তরুণতম প্রেসিডেন্ট কেনেডী তার উদ্বোধনী ভাষণে তাঁর প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে যুবশক্তি ও আন্তরিকতার সুর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, "মশাল এখন এক নতুন প্রজন্মের আমেরিকানদের হাতে অর্পিত হয়েছে।" বাস্তবিক পক্ষে তার মন্ত্রীসভা এবং হোয়াইট হাউসে তাঁর উপদেষ্টারা ছিলেন এই দেশের ইতিহাসে পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্য তরুণতম। নতুন ধ্যান-ধারণার প্রতি খোলা মন এবং তেজদীপ্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণে প্রস্তুতির জন্য এই গ্রুপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী যখন কার্যভার গ্রহণ করেন তখন দেশের অবস্থা সাধারণভাবে উন্নত ছিল, শিল্প শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ৯৫ ডলার মজুরী ছিল সব সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু বেকারত্বের হারও বিশেষতঃ পেনসিল-

ভেনিয়া ও পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কয়লা খনি অঞ্চলগুলিতে ছিল সর্বাধিক। উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নতুন পণ্যের প্রতিযোগিতা এবং আমেরিকার জীবন ধারার পরিবর্তনের ফলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

নতুন প্রশাসন এই সব অবস্থার জন্য আইনগত প্রতিকারের প্রচেষ্টা একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন আইনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত বা মন্দায় আক্রান্ত সমাজগুলিকে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় এবং প্রয়োজনীয় গণ-সুযোগ সুবিধা তৈরিতে সাহায্য করার জন্য ফেডারেল সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্য আরেকটি আইনের মাধ্যমে বেকার কিংবা প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবের কারণে স্বল্প মজুরীর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে মজুরীসহ পুনরায় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও নির্ধারিত ২৬ সপ্তাহ সময় সীমার বাইরে আরও ১৩ সপ্তার বেকারত্ব বীমার টাকা প্রদানের জরুরী ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেয়া হয়।

তার পূর্ববর্তী দুইজন প্রেসিডেন্টের উদাহরণ অনুসরণ করে প্রেসিডেন্ট কেনেডী প্রচলিত কিছু সামাজিক আইন উদার করার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আবেদন জানান। এর ফলে সামাজিক নিরাপত্তা আইনের সাহায্যে শ্রমিকদেরকে ৬৫ বছরের বদলে ৬২ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়, ন্যূনতম মজুরী ঘণ্টায় ১·২৫ ডলারে উন্নতি করা হয় এবং কম ও স্বল্প আয়ের ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ যাতে যুক্তিসংগত মূল্যে বাড়ী পেতে পারে সেজন্য ফেডারেল হাউজিং কর্মসূচীর সুযোগ বাড়ানো হয়।

আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের অগ্রগতি

১৯৬০ এর দশকে বর্ণ বৈষম্য বর্জনের পথে অগ্রগতি সাধন করে। ১৯৫৪ থেকে ৬০ সালের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে ৬৬৭৬টি স্কুল জেলার মধ্যে ৭৬৫ টিতে বর্ণ পৃথকীকরণ রহিত করা হয়। ১৯৬১-৬৪ র মধ্যে পূর্বের সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত ৩৬৫টি আরও অতিরিক্ত স্কুল জেলাতে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। এর ফলে পূর্বের সাত বছর সময় কালে যত স্কুলে পৃথকীকরণ তুলে দেয়া হয়েছিল তার চেয়ে এ ধরণের

স্কুলের সংখ্যা আরও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ কলেজ ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আসন গ্রহণের ফলে পাঁচ শ'র বেশি দক্ষিণাঞ্চলীয় সম্প্রদায়ের রেস্তোরা ও মধ্যাহ্ন ভোজ কেন্দ্রগুলিতে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা অবসানের গতি তরান্বিত হয়।

১৯৬১ সালে বাস পরিবহন ও অন্যান্য প্রান্তিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে শৃংখলা ও শান্তিপূর্ণ 'ফ্রিডম রাইটস' আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে আন্তঃ অঙ্গ রাজ্য বাণিজ্য কমিশন সকল আন্তঃরাজ্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বে-আইনী ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছর যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্ট সর্বসম্মতভাবে এই বে-আইনীকরণ অনুমোদন করেন এবং নিম্নোক্ত বক্তব্য দেন: "আমরা এই প্রশ্নের নিস্পত্তি করেছি যে, কোন অঙ্গ রাজ্যে অন্তঃ রাজ্য বা রাজ্য বহির্ভূত বর্ণগত পৃথকীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।"

"নাগরিক অধিকার বিপ্লব" নামে পরিচিত আন্দোলন ১৯৬৩ সালে এক নাটকীয় পর্যায় উপনীত হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় বৈষম্য-প্রধান শহর আলাবামার বার্মিংহাম-এ ব্যাপক কৃষ্ণাঙ্গ বিক্ষোভের পর প্রেসিডেন্ট কেনেডী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক টেলিভিশন ভাষণে বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদেরকে পরিপূর্ণ সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দানের ব্যাপারে জাতির নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। তিনি তখন ভোটদান, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও গণসুবিধাদির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কংগ্রেসের কাছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে ব্যাপক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। ২৮ শে আগস্ট দক্ষিণাঞ্চলীয় কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মীয় নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র-এর নেতৃত্বে দুই লাখেরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ওয়াশিংটনে লিংকন মোমোরিয়ালে এক আকর্ষণীয় বিক্ষোভ মিছিল করেন। এই মিছিল সমানাধিকার দাবীর প্রতি জাতির মনোযোগ বাড়িয়ে তোলে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক দশক কাল ধরে খৃষ্টান ধর্মীয় অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্বদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৪ সালে ডঃ কিং নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

অনেক খ্যাতনামা কৃষ্ণাঙ্গ লোককে উচ্চতর সরকারী পদে নিয়োগের মাধ্যমে কেনেডী প্রশাসন বর্ণসমতাকে আরো এগিয়ে দেন। এইরূপ

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয়োগ ছিল ফেডারেল হাউজিং ও হোম ফাইন্যান্স এজেন্সীর প্রধান হিসাবে রবার্ট সি, উইভার এবং কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের উন্নতির জন্য জাতীয় সমিতির প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা থার্গুড মার্শালকে ফেডারেল বিচারক হিসাবে দায়িত্ব দান। ডজন ডজন অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানকে প্রেসিডেন্টসিয়াল সহকারী থেকে রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৪ সালে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছিল। এতেই বিশ্বাস করার কারণ দেখা যায় যে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকতর ভালো চাকুরী এবং সরকারী পর্যায়ে আরো প্রভাব-শালী ভূমিকা পালনের প্রবণতা জোরদার হবে।

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তের দক্ষিণ

প্রেসিডেন্ট কেনেডী দায়িত্ব গ্রহণের তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্র কিউবার সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক ভিন্ন করে। ক্যাস্ট্রো সরকারের তরফে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা প্রচার, যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস কর্মচারীদেরকে হয়রানি এবং ল্যাটিন আমেরিকায় গেরিলা তৎপরতা চালাবার ব্যাপারে উৎসাহ দানের জন্য কিউবাকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা ইত্যাদির কারণে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কিউবার উদ্বাস্তুদের একটি গ্রুপ ক্যাস্ট্রো সরকারকে উৎখাতের ব্যর্থ প্রয়াসে তাদের দেশে (কিউবা) আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সৈন্য অংশ গ্রহণ না করলেও আমেরিকান সরকার উদ্বাস্তুদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দান করেছিলেন। যদিও এই আক্রমণের পরিকল্পনা আইজেনহাওয়ার প্রশাসনের শেষভাগে নেয়া হয়েছিল তবুও প্রেসিডেন্ট কেনেডি এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ তিনি এই অভিযান চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে গোটা পৃথিবী এই কথা জেনে শংকিত হয় যে ক্যাস্ট্রো সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিউবার মাটিতে গোপনে আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। সোভিয়েত কারি-

গর নিয়ন্ত্রিত এই সব ঘাঁটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলিতে আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম ছিল। যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে এই সব ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি বিলোপের দাবী জানায় এবং আক্রমণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে কিউবা অভিমুখী সকল জাহাজের গতি রোধ করে। ২০-০ ভোটে আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা সুপারিশ করেন যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি যেন কিউবার পক্ষে আক্রমণাত্মক অস্ত্রের সব গতি অবরোধ করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুই সাপ্তাহ ব্যাপী উত্তেজনাপূর্ণ অচলাবস্থার পর সোভিয়েত সরকার তার ঘাঁটি ভেঙ্গে দিতে এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হন।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আনুষ্ঠানিকভাবে "প্রগতির জন্য মৈত্রী" একটি প্রস্তাব করেন। ল্যাটিন আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় দশ বছর সময় সীমার মধ্যে অন্যান্য দেশ সহ যুক্তরাষ্ট্র, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং বেসরকারী উৎসগুলি ২০০০ কোটি ডলার অনুদান ও ঋণ দেবে।

আগষ্ট মাসে উনিশটি ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র এই মৈত্রী সনদ অনুমোদন করে এবং তাদের জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ও কর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। রাস্তা, বাড়ী ঘর ও স্কুল নির্মাণে, স্বাস্থ্য ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে, ক্ষুদে কৃষকদের ঋণদানে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য মৈত্রী তহবিল ব্যয় করা হয়। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট কেনেডী যখন ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া সফর করেন তখন তিনি এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখেন। এই দুই দেশ তখন ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বন্টন শুরু করেছিল।

আফ্রিকায় নয়া রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আটলান্টিকের অপর পাড়ে আফ্রিকার জনগণ পৃথিবীর রাষ্ট্র পরিবারে যোগদান করেছিলো। ১৯৫৬ সালে সুদান, মরক্কো

এবং তিউনিসিয়া এবং ১৯৫৭ সালে ঘানাসহ ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে ৩০টি আফ্রিকান রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এই নতুন রাষ্ট্রগুলিকে স্বাগত জানান, এদের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে আমেরিকা যেন তার নিজের অতীতকে স্মরণ করছিলো। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আমলে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এডলাই ই, স্টিভেনসন নতুন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির তরফ থেকে বিশ্ব সংস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেন।

স্টিভেনসন প্রথমে যে কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশ এঙ্গোলায় বর্ণগত বিশৃংখলা সম্পর্কে জাতি-সংঘের একটি তথ্যানুসন্ধানের জন্য আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির উদ্যোগে যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দান করা। প্রকাশ্য এবং গোপন উভয় ভাবেই যুক্তরাষ্ট্র পর্তুগালকে তাঁর আফ্রিকান ভূখণ্ডগুলির আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়ার আবেদন জানায়। রাষ্ট্রদূত স্টিভেনসনও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের বর্ণবৈষম্য নীতি ত্যাগ করার আবেদন জানান এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ থেকে এই দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা) অস্ত্র বিক্রয় বা রপ্তানী না করার জন্য এক জাতিসংঘ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দেন।

১৯৬০ সালে বেলজিয়াম থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর কঙ্গো প্রজা-তন্ত্রে যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তা নতুন আফ্রিকার ব্যাপারে জাতিসংঘকে এক জটিল দুরূহ সমস্যায় নিক্ষেপ করে। প্রথমে আইন শৃংখলা পুনরুদ্ধার ও জনজীবন রক্ষা এবং পরে ১৯৬১ সালের দিকে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ কাতাঙ্গা প্রদেশকে দেশের অবশিষ্টাংশের সাথে পুনএকত্রীকরণে সহায়তা করার জন্য প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাসাভুবুর অনুরোধে কাঙ্গোতে জাতিসংঘ বাহিনী গমন করে।

কিছু সংখ্যক আমেরিকান নাগরিক কাতাঙ্গায় জাতিসংঘের সামরিক তৎপরতাকে কাঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত হস্তক্ষেপ হিসাবে সমা-লোচনা করলেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে দেশের (কাঙ্গো) অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক সংকটের একমাত্র কার্যকর জবাব হিসেবে কাঙ্গোকে একত্রীতকরার

ব্যাপারে জাতিসংঘের লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন দান করেছিলেন। এই লক্ষ্যে জাতিসংঘের তৎপরতায় নগদ অর্থ, খাদ্য ও সেবার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ১৭ কোটি ডলার দান করে। ১৯৬৩ সালের দিকে ঐক্যবদ্ধ একটি কাঙ্গো প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

১৯৬৪ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দেয় মোট ১৫০ কোটি ডলারেরও বেশি সাহায্য আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশকে ঋণ ও অনুদান এবং ব্যাপক খাদ্য সাহায্য হিসাবে দেয়া হয়। ঋণগুলি প্রধানতঃ দেয়া হয়েছিল, বিদ্যুৎ শক্তি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও স্বাস্থ্যগত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য এবং সরাসরি অনুদানগুলি প্রধানত: শিক্ষা ও কৃষির জন্য দেয়া হয়েছিল। আলজেরিয়া, দাহমী, হথিওপিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, সুদান তানজানিয়া এবং তিউনিসিয়াতে আমেরিকান খাদ্যশস্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে আংশিকভাবে মজুরী হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং এর সাহায্যে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়। শত শত আমেরিকান ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক এবং কারিগরী বিশেষজ্ঞ তাদের সেবা দানের জন্য আফ্রিকা গমন করেন।

অব্যাহত আন্তর্জাতিক উত্তেজনা

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গভীরতর আভ্যন্তরীণ গেরিলা আক্রমণের ফলে লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিদ্যমান সরকারগুলি হুমকির সম্মুখীন হয়। লাওস সংঘর্ষের একটি সমাধান সন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রসহ চৌদ্দটি রাষ্ট্র জেনেভায় এক বৈষ্ঠকে মিলিত হয়। তের মাস ব্যাপী আলোচনার পর, যে সময় একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কার্যকর হয়েছিল, তারা বিভিন্ন উপদলের নেতৃত্ব দানকারী লাওসীয় যুবরাজদের প্রতি একটি নিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে একমত হয়।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবশ্য আমেরিকান সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের প্রতি অনুগত নাগরিকদের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাস

মূলক অভিযান চালাবার কাজে স্থানীয় দক্ষিণ ভিয়েতনামী লোকদের সাথে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে যোগ দেয়ার ফলে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। সায়গন সরকারের অনুরোধে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রশিক্ষণে সহয়তা করার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী সেখানে আমেরিকান সামরিক অফিসারদের প্রেরণ করেন। যেসব ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ট নেতা হো-চি-মীনকে সমর্থন করতো তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কারের উদ্দোগ গ্রহণের জন্য যুক্তারষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদেরকে উৎসাহিত করে।

এদিকে ১৯৬১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদা নিয়ে নতুন একটি সংকট সৃষ্টি করেন। তিনি হুমকী দেন যে, পূর্ব জার্মানীর সাথে পৃথক একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন যার ফলে বিদ্যমান চতুর্শক্তি চুক্তির অধীন আমেরিকা বৃটেন এবং ফ্রান্সের পশ্চিম বার্লিনে যাওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, তার অবসান ঘটবে। তিনশক্তি জবাব দেয় যে, কোন একতরফা চুক্তি পশ্চিম বার্লিন শহরে অবাধে প্রবেশের স্বাধীনতা সহ সেখানে তাদের দায়িত্ব পালন ও অন্যান্য অধিকার খর্ব করতে পারেন।

এই সংকটে আতংকিত হয়ে পূর্ব জার্মানবাসীরা অধিকতর সংখ্যায় পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে আসতে থাকে। একমাত্র জুলাই মাসেই এরূপ পলায়নকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় তিরিশ হাজার। আগষ্টের ১৩ তারিখে আকস্মিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মাঝখানে দেয়াল তৈরি করে। এবং পূর্ব জার্মানীর অধিবাসীদেরকে গায়ের জোরে আটক করে। মিত্র শক্তির তরফ থেকে পশ্চিম বার্লিনে গমনের অধিকার বজায় রাখার দৃঢ় সংকল্পের মুখে সোভিয়েত সরকার পূর্ব জার্মানীর সাথে কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা ছাড়াই বর্ষ শেষের সময় সীমা অতিক্রান্ত হতে দেয়।

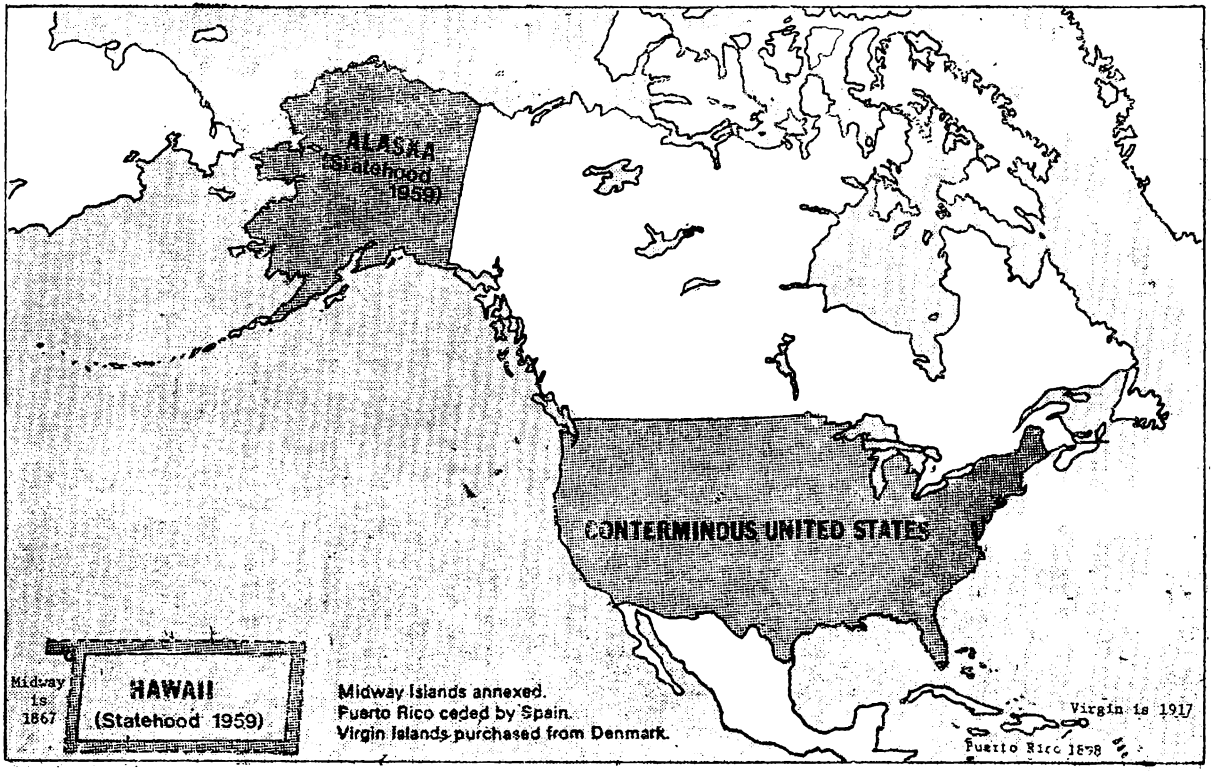
ALASKA
(Statehood 1959)
CONTERMINOUS UNITED STATES
HAWAII
(Statehood 1959)
Midway is 1867
Midway Islands annexed.
Puerto Rico ceded by Spain.
Virgin Islands purchased from Denmark.
Virgin is 1917
Puerto Rico 1898

বিশ্ব শান্তির প্রচেষ্টা

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডী বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে শান্তি বাহিনী "পিসকোর" নামে এক বৈপ্লবিক ধারণা ভিত্তিক প্রকল্প শুরু করেন। এই কর্মসূচীর আওতায় সারা বিশ্ব জুড়ে উন্নয়নগামী দেশগুলিতে সেবা দানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদেরকে তালিকাভুক্ত করা হয়। তরুণ আমেরিকানরা বিশেষভাবে এই কর্মসূচীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নার্স, জরিপকারী, শিক্ষক, যন্ত্র কৈশলী, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও কৃষি সাহায্যকারী হিসাবে তাদের মেধাকে নিয়োগ করেন। শান্তি বাহিনী বিদেশে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায় থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বর্ধিত করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও শান্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

কেনেডীর কার্যকালের বছরগুলিতে সীমিতভাবে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। তিন বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে মহাশূন্যে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার যে বিরতি ঘোষণা করেছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউ-নিয়ন ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে ঘোষণা করে যে, সে বায়ু মণ্ডলে আবার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করবে। উল্লেখযোগ্য যে এই মাসেই বার্লিন দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন বায়ুমণ্ডলে একের পর এক পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করে। এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাপক তেজস্ক্রিয় ভস্ম উৎপন্ন হয় এবং এর ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে ভবিষ্যৎ বংধরদের বংশধারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

বিরতি ভঙ্গ করা স্বত্তেও প্রেসিডেন্ট কেনেডী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থাসহ একটি চুক্তি স্বাক্ষরের আবেদন জানান। এই তদারকি ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা যাবে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র অনিচ্ছা স্বত্তেও ঘোষণা করে যে, কার্যকর প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বায়ু মণ্ডলে পরীক্ষা পুনরায় শুরু করা ছাড়া তার আর কোন বিকল্প নেই। একই

সংগে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি বিশেষ অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে এবং পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সম্পাদনের ভিত্তিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা অবসানের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেটেব্রটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, তখন উপরোক্ত প্রচেষ্টাসমূহের সুফল পাওয়া যায়। এই বছরের শেষ নাগাদ ১০৭ টি রাষ্ট্র এই চুক্তি সমর্থন করে। যে ধরনের প্রত্যক্ষ তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে এই ধরনের বিস্ফোরণ (ভূগর্ভস্থ) চিহ্নিত করা সম্ভব সে ধরনের তদারকি সোভিয়েত ইউনিয়ন অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে ভূগর্ভস্থ পরীক্ষার (আণবিক) বিষয়টি ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

অনেক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, কিউবায় যে ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের ফলে পৃথিবী আণবিক যুদ্ধের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল, তার মধ্যেই সোভিয়েত সরকারের আংশিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ মেনে নিতে রাজী হওয়ার কারণ নিহিত। আকস্মিক দূর্ঘটনা বা ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে আণবিক যুদ্ধ শুরু হবার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আরও একটি প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে জনপ্রিয়ভাবে হটলাইন বলে পরিচিত সরাসরি টেলিফোন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আকস্মিক যুদ্ধ কিংবা বায়ুমণ্ডল দূষণের বিরুদ্ধে এই সব নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্কের নতুন ধারা প্রকাশ পায়। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনসহ আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বিখ্যাত ভাষণে প্রেসিডেন্ট কেনেডী স্নায়ুযুদ্ধের বরফ গলানোর প্রস্তাব দেন।

তিনি বলেন, "আমাদের কার্যকলাপ এমনভাবে চালাতে হবে যাতে যথার্থ শান্তির ব্যাপারে সম্মত হওয়া কমিউনিস্টদেরও স্বার্থের অনুকূল হয়। তাছাড়া আমাদের জরুরী স্বার্থগুলিকে রক্ষা করতে গিয়ে আণবিক ক্ষমতাধর জাতিগুলিকে সেসব মুখোমুখি সংঘাত পরিহার করতে হবে যা একটি অপমানজনক পশ্চাদপসরণ কিংবা আণবিক যুদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে যে

কোন একটিকে বেছে নেয়ার মতো প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এই লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য আমেরিকান অস্ত্রসমূহ কোনরূপ উস্কানী বর্জিত, সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রিত, প্রতিরোধক হিসাবে পরিকল্পিত এবং নির্বাচিত লক্ষ্যে ব্যবহারে সক্ষম। আমাদের সামরিক শক্তি শান্তির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে সুশৃঙ্খল . . . . বিশ্ববাসী জানে যুদ্ধ শুরু করবে না। উপসংহারে প্রেসিডেন্ট বলেন আমেরিকা তার শক্তি পরিচালিত করছে, "ধ্বংসের রণকৌশলের দিকে নয় বরং শান্তির রণকৌশলের দিকে।"

জনসনের যুগ

১৯৬৩ সালের ২২ শে নভেম্বর টেক্সাসের ডালাসে আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর বৈদেশিক ক্ষেত্রে শান্তির অন্বেষা এবং সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে নিয়োজিত প্রেসিডেন্ট কেনেডীর উদ্দীপনাপূর্ণ ব্যক্তিগত ভূমিকার আকস্মিক অবসান ঘটে। সারা পৃথিবী যখন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত তখন কেনেডীর মনোনীত ভাইস প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসনের হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

কংগ্রেসের কাছে প্রদত্ত তার প্রথম ভাষণে প্রেসিডেন্ট জনসন এমন দুইটি প্রধান আভ্যন্তরীণ কর্মসূচী দ্রুত পাশ করার আবেদন জানান যা প্রণয়নে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সহায়তা করেছিলেন। প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক যে নাগরিক অধিকার বিল প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয়, তা ছিল বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এ যাবৎ গৃহীত সবচেয়ে জোরালো ফেডারেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একটি কর হ্রাসকরণ বিলের সাহায্যে ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সংস্থার কর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিলটি ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে আইনে পরিণত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ভোক্তাদেরকে ব্যয় করার জন্য অধিকতর পরিমাণ নগদ অর্থ এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলিকে বিনিয়োগও সম্প্রসারণের জন্য অধিকতর অর্থ দানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং বেকারত্ব হ্রাস করা।

সামরিক ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস এবং সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় কঠোরতর মিতব্যয়ীতা ঘোষণার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জনসন কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সমর্থন লাভ করেন। এই সব সঞ্চয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ "দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, আমেরিকান পরিবারগুলির প্রায় এক পঞ্চমাংশের বার্ষিক আয় তিন হাজার ডলারের কম যা অধিকাংশ আমেরিকানরা যে স্বচ্ছন্দ ভোগ করে তার চেয়ে অনেক নিম্ন পর্যায়ের। কম সুযোগ প্রাপ্ত জনগণের জীবন যাত্রার মানকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিবিড়তম শিক্ষা, কর্মপ্রশিক্ষণ, নয়া শিল্প এবং উন্নত জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলিকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে জনসন সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলিকে সমন্বিত করার প্রস্তাব দেন।

বৈদেশিক ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁর প্রশাসনের শুরুতে কংগ্রেসের প্রতি ভাষণে বলেছিলেন, "এই জাতি দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে পশ্চিম বার্লিন পর্যন্ত তার সব অঙ্গীকার রক্ষা করবে। শান্তির অন্বেষায় আমরা হবো বিরামহীন, এমনকি যাদের সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে তাদের সাথেও ঐক্যমতে পৌঁছার চেষ্টায় আমরা ঐকান্তিক হবো, এবং যারা সাধারণ স্বার্থে আমাদের সাথে যোগ দেবেন তাদের প্রতি আমরা হবো উদার ও বিশ্বস্ত।"

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে জনগণ জনসনকে এ যাবত কালের যে কোন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীর চেয়ে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট দেন এবং এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে তিনি ক্ষমতাসীন হন। পরবর্তী মার্চ মাসে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লক্ষ্যসমূহ ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যিনি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন অথবা যিনি আড়ম্বড়ের সন্ধান করেছেন অথবা আধিপত্য সম্প্রসারণ করেছেন আমি সে রকম প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। আমি সে রকম প্রেসিডেন্ট হতে চাই যিনি তরুণ ছেলেমেয়েদেরকে পৃথিবীর বিস্ময়গুলির ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি এমন প্রেসিডেন্ট হতে চাই যিনি ক্ষুধার্তদের আহারের সংস্থান করে তাদেরকে করভোক্তা

থেকে কর দাতায় পরিণত করতে সহায়তা করেন। আমি সেরূপ প্রেসিডেন্ট হতে চাই যিনি দরিদ্রদেরকে তাদের নিজের পথ খুঁজে নিতে সহায়তা করবেন এবং প্রত্যেক নির্বাচনে ভোট দিতে পারার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করবেন। আমি এমন প্রেসিডেন্ট হতে চাই যিনি তাঁর জনগণের মধ্যে পারস্পারিক ঘৃনা অবসানে সহায়তা করবেন সকল বর্ণ, ধর্ম ও দলের লোকদের মধ্যে ভালবাসা বা প্রীতির ভাব সৃষ্টি করবেন। আমি এমন প্রেসিডেন্ট হতে চাই যিনি এই পৃথিবীর ভাতৃবৃন্দের মধ্যে যুদ্ধ অবসানে সহায়তা করবেন।"

জনসন প্রশাসন অবশ্য ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে সামরিক তৎপরতার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী বাড়ানো হয়। তারপর ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় ডোমিনিকান বিবাদমান উপদলগুলির মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য পাঠানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা একটি আন্তঃ আমেরিকান শান্তি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে। এই বাহিনী আমেরিকান বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে এক তরফা হস্তক্ষেপকে বহুপক্ষীয় তৎপরতায় পরিণত করে। উত্তেজনা প্রশমন এবং জুন মাসের নির্বাচনের পর সেখান থেকে সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়।

ভিয়েতনামের কাহিনী ছিল ভিন্ন তাঁর শাসনকাল শেষ হবার পূর্বেই প্রেসিডেন্ট জনসন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংঘাতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি লোক নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসের পূর্বে অর্থাৎ যুদ্ধের প্রশ্নে জনসন তাঁর নিজের পার্টির ভেতর থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনায় বসতে রাজী হয় নি।

আভ্যন্তরীণ কর্মসূচীতে রেকর্ড পরিমাণ ব্যয় এবং গড়পড়তা পারিবারিক আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সাথে যুদ্ধের ব্যয় যুক্ত হয়ে জাতীয় অর্থনীতির উপর গুরুতর মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে। এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আরও পরবর্তী বছরগুলির পর এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুতর চাপ।

১৯৬৪ সালের এক ডলারের তুলনায় ১৯৬৮ সালের একটি ডলার দশ সেন্ট মূল্যের কম পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারতো। এবং বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা ২·৫ ভাগে উন্নিত হয়। বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পায় বটে তবে কল্যাণমূলক সহায়তা লাভকারী লোকের সংখ্যা বিশেষতঃ বড় বড় শহরগুলিতে অব্যাহতভাবে বেড়ে যায়।

রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের কাছে জনসন প্রশাসনের বছরগুলি ছিল একটি সৌভাগ্যের যুগ; যদিও আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভয়ানক ঘাটতি এবং তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ মজুদ হ্রাসের কারণে গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। এই লেনদেন ঘাটতির জন্য অবশ্য অংশতঃ দায়ী ছিল বিদেশে বর্ধিত পরিমাণ আমেরিকান বিনিয়োগ, বিদেশে আমেরিকাদের অধিকতর ব্যয়, অধিকতর পরিমাণ বিদেশী পণ্য ক্রয় এবং দেশের অভ্যন্তরে উচ্চতর পরিমাণ আয়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত যে বিরাট অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়, তা কার্যতঃ ছিল আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক এবং এই অগ্রগতিই জাতির অর্থনৈতিক সমস্যাবলী উত্তরণে সহায়তা করে।

এই বছরগুলিতে সামাজিক আইনের ক্ষেত্রেও বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়। আমেরিকার ইতিহাসে যে কোন তুলনীয় সময়ের চেয়ে এই সময় কংগ্রেস অধিক সংখ্যক নাগরিক অধিকার আইন পাশ করে। এই সময় কংগ্রেস আরো একবার সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা উন্নীত করে। ১৯৬৫ সালে জনসন যখন বয়স্কদের জন্য একটি মুনাফাহীন স্বাস্থ্য বীমা চালু করার লক্ষ্যে চিকিৎসা কর্মসূচীকে আইনে পরিণত করেন, তখন তা সামাজিক আইনের ক্ষেত্রে এই দেশে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। কংগ্রেস নাগরিক বৈষম্য মূলক ব্যবস্থার জবাব হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করে। এই কৃষ্ণাঙ্গরা কিছু সংখ্যক দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গ রাজ্যের বৈষম্য মূলক স্বাক্ষরতা পরীক্ষা দিতে বাধ্য ছিল। কংগ্রেস এবং রাজ্যগুলি ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্রের চব্বিশতম সংশোধনী অনুমোদন করে। এ আইনের সাহায্যে কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দানের জন্য যে কোনো রাজ্যে ভোটকর বজায় রাখা নিষিদ্ধ করা হয়।

এইসব ভোটাধিকার ব্যবস্থা আইনে পরিণত হওয়ার এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রথম দাঙ্গাটি শুরু হয়, যে দাঙ্গা একের পর এক অনেক আমেরিকান শহরকে ক্ষত-বিক্ষত করে। ছয় দিনে পয়ত্রিশ ব্যক্তি নিহত ও শত শত বাড়ী ঘর ধ্বংস হয়। যুগের পর যুগ ধরে সামাজিক উপেক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্যের পর তাদের বিবেচনায় মন্থর ও অসম অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ এবং জঙ্গী-দের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা শিকাগো, ক্লিভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট, নেওয়ার্ক, এবং আরও অনেক অনেক জায়গায় হিংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী শহর অগ্নিকাণ্ড, দাঙ্গা ও লুটপাটে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এটা ছিল জাতীয় শীর্ষস্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের হত্যার আবেগ তাড়িত প্রতিক্রিয়া। তিনি টেনেসী রাজ্যের মেমফিসের এক হোটেলের ব্যালকনীতে দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে নিহত হন।

কিং-এর মৃত্যুর দুই মাস পর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন লাভের প্রচারণা চালাবার সময় প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ভাই সিনেটর রবার্ট এফ. কেনেডী লস এঞ্জেলেসের একটি হোটেলে এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। পরে সেই গ্রীষ্মকালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় কনভেনশনে যুদ্ধ বিরোধী সক্রিয় কর্মী এবং শিকাগো পুলিশের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে।

আমেরিকায় যে গভীর পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল অস্থিরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে তার আভাস পাওয়া যায়। ব্যাপক গণসমাজ ও বৃহত্তর সরকারের নৈর্ব্যাক্তিক চরিত্র সম্পর্কে ক্রমাগত বেশি সংখ্যক আমেরি-কান অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং তাদের লিঙ্গগত পরিচয়, জাতিগত পটভূমি, বংশধারা কিংবা জীবন পদ্ধতির কারণে অব্যাহতভাবে তারা বৈষম্যের শিকার হওয়ার ফলেও অসন্তোষ বাড়ে। ১৯৬০-এর দশকে তাই মনোভঙ্গী, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, মূল্যবোধ এবং এমনকি পোষাক ও আচর-নের ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন সূচিত হয়।

নাটকীয় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে এপোলো-৮ মহাশূন্যযানে নভোচারী ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লোভেল এবং উইলিয়াম এণ্ডারস্‌কে চন্দ্রের কক্ষপথে নিয়ে যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে যাবার দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁরা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে (তিন লক্ষ ৬৮ হাজার কিঃ মিঃ এরও বেশি) গমন করেন এবং ইতিহাসে আর যে কোন ব্যক্তির তুলনায় দ্রুতগামী (ঘন্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিঃ মিঃ গতিতে) ব্যক্তি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বড় দিনের সময় চন্দ্রের চারপাশে পরিক্রমণের পর এপোলোর চালকরা ২৭শে ডিসেম্বর ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পুনরুদ্ধার এলাকায় সুনির্দিষ্ট অবতরণ সম্পন্ন করেন। এই ঘটনা এবং ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে উত্তর কোরিয়া কর্তৃক তার উপকূলীয় অঞ্চলে আটক আমেরিকান জাহাজ পুয়েবলোর নাবিকদেরকে মুক্তি জনসনের কার্যকালের শেষ সপ্তাহগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলে।

নিক্সন-ফোর্ডের নেতৃত্ব

১৯৬৯ সালের ২০ শে জানুয়ারী রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের সাইত্রিশতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। আলাবামা অঙ্গ রাজ্যের প্রাক্তণ গভর্ণর জর্জ সি ওয়ালেস্‌ সহ তিনজনের এক প্রতিযোগীতায় রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী নিক্সন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী এবং জনসন প্রশাসন আমলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুবার্ট এইচ, হামফ্রেকে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

আইজেনহাওয়ার প্রশাসনের আমলে দুই দফা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন বলে নিক্সন হোয়াইট হাউসে নবাগত ছিলেন না। ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট জন এফ, কেনেডীর সাথে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিযোগীতার সময় প্রদত্ত মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটের মধ্যে তিনি একলক্ষ ১৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন। দুই বছর পরে তিনি যখন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের গভর্ণর হওয়ার প্রচারণায় নেমে হেরে যান,

তখন তার রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত হলো বলে অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছিলেন। আইন ব্যবসা করার জন্য নিক্সন নিউইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন। সেখানে কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছাড়াই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে তাঁর শক্তি সংহত করেন।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিক্সন বৈদেশিক ঘটনাপ্রবাহের উপর অগ্রাধিকার দান করেন এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পুনর্বিন্যস্ত করেন। যে সব মূলনীতির দ্বারা তাঁর প্রশাসন পরিচালিত হবে, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে সে সব নীতির রূপরেখা তিনি তুলে ধরেন। নিম্নোক্ত কথাগুলির সাহায্যে তিনি "নিক্সন ডকট্রিন" ব্যাখ্যা করেন ঃ

"এর (এই ডকট্রিনের) মূলনীতি হলো যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ও বন্ধুদের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু পৃথিবীর সব স্বাধীন বা মুক্ত জাতি সমূহের সব পরিকল্পনার ছক নির্ধারণ. সকল কর্মসূচী প্রণয়ন, সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সব প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারবে না এবং তা করবেও না। আমরা সেখানেই সাহায্য করবো, যেখানে তা বাস্তব সুস্পষ্টতা সৃষ্টি করবে এবং যা আমাদের স্বার্থানুকূল বিবেচিত হবে।"

তার প্রচারাভিযানের সময় নিক্সন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফলে তিনি ধীর কিন্তু অবিচলভাবে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করেন, যদিও জোরালো সামরিক প্রচারণা তিনি অব্যাহত রেখে ছিলেন এবং আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির চেষ্টা চালিয়েছিলেন। অধিকাংশ আমেরিকান নিক্সনের ধীর প্রত্যাহার নীতির প্রতি সমর্থন দান করেছিলেন বলে মনে হলেও ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোক এই যুদ্ধের আশু অবসান চাচ্ছিলেন। এই ভিন্নমত পোষণকারীরা শান্তি বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করছিলেন। এই শান্তি বিক্ষোভ প্রায়ই ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাধিত হয় এবং দুই মাস পর শেষ আমেরিকান যুদ্ধরত সৈনিকটিও ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে আসে। ভিয়েতনামীদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্য চলতে থাকে। এই যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের ফলে দেশের

সাতান্ন হাজার সৈনিক নিহত হয়, তিন লাখেরও বেশি হয় আহত এবং ১৩৫০০ কোটি ডলার খরচ হয়।

তার কার্যকালের প্রথম মেয়াদে নিক্সন গণ প্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। যুক্ত-রাষ্ট্রের পঁচিশ বছর ব্যাপী নীতির মোড় পরিবর্তন করে তিনি চীনের সাথে অর্থনৈতিক, বাণিজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ অনুমোদন করেন এবং ১৯৭২ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এই দেশে ব্যক্তিগত সফরের মাধ্যমে এই নীতি তুলে ধরেন। নিক্সন একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অধিকতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও সেদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমন করেন। এবং মস্কোতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে নাটকীয় রূপদান করেন। এই নীতি দুই দেশকে এ্যান্টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি এবং আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রের সীমিত করার জন্য ১৯৭২ সালে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সহায়তা করে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিক্সণের কাজগুলি ছিল আপাতঃ বিরোধী। সামাজিক নিরাপত্তা আইনের আওতায় তিনি কল্যাণমূলক কাজ বৃদ্ধি করেন, স্বল্প ও মাঝারী আয়ের পরিবারগুলির জন্য ফেডারেল ভর্তুকি প্রদত্ত বাড়ীর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন এবং শিক্ষার জন্য ফেডারেল সহায়তা বর্ধিত করেন। একটি রাজস্ব অংশীদারিত্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ফেডারেল অর্থের একটি অংশ অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলিকে বন্টনের ভিত্তিতে তিনি কেন্দ্রমুখী প্রবণতার প্রতি নতুনভাবে মোড় পরিবর্তন করেন। অন্যদিকে দূষিত পানির লাইন শোধন গণপূর্ত কাজ নির্মাণ এবং যে সব মায়েদের কাজ করতে হয়, তাদের স্কুলে যাওয়ার কম বয়সী শিশুদের তত্ত্বাবধান কেন্দ্র স্থাপনের বিল তিনি নাচক করে দেন। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের তরফ থেকে ফেডারেল সরকারের তৎপরতার উপরও তিনি কম গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয় এবং অন্যান্য ফেডারেল কর্মসূচীতে অব্যাহত ব্যয় নির্বাহের কারণে পৃথিবীতে ডলারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। ১৯৪৪ সালের পর থেকে আমেরিকার আর্থিক নেতৃত্ব ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিনিময়

ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য ঘটনা সহ এই পরিস্থিতির কারণে ভেঙ্গে পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন মজুরী ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কিন্তু অর্থ-নীতিতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থাকে।

নিক্সনের প্রথম দফা কার্যকাল মেয়াদের সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ছিল ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই নভোচারী নীল আর্মস্টং ও এড-উইন অলড্রিন-এর চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ। এ সময়ে মাইকেল কলিন্স চন্দ্রের কক্ষ পথে থেকে এপোলো-১১ অভিযানের মূল যানটি পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের চন্দ্রযান নিয়ে অবতরণ করার পর আর্মস্টং ও অলড্রিন সেখানে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করেন, চন্দ্রের শিলা ও অন্যান্য নমুনা গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আনার জন্য সংগ্রহ করেন। তারা একটি আমেরিকান পতাকা এবং "আমরা সকল মানব জাতির শান্তির জন্য এসেছিলাম" লেখা সম্বলিত একটি ফলকও সেখানে প্রোথিত করেন।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ মিশ্র কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭২ সালের নির্বাচনে অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী ও দক্ষিণ ডাকোটা থেকে নির্বাচিত সিনেটর জর্জ ম্যাকগর্ডন এর সম্মুখীন হন। এই নির্বাচনে প্রথম বারের জন্য যখন আঠারো বছর বয়সীরা ভোট দিতে পেরেছিল, সেই নির্বাচনের দিনে নিক্সন উনপঞ্চাশটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে মোট ভোটের শতকরা ৬০°৬ লাভ করেন। ভোট লাভের এই হার ছিল আমেরিকার ইতিহাসের সর্বাধিক হারগুলির অন্যতম। স্ব বিরোধী ব্যাপার হলো এই যে ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালের মতো দেশ আবারো ডেমোক্রেটিক দলের প্রাধান্য ভিত্তিক একটি কংগ্রেস নির্বাচিত করে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় ঘটে সবচেয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটি তাহলো ওয়াশিংটন শহরে অবস্থিত ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় প্রধান দপ্তর ওয়াটার গেট এপার্টমেন্টে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রচারণা কমিটির সদস্যদের নির্দেশে সংঘঠিত হয় সিধেল চুরির প্রচেষ্টা। এই ঘটনা এক গুরুতর জাতীয় সংকট সৃষ্টি করে। ১৯৭৩ সালে সংবাদপত্র, রাজনীতি-

বীদ ও নিক্সনের প্রাক্তন সহকারীদের তরফ থেকে নিক্সন প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ জোরদার হয়ে উঠে। কংগ্রেস, একটি ফেডারেল গ্র্যাণ্ড জুরী এবং বিশেষভাবে স্বাধীন ফেডারেল আইনজীবির তল্লাসীতে জানা যায় যে, নিক্সন প্রশাসনের অত্যন্ত উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিরা ১৯৭২ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী প্রচারণাতে নাশকতামূলক কাজ চালাবার প্রচেষ্টায় আইনের স্বাভাবিক বিধানগুলি লংঘন করেছিলেন। অপরাধগুলির মধ্যে অবৈধ চাঁদা আদায়, অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ চেপে রাখা, ব্যক্তিগত নাগরিক অধিকার লংঘন, অবৈধভাবে ফেডারেল সংস্থাগুলিকে ব্যবহার এবং গ্র্যাণ্ড জুরী ফেডারেল অনুসন্ধান ব্যুরো ও কংগ্রেসনাল কমিটির সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দান ইত্যাদিও যুক্ত ছিল।

প্রথমে কেবল অবস্থা ঘটিত প্রমাণের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জড়ানো হয়েছিল, কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট যখন প্রেসিডেন্টের অফিসে আলাপ আলোচনার টেপরেকর্ড হস্তান্তর করতে বলেন, তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যথার্থ কর্তৃপক্ষকে ওয়াটার গেট চুরি সম্পর্কিত তথ্য জানাতে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জানতেন, যদিও তিনি তা প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৯ই আগষ্ট সুনিশ্চিত অপবাদ এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে সম্ভাব্য ইমপিচমেন্টের মুখোমুখী হয়ে আমেরিকার ইতিহাসে নিক্সনই হলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি পদত্যাগ করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো এগনিউর পদত্যাগের মাত্র দশ মাস পর প্রেসিডেন্ট নিক্সন পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাথে সম্পর্কহীন আরেকটি ব্যাপারে তল্লাসী করতে গিয়ে একজন ফেডারেল আইন প্রতিনিধি প্রমাণ উৎঘাটন করেন যে, সরকারী উচ্চপদে আসীন থাকার সময় এগনিউ ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন। আদালতে সরকারের ঘুষ মামলাটির বিরুদ্ধে লড়ার চেয়ে এগনিউ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং অপেক্ষাকৃত আরো একটি কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ অর্থাৎ জালিয়াতিপূর্ণ করের হিসাব দানের অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি করা থেকেও বিরত থাকেন।

শাসনতন্ত্রের চব্বিশতম সংশোধনীর নির্দেশিত পথে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ পূরণের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন মিশিগানের গ্র্যাণ্ড র‍্যাপিড-এ জেরাল্ড আর. ফোর্ডকে মনোনীত করেন। প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু রিপাবলিকান পার্টির নেতা ফোর্ড ছিলেন পঁচিশ বছর ধরে সেবাদানের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন কংগ্রেস সদস্য এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক সহকর্মীদের মধ্যে সমভাবে তার ছিল এক সুদৃঢ় অবস্থান। ব্যাপক শুনানির পর কংগ্রেসের উভয় কক্ষই নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেরাল্ড আর, ফোর্ডকে অনুমোদনের পক্ষে বিপুলভাবে ভোট দান করেন।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ফোর্ড

রিচার্ড নিক্সনের পদত্যাগের পর জেরাল্ড ফোর্ড যখন প্রেসিডেন্ট হন তখন তিনি "জনগণের প্রেসিডেন্ট হওয়ার" প্রতিশ্রুতি দেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের শূন্য পদ পূরণের উদ্দেশ্যে ফোর্ড দুইবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন প্রার্থী ও নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রাক্তন গভর্ণর নেলসন রকফেলারের নাম প্রস্তাব করেন। উভয় কক্ষে প্রয়োজনীয় ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেস এই প্রস্তাব অনুমোদন করে।

নতুন প্রেসিডেন্ট বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তীদের ব্যাপকভাবে অনুমোদিত নীতিগুলি চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাষ্ট্রের চিরাচরিত মিত্রদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পালনের কথা ফোর্ড পুনরাবৃত্তি করেন। এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সোভিয়েত নেতা লিউনিদ ব্রেজনেভের সাথে বৈঠকে বসার জন্য ব্লাডিভোস্টক সফর করেন। দুই নেতা উভয় দেশের কৌশলগত আণবিক অস্ত্র উৎক্ষেপণ পদ্ধতি সীমিত করণের ব্যাপারে আপাতঃপক্ষে ঐকামতে উপনীত হন। ১৯৭২ সালে কৌশলগত গুরুত্ব পূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ সম্পর্কে (সলট-২ নামে পরিচিত) যে আলোচনা শুরু হয় দুই শক্তির মাঝে সে আলোচনা ১৯৭৯-তেও চলতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১লা আগস্ট ফোর্ড এবং ব্রেজনেভ ও পূর্ব ও পশ্চিমের আরো পয়ত্রিশটি

দেশের নেতারা ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগীতা সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলে স্বাক্ষর করেন। অংশ গ্রহণকারীরা বা পরস্পরের সার্বভৌম সমতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন এবং নিজেদের ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্য মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দানে সম্মত হন।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন এবং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত থেকেও প্রেসিডেন্ট ফোর্ড যে সব অর্থনৈতিক সমস্যা গুরুতরভাবে দেশের সামনে উপস্থিত হয়েছিল সেগুলির প্রতি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নজর দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি তার প্রথম স্টেট অফ দি ইউনিয়ন ভাষণে আমেরিকান জনগণকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন "আমাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়" এবং যুক্তরাষ্টের জন্য একটি নয়া কর্মপন্থার তালিকা তুলে ধরেন। একটি ব্যাপক ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাথে যোগ দেয়ার জন্য ফোর্ড কংগ্রেসের প্রতি আবেদন জানান। কারণ এই কর্মসূচী অধিকতর অর্থনৈতিক তৎপরতা সৃষ্টি করবে এবং বেকারত্ব হ্রাস করবে, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রশাসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং বিদেশী শক্তির উৎসের উপর আমেরিকান নির্ভরতা হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি

দুঃসহ পর্যায়ে উপনীত বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির মতো দুই উপসর্গ সহ গুরুতর মন্দার অবস্থায় কার্যভার গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড বোধগম্য ভাবেই অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ভাষায় "অমিতব্যয়ী ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসের" সাথে তিনি এক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং জোরালোভাবে সরকারী ব্যয় হ্রাসের পক্ষে যুক্তি হাজির করেন।

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে যখন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন প্রেসিডেন্ট যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, তাঁর কার্যভার গ্রহণ কালের তুলনায় অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অনেক ভাল। যাহোক, এই সাফল্য অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই

নির্বাচকমণ্ডলী সম্ভবতঃ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ক্ষমা করার ব্যাপারে ফোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং ডেমোক্রেটিক দলের মনোনীত প্রার্থী ও জর্জিয়া রাজ্যের প্রাক্তন গভর্ণর জিমি কার্টারকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেন।

নির্বাচনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও এবং তাও অত্যন্ত সামান্য ভোটের ব্যবধানে অর্থাৎ শতকরা মাত্র ২ ভাগ ভোটে, এটা অনেকটা সুস্পষ্ট হয় যে, প্রেসিডেণ্ট হিসাবে জেরাল্ড ফোর্ডকে অনেকদিন স্মরণ রাখা হবে। কারণ রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি অনেক আমেরিকানের বিশ্বাস ও আস্থা তিনি এমন এক সময়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যখন ওয়াটারগেট কেলেংকারীর মতো ঘটনা জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঔদাসীন্য খুব বেশি ভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

জিমি কার্টারের কার্যকাল

জিমি কার্টার ছিলেন আমেরিকার রাজনৈতিক দিগন্তে নবাগত। তুলনামূলক অজ্ঞাত অবস্থা থেকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন জিমি কার্টার তার দুই বছর ব্যাপী প্রচারণার সময় কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিটি ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দানের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশকে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন। আমেরিকান রাজনীতির প্রধান ধারা থেকে যে সব লোক বাইরে থাকেন, কার্টার দৃশ্যতঃ তাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। এবং অগণিত বক্তৃতা ও সমাবেশে তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন, একজন "বাইরের লোককে" ওয়াশিংটনে পাঠাতে।

কার্টারের ধর্মীয় বিশ্বাসও বিরাট সংখ্যক আমেরিকানের মনে সাড়া জাগানো তন্ত্রীর মতো দাগ কেটেছিল। অন্যান্য আমেরিকান নেতাদের মধ্যেও গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাদের কেউই এর আগে ঐ বিশ্বাসগুলিকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সন্নিবেশিত করার ব্যাপারে এমন সফল হয় নি। এই নৈতিক আবেদন অনেকের কাছেই ছিল উদ্দীপনাময়।

যদিও অন্যান্যরা অবিশ্বাস করতে চায় যে একজন রাজনীতিবিদ কখনো "মিথ্যা বলেন না।"

প্রেসিডেন্ট কার্টারের কার্যকালের প্রথম বছরটি তাঁকে আমেরিকান রাজনীতির দৈনন্দিন বাস্তবতার মুখোমুখি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরিবর্তন সহ কল্যাণমূলক দিকে কংগ্রেস সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রশাসনিক সংশোধনী পাশ করেন। এর সাহায্যে কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় মজুরী ও করের হার উভয়ই বাড়ানো হয়। অন্যদিকে দ্রুত অনুমোদন লাভের আশায় তিনি কংগ্রেসের কাছে একটি ব্যাপক জ্বালানী কর্মসূচী প্রেরণ করেন। কিন্তু বিষয়টি কংগ্রেসের দীর্ঘ বিতর্কের বস্তুতে পরিণত হয়। তবে তার কার্যকালের দ্বিতীয় বছর শেষ হওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক গ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করার একটি বিলকে তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য করতে পারতেন। এটা ছিল তাঁর জ্বালানী সম্পর্কিত মূল সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অংশ এবং ফেডারেল সিভিল সার্ভিস পুর্নগঠনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার একটি পদক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যদিও অব্যাহতভাবে উন্নতি লাভ করছিল, তবুও অগ্রগতির হার যেন মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা পাঁচ ভাগের কাছাকাছি এসে আটকা পড়েছিল এবং বেকারত্ব ক্রমাগত অস্বস্তির উদ্রেক করেছিল। বিগত দশ বছর ধরে যে মুদ্রাস্ফীতি অবাধ্য সমস্যা হয়ে উঠেছিল তার আরও অবনতি ঘটে। মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কার্টার ব্যাপক কর্মসূচীর সূচনা করেন। এই কর্মসূচীতে মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও শ্রমিকদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগীতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমেরিকান ডলারকে শক্তিশালি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত আরেকটি উদ্যোগে কার্টার প্রশাসন অন্য তিনটি দেশের সহযোগীতায় তিন হাজার কোটি ডলারের একটি সমন্বিত বাজার মধ্যস্থতার সুযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানান এবং বহুমুখী বাণিজ্য আলোচনার জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মানবিক অধিকারের প্রতি মনোভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বলে ঘোষণা দিয়ে মিস্টার কার্টার অনেক কূটনীতিককে হতবাক করে দেন—এটাকে বলা হয় কার্টারের "মানবিক অধিকার ডকট্রিন বা মতবাদ"। এই নীতিকে কিছু সংখ্যক সরকারের তরফ থেকে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ নেতার তরফ হতে এটাকে স্বাগত জানানো হয়।

পানামা খাল চুক্তির অনুমোদনকেও তিনি তাঁর বিজয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ সালের পরেও এই খালের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়। যোজনার এক ধার ঘেষে যে ১০ মাইল দীর্ঘ সরু জায়গাটিতে এ খাল অবস্থিত সে জায়গাটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শাসিত হয়। কোন কোন আমেরিকান প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া করার প্রচেষ্টার অভিযোগ আনেন। প্রশাসনের অবস্থান ছিল এই যে, খাল পানামারই সম্পদ। তবে পানামা এর পরিচালনায় আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেবে। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে অত্যন্ত জোরালো লবিংয়ের পর প্রেসিডেন্ট সিনেটের প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করেন এবং ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী চীন-আমেরিকান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নয়া যুগ সূচিত হয়। ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সনের বেইজিং সফরের মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের পথে যে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল প্রায় সাত বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে পরিপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। একই সময় যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানস্থ জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্থায়ী শান্তি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার ব্যাপারে কার্টারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৯৭৯ সালের ২৬ শে মার্চ মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে মধ্য প্রাচ্য যুদ্ধের পুনঃপুনঃ আবর্তন সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এবং

ফিলিস্তিনীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাস ভূমির জটিল প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা চালাতে উভয় দেশই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট কাটিয়ে উঠাই ছিল কার্টারের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী বৈদেশিক নীতির সাফল্য। ব্যক্তিগত কূটনীতির এক বিরল প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি মিশরের আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের মেনাচেম বেগিন-এর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। তাঁদের দুজনের প্রথম আলোচনা হয় প্রেসিডেন্টর পার্বত্য অবকাশ কেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিডে এবং তারপর তিনি ব্যক্তিগতভাবে উভয় দেশ সফর করে ভেঙ্গে পড়া শান্তি আলোচনাকে পুনরায় চালু করেন।

১৯৮০ সালে অর্থাৎ তাঁর প্রশাসনের শেষ বছরে প্রেসিডেন্ট কার্টার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তিনি এবং সোভিয়েত চেয়ারম্যান যখন সল্ট্-চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তখন তাঁর আলোচনাকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ সম্পর্কিত সাত বছর ব্যাপী আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এই চুক্তি সিনেটের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন—এটা আমেরিকান নিরাপত্তা স্বার্থ সংরক্ষণ করবে কিনা এই প্রশ্নে সিনেটের অনেক সদস্য এই চুক্তির ব্যাপারে তাদের আপত্তি বা সংশয় প্রকাশ করে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন প্রেসিডেন্ট কার্টার এই চুক্তি নিয়ে আর বিচার বিবেচনা না করার জন্য সিনেটের প্রতি আবেদন জানান।

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে ইরানের জঙ্গীবাদীরা তেহরানস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস দখল করে এবং ৬০ জনের মতো আমেরিকানকে জিম্মি হিসাবে আটক করে। আটক আমেরিকানদের মুক্তিদানে ইরানকে রাজী করাতে না পেরে প্রেসিডেন্ট কার্টার একটি উদ্ধারকারী সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন। এই অভিযান ব্যর্থ হয়, যার ফলে ইরানের মরুভূমিতে বিমান বিধ্বংস হয়ে ৮ জন আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়। এক বছরের বন্দীদশার পরও আমেরিকান জিম্মিদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে কার্টারের ব্যর্থতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের একটি কারণ হিসাবে বিবেচনা করেন।

মূলত : অর্থনীতি ও জ্বালানী সম্পর্কিত গুরুতর আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েও প্রেসিডেন্ট কার্টার চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তেল ও খাদ্যের বর্ধিত মূল্য, অর্থনীতি ক্ষেত্রে মন্থরতা বা মন্দা এবং যে মুদ্রাস্ফীতি ১৯৭৯ সালের শতকরা ১৪ ভাগের কাছাকাছি থেকে ৮০ সালে শতকরা ২০ ভাগের উপরে উঠে যায় সে উচ্চহার মুদ্রাস্ফীতি সকল আমেরিকানকে মহামারীর মতো আক্রমণ করেছিল। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এটাই ছিল নিকৃষ্টতম মুদ্রাস্ফীতির হার। উচ্চ বেকারত্বের উচ্চহার তাঁর ঘরোয়া অসুবিধাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭৯ সালে বেসামরিক কর্মপ্রার্থীর মধ্যে এই বেকারত্ব শতকরা ৫.৬ ভাগ থেকে ৬.০ ভাগ পর্যন্ত উঠানামা করছিল। কিন্তু কোনো কোনো শহরে এর হার ছিল আরও অনেক বেশি। উদাহরণ স্বরূপ ডেট্রয়েট শহরে গাড়ী বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে গাড়ী তৈরির শিল্পগুলি ব্যাপকভাবে লে-অফ ঘোষণা করে এবং এই শহরে বেকারত্বের হার উঠে যায় শতকরা ১৮ ভাগে।

১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমেরিকান ভোটাররা প্রেসিডেন্ট কার্টারের দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অনেকেই তাঁর বৈদেশিক ও ঘরোয়া সমস্যা মোকাবিলা করার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৯৮০ সালের ৪ঠা নভেম্বরের নির্বাচন দিনে তারা রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী এবং ক্যালিফোর্নিয়ার দুই মেয়াদী প্রাক্তন গভর্ণর রোনাল্ড রিগ্যানকে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। তিনি ৪৪টি রাজ্যে জয় লাভ করেন এবং জনপ্রিয় ভোটের শতকরা ৫১ ভাগ লাভ করেন। কার্টারের উনপঞ্চাশের বিপরীতে তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর ৪৮৯ ভোট পেয়ে বিপুলভাবে জয়ী হন। তাঁর নির্বাচনের অব্যাবহিত পরে প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি ৩০ টিরও বেশি আসন এবং সিনেটে সংখ্যাধিক্য আসন লাভ করে। ২৬ বছরের মধ্যে এরকম ঘটনা ছিল এই প্রথম।

রিগান তাঁর প্রচারণায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি নতুন যুগ সূচনার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর প্রচারণাকালে তিনি কাজ, পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা, শান্তি ও স্বাধীনতার মৌলিক মূল্যবোধগুলি পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।